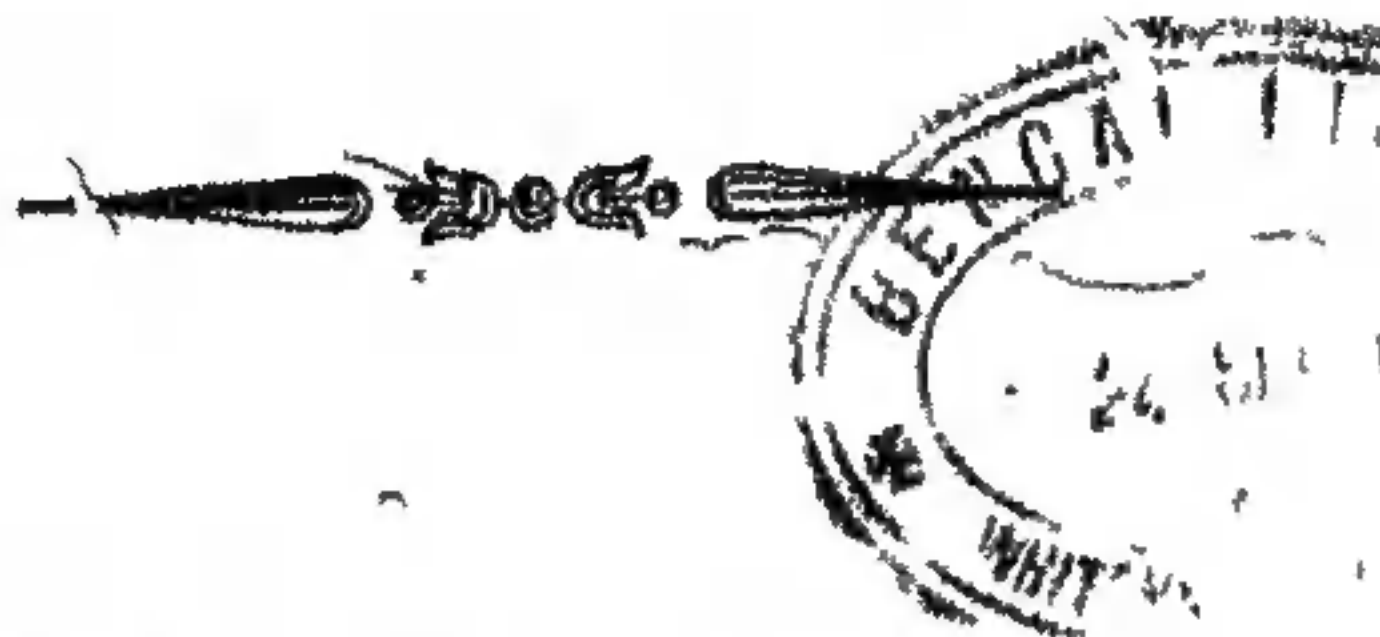


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।



শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কলিকাতা ।

মুদ্রাপুর ট্রিট, বঙ্গভূমি কার্যালয় হইতে
সীমাধ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

মূল্য ৯০ পান্না



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



গীতাকে স্মৃতি করা অতি প্রয়োজন ।

অন্য শাস্ত্র বিস্তারের নাহি প্রয়োজন ॥

স্বয়ং ঈশ্বর মুখে উদ্ভব যাহার ।

অপর শাস্ত্রের সহ তুলনা কি তার ॥ ১৩৩

শ্রীদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কলিকাতা ।

৯ নং মৃজাপুর স্ট্রীট, বঙ্গভূমি কারখানা

শ্রীমাদেশ্বরী মন্দির ।

শ্রী ১০ আনা ।

All rights reserved.

লাভ

নী

যোগী

আস

নি

কর

শ্রী

উদ্ভিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অঙ্ক	শব্দ
১	১৭	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ
৪	২০	আচার্য্য	আচার্য্য
১৬	১৬	অতিভূত	অতিভূত
১৮	১৮	কুল	কুল
৩-৪	৩-৪	শঙ্কর	শঙ্কর
১৯	১৯	আশঙ্ক	আশঙ্ক
২০	২০	যাতে	যাবে
১৩	৫	তব	তব
১৬	৮-১১	মর্গ	মর্গ
২৪	১০	কল্যাণ	কল্যাণ
২৭	৮	জ্ঞানলাভ	জ্ঞানলাভ
১৫	১৫	জ্ঞানি	জ্ঞানী
১৮	১৮	যোগি	যোগি
৫০	৬	আমার	আমার
৫২	৫	লিখ	লিখ
৬২	২	কর	কর
৬৬	২	শ্রেয়	শ্রেয়
১০	১১	মরীচ	মরীচ
১৪	১৪	দেখিব	দেখিব

উদ্ধৃতিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পাণ্ডুলিপি	অক্ষর	একপ
১৬	১৬	কেন	একপ
১৭	১৮	কেন	দেখি কেন
১৮	১৯	ভূমি	কর ভূমি
১৯	২০	চন্দ্র	চন্দ্র স্বর্গ
২০	২১	বাণী	ব্যাধি
২১	২২	সহি	নাহি
২২	২৩	যোদ্ধা	যোদ্ধা
২৩	২৪	বেদের	বেদের
২৪	২৫	সর্ব্বএই	সর্ব্বএই
২৫	২৬	তোতাদি	তোতাদি
২৬	২৭	অবিহিত	অভিহিত
২৭	২৮	প্রকৃত	প্রকৃতি
২৮	২৯	মশেনা	মিশেনা
২৯	৩০	শরীরীর	শারীরিক
৩০	৩১	ভক্তব্য	ভ্যক্তব্য
৩১	৩২	বস	বস
৩২	৩৩	ধৃতি	ধৃতি
৩৩	৩৪	রণ	রন
৩৪	৩৫	হইবে	হইয়ে
৩৫	৩৬	শাস্ত	শাস্ত
৩৬	৩৭	শিলালয়ে	শিবালয়ে



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথম অধ্যায় ।

—
দ্রোণাশ্রম মহারাজ দেখিয়া সপ্নয়ে ।
জিজ্ঞাসেন যুদ্ধবার্তা ব্যাকুলিত হ'য়ে
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে হয়ে সমবেত ।
দুর্যোধন আদি সব মম পুত্র যত
পাণ্ডুরত যুধিষ্ঠির ভাই পাণ্ডবজন ।
সমরের অভিলাষে করেছে গমন ॥
কি করিছে তারা সব বলহে আমায় ।
কি দেখিলে তাহাদের কার্যপরিচয় ॥
কুঞ্জর বলেন তবে শুনহে রাজন ।
যুদ্ধেব আরম্ভ যাহা করিব বর্ণন ॥
পাণ্ডবের সেনাগণে দেখি ব্যাহিকারে ।
রণবেশে স্তম্ভিত হেরিয়া তাহাদের ॥
দুর্যোধন রাজা গেল জোনের নিকটে ।
বিবরিয়া যত্নে সব শুক সন্নিহিতে ॥
দেখ দেখ শুকদেব ! পাণ্ডু পুত্রগণ ।
তাহাদের সেনা সব কে করে গণন ॥

১৩৬ ঐশ্বর্য বৃষ্টিভূমি তাহাদের মনে ।
 অঃ গন ধেনাসহ মেতেছেন রপে ॥
 করি বীক্ষা আছে কিবা নাম কব ।
 সকলেই এক এক ভীমার্জুন সম ॥
 সত্যকি, বিনাট রাজা কপদেব সহ ।
 ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কানী রাজ সহ ॥
 নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত কুণ্ডভোজ রাজা ।
 উত্তমোজা, যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা ॥
 দুদীপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই সখী ।
 অভিমন্যু আদি সবে সকলেই রথী ॥
 এন এবে মন সাণে যে মৃগেন বীর ।
 করিব তাঁদের নান গুণ মহাবীর ॥
 যুদ্ধজয়ী কৃপাচাণ্য, ভীষ্ম আব কর ।
 অশ্বখামা, ভূরিশ্রবা, আপনি বিকর ॥
 এ ছাড়া অমাব সঙ্গে আছে বহুবীর ।
 জীবন দানেতে তাঁরা না হন অস্থির ॥
 অগণন মেনা মনু ভীষ্মের রক্ষিত ।
 পাণ্ডবের নাহি তত ভীষ্মের সহিত ॥
 নিজ নিজ সৈন্য সা করিয়া বিভাগ ।
 বাহের রচনা কর ওহে মহাভাগ ॥
 বাহুদ্বারে অবস্থিত হইয়া এখন ।
 বীর ভীষ্ম পিতামহে রক্ষ সৰ্ব্বগুণ ॥
 পশ্চাতে পশ্চাতে নেন দাঁড়ি থাকে ভয়
 একপে রক্ষত তারে বনে অশির ॥

সেই ভীষণ বনে আজি আমাদের বন
 হইলে চঞ্চল তিনি আগরা নির্বল ॥
 ত্রয়োধনে তুমিবাণে ভীষণ মহাবীর
 শঙ্কর সমরধ্বনি করেন গভীর ॥
 ভীষ্মের শঙ্কর ধ্বনি শুনিয়া তখন
 ত্রয়োধন মহাবীর বহু মৈত্রীগণ ॥
 মৃদঙ্গ নাগরা আদি রণ শিঙ্গা ভেরী ।
 উঠিল সকলো মেলি মহাধ্বনি করি ॥
 "একিকে শ্রীকৃষ্ণ আর সারথী অর্জুন ।"
 প্রেতাস্থ সংযুক্ত বণে হয়ে সমাসীন ॥
 ভীষ্মের শঙ্কর ধ্বনি শুনিয়া তখন
 করিলেন দিব্য শঙ্কর সমরের ধ্বনি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ করেন পাশ্চাত্য শঙ্কর ধ্বনি ।
 অর্জুনের দেবদত্ত ভীম পৌণ্ড্র ধ্বনি ॥
 সর্ব লোকে ভয় পায় শঙ্কর ধ্বনি শুনি ।
 এমন শঙ্কর ধ্বনি কভু মাহি শুনি ॥
 কুন্তি স্নত বৃষিষ্ঠির অনন্ত বিজয় ।
 গহদেব মণিপুংগ, নকুল সুরোধ ॥
 এইরূপ কামীরাজ, শিগঞ্জী, সারথী ।
 মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি ॥
 অভিমন্যু আদি সব করে শঙ্কর ধ্বনি ।
 একে একে সকলোতে করে শঙ্কর ধ্বনি ॥
 এই সব মহানাদ প্রতিধ্বনি হয়ে ।
 পুরলোক ভবলোক সব কাঁপাইয়ে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥

তরাহু পুত্র আর তার সেনাগণে ।
হৃদয় বিচলিত করে এই ভয় গনে ।
আশ্রিত পুত্র আদি বীর রাজগণে ।
দেখিয়া আগত হবে যুদ্ধের কারণে ॥
কর্ণিধনজ, রণাক্রাণ্ড অর্জুন মহাবীর ।
কোন ও কারণে চিত্তে হইয়া অস্থির ॥
হেন কালে শরাসন করি উত্তোলন ।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করে শিবেদন ॥
মধ্যস্থলে গম রথ করহ স্থাপন ।
উভয় পক্ষের সেনা করি বিলোকন ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত বীর রাজগণে ।
যাহারা আগত আজি যুদ্ধের কারণে ॥
গতক্ষণ নাহি দেখি তাঁহাদের আগি ।
ততক্ষণ মধ্যস্থলে রথ রাখ তুমি ॥
অর্জুনের এই কথা শুনি নারায়ণ ।
রাজগণ মধ্যে রথ করিল স্থাপন ॥
রথ রাখি হৃষীকেশ অর্জুনে তখন ।
বলেন কোরব দল কর নিরীক্ষণ ॥
হুইদল সেনামধ্যে অর্জুন তখন ।
আশ্চর্য্য, পিতৃব্য, পুত্র করে বিলোকন ॥
পিতামহ, পৌত্র, মিত্র, মাতুল শত্রু ।
উপকারী অতি মিত্র বহু বহু শূর ॥
দেখিয়া সেনার মধ্যে আশ্রয় স্বজনে ।
দয়াবান হয়ে অতি বিষম বদনে ॥

প্রথম অধ্যায় ।

কুণ্ডলরে বসেন কথা শুন ভগবান্ধী
যত দেখি বন্ধুজন আত্মীয় স্বজন ॥
সমরের অভিলাষে করেছে গমন
ইহাদিকে দেখে মম অবশাগ্র হয় ।
শরীর কাঁপিয়া উঠে রোমাঞ্চিত হয় ॥
মুখ শুষ্ক হইতেছে দুঃখের কারণ ।
গাণ্ডীব ধরিতে আর না পারি এখন ॥
কি বলে জ্ঞানাব আমি মনের বেদন ।
সর্ব্ব দুঃখের মম হতেছে দাহন ॥
স্থির হতে শক্তি আর না আছে এখন
চারিদিক আলোড়িত হয় মম মন ॥
যেই দিকে মম আঁখি করি বিলোকন
সেই দিকে দেখি আমি যত কুলঙ্গন ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করি আত্মীয় স্বজনে ।
না পাই তাহাতে কিছু শ্রয়ঃ গণি মনে ॥
যদি বলা জয় লাভ হইবে আমার ।
বিজয় কামনা আমি নাহি রাখি আর ॥
রাজ্যসুখ নাহি চাই যুদ্ধ লাভ করি ।
আকাজ্ঞা তাহাও নাই স্বপ্নে বধ করি ॥
রাজ্যভোগে কিবা সুখ, কি ফল জীবনে ।
আত্মীয় স্বজন গণে বধিয়া এ রণে ॥
রাজ্য-ভোগ-সুখ-আশা যাহাদের লাগি ।
তাহারাই রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখি ॥
পিতামহ, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল ।

শ্রী মঙ্গলদগীত ।

বসুন্ধরালিক, পৌত্র, সকল অতুল ॥
অসীম প্রজনগণ হাবাক্তে জীবন
এসিদ্ধি বর্ণক্ষেত্রে করে মহী পণ ॥
সকলে কখন যদি আমাদের নাশ ।
তবুও না করি কভু এঁদের বিনাশ ॥
ত্রিলাকেব রাজ্য যদি কেহ দেয় গোবে ।
তবু আমি বিনাশিতে না পাবি এঁদেরে ॥
পৃথিবীর রাজ্যভোগ তুচ্ছ ক্রাব কাছে ।
অধিয়া এঁদেরে তবে কিবা স্মৃথ আছে ॥
দুর্যোধন আদি সবে কবিয়া সংহাব ।
আমাদের স্মৃথ লাভ কি হইবে আশ ॥
এরা সম শত্রু বটে বধে পাশু নাই ।
দার্তবাস্তবগণ তবু না বধিতে চাই ॥
ইহাদেরে বিনাশিলে হবে মহাপাপ ।
আত্মীয় প্রজন গণে বধে কিবা লাভ ॥
লোভে অতিভূত চিত্ত দুর্যোধনগণ ।
কুলক্ষয় যিহাদ্রোহ না করে দর্শন ॥
কুলক্ষয় জন্মে পাপ করি বিলোকন ।
না হব নিবৃত্ত কেন কহ জনাদন ॥
জনহ মাধব তবে ধরি তব কর ।
কর্তব্য মোদের নহে করা এসম্মুখ ॥
কুলক্ষয় হলে হয় ধর্মের বিনাশ ।
কুলধর্ম নহে হলে ন্যাসি কোন আশ ।
সকলি অধর্ম দ্বারা অভিভূত হয় ॥

কুলেতে বিধম্বা হলে নাহিক উত্তম ॥
 কুলনারী গণ হয় ভ্রষ্ট আচারিণী ;
 বর্ণ শঙ্কর গর্ভে ধবকে সে কামিনীশি
 বর্ণশঙ্কর হলে পরে কুলের বিনাশ ।
 কুলক্ষয় কারীদেব নবকে হয় বাস ॥
 ধর্মহীন কুলে পিও, তর্পণাদি জিয়া ।
 কিছু নাহি থাকে, যায় বিদোষ পাইয়া ॥
 পিতৃ পিতামহ আর শুকজন গণ ।
 সঙ্গতি না হব তাঁদেব নরকে পতন ॥
 কুলনাশকারীদেব জাতি ধর্ম ধাম ।
 আশ্রমাদি কুলধর্ম উৎসন্ন যায় ॥
 এই তিনু ধর্ম গেলে গুনি জনাঙ্গিন
 জুজ্ঞান নরক বাস কবে সেই জন ॥
 আই কি খেদেব কথা হতেছে এখন ।
 কি পাপে নিযুক্ত হয় হতেছি এখন ॥
 সামান্য রাজ্যের অধ ভূগিবারে আজ ।
 আশ্রম স্বজন গণে গোণে বধ কাজ ॥
 হায় কি দারুণ কথা কি কহিব আর ।
 কি পাপে আশ্রম আজ শরীর আমার ॥
 প্রতি কারে যক্ষহীন অশস্ত্র এখন ।
 দারুণাঙ্গিগণ যদি বধে এ জীবন ॥
 তবুও মঙ্গল আশাব হইবে নিশ্চয় ।
 তথাপি এসব বধে কিবা লাভ হয় ॥
 লঙ্কায় বলেন এখন দুর্যোদ্ধ বীর

ব্যাকুলিত হয়ে হেন অর্জুন সুধীর ॥

ধন্যরোগ পরিত্যাগ করিলো তখন ।

সমবেশনিকৃত হতে করিল সনম ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অর্জুনে ব্যাকুল চিত্ত সজল নয়ন ।

স্নেহিয়া বলেন তবে শ্রীমদুদ্দন ॥

বিষম সঙ্কটে কেন মোহ উপস্থিত ।

হে অর্জুন ! আর্থাগণে এ নহে উচিত ॥

স্বর্গের গমন পথ ইহা করে বোধ ।

অংশের হেতু হয় এই সম বোধ ॥

দুর্কল কাতর ভাব পরিহর এবে ।

ব্যাকুলিত কেন হও অলক্ষণ ভেবে ॥

এ হেন দুর্কল ভাব ক্ষুদ্র জনে সাজে ।

উঠ উঠ পরম্পর রত হও কাজে ॥

অর্জুন বলেন শুন হে মধুসূদন ।

ভীষ্ম দ্রোণ আদি সব পুজার ভাজন ॥

কেমনে তাঁদের উপর করিব আঘাত ।

কেমনে করিব তাঁদের রণেতে নিপাত ॥

মহাভাগ শুরুগণে না বধে এখন ।

ভিক্ষার ভোজনে যদি যার এ জীবন ॥

তবুও আত্মসংগে করিয়ে নিমন ॥
 না করি কুধিরু মাথা বিষয়ে মনন ॥
 না পারি জীবিত্তে এবে জন্ম পুরাঙ্গন
 গৌরবের পরিচয় কেবা বড় হয় ॥
 যাদের সংহার করি মরণ উচিত ।
 তাঁরাই আছেন সব যুদ্ধে উপস্থিত ॥
 কুলক্ষয় কৃত দোষে ধর্ম বুদ্ধিহীন ।
 হয়েছি একদুর্গে আমি বুদ্ধি বিতাহীন ॥
 তব শিষ্য হয়ে আমি নিতেছি শরণ ।
 শ্রেয়ঃ উপদেশ মোরে বলহ এখন ॥
 হয়েছে আমার মনে নিতান্ত বিকার ।
 যুচাবরি নাহি দেখি কোন প্রতিকার ॥
 সমুদ্র পৃথীর রাজ্য যদি পাই হাতে ।
 তবুও না দেখি লাভ কিঞ্চিৎ তাহাতে ॥
 স্বর্গের প্রভু আদি পাইলে এখন ।
 তবুও ইহাতে সম না যায় মনন ॥
 কিছুতেই দেখি আমি না আছে কল্যাণ
 তবে কেন বুধা যুদ্ধে যাব ভগবান ॥
 পরস্পর জিতনিদ্র অর্জুন অধীর ।
 হৃষীকেশ গোবিন্দেরে গিরেদেন স্থির ॥
 অর্জুনের এই ভাব হেরিয়া তখন ।
 হাসি হাসি হৃষীকেশ করে সম্বোধন ॥
 যাহাদের জন্ম ণাক নাহি প্রয়োজন ।
 অনর্থক কর কুংখ কিসের কারণ ॥

কিঞ্চিৎ তুমি এবে যে নহ' পণ্ডিত ।
 বর্জ্য তবো' কার্য্যে কেন হেন বিপরীত ॥
 পণ্ডিতের সমজ্ঞান' মৃত বা জীবিত ।
 কার জন্ত কোন শোক না করে পণ্ডিত ॥
 কে বলিবে আমি তুমি না ছিলাম আগে ।
 এইসব রাজগণ না ছিলেন আগে ॥
 ছিলাম আমরা সব পূর্বে বিচ্যমান ।
 ইহার অন্তথা তুমি নাহি মনে জান ॥
 কে পারে বলিতে মোরা না থাকির পূর্বে
 অবস্থা আমরা সব থাকি এর পরে ॥
 কোমার যৌবন জরা মাকুষ্যের দেহে ।
 সেইরূপ দেহান্তর মাকুষ্যের দেহে ॥
 এইরূপ তিন দশা যেন ক্রমে হয় ।
 সেইরূপ দেহান্তর শেষ দশা হয় ॥
 অধী মহাজনগণ না দেখেন ভেদ ।
 জ্ঞানের চক্ষুতে জ্ঞানী না করেন খেদ ॥
 শীতোষ্ণতা সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়ের সনে ।
 কিছুকাল স্থায়ী হয় মানবের সনে ॥
 কিঙ্ক হে ভাবিত তাহা কয় দিন রহে ।
 তোমার কর্তব্য এইসব যাতে সহে ॥
 এইরূপ ইষ্টানিষ্ট চিরকাল হয় ।
 সুখ দুঃখ সেই জন্ত কভু ভুল নয় ॥
 জ্ঞানী হয়ে ধীর ভাবে সে সব সহিবে ।
 সুখ দুঃখ বোধ তাহে কিছু না করিবে ॥

ধীর হয়ে স্থখ দুঃখে যার সম জ্ঞানী।
 ধর্মজ্ঞান লাভ করি মোক্ষফল পান।
 সংসারেতে সং বস্তু চিরকাল রয়।
 কোনকালে সে বস্তুর বিনাশ না হয় ॥
 এক হতে অন্তভাবে তাহা প্রায় হয়।
 সংসারে বিনাশ তার কভু নাহি হয় ॥
 শীতোষ্ণ ভাবের কোন সন্ধা নাহি রয়।
 তাহাই 'অসং' ভাব জ্ঞানিগণ কয় ॥
 গুণরূপে পরিব্যাপ্ত যিনি এ সংসারে।
 অধিনাশী সেই সদ্ধা সংসার মাঝারে।
 সেই আত্মা নিত্য স্থায়ী না আছে বিনাশ
 না পায় ক্ষেপিতে ভায় সব দেহে বাস ॥
 এইরূপ বলেছেন তদ্বিশিগণ।
 অতএব হে ভারত যুদ্ধে দাও মন ॥
 আত্মা কভু কাহাকেও না করে হমন।
 না হয় অশ্রের দ্বারা হত ও কথন ॥
 আত্মা নিহত হয় বা অশ্রু করে হত।
 এরূপ বিপ্লব যার হয় অভিমত ॥
 অভিজ্ঞ নহেন তিনি আত্মার বিষয়।
 পণ্ডিতের কথা এই জানিহ নিশ্চয় ॥

শীতোষ্ণ ভাব ইঞ্জিরের দ্বারা জানা যায়। শীত ও উষ্ণ বুলিয়া
 কোন পদার্থ বিশেষ নাই। এ যেন কোন পদার্থ 'সং' অর্থাৎ তুলায় অধিক
 অধিক 'অসং' অর্থাৎ স্থায়ীবিহীন, যাহা ইঞ্জিয়াদি দ্বারা প্রস্তুত হয়
 হয়। অতঃপর 'সং' ভাষার শীতোষ্ণতা 'অসং'।—সং বস্তুর বিনাশ নাই।

আত্মা কভু কবে নাই জনম গ্রহণ ।
 নী হয় মৃত্যুর মুখে পতিত কখন ॥
 বাহ্যের উৎপত্তি বুদ্ধি নাহি পান ।
 * অজ, নিত্য সৰ্বব্যাপী অতীব পুরাণ ॥
 নশ্বর নিনষ্ট হয় যখন তখন ।
 আত্মার বিনাশ কভু নাহি কদাচন ॥
 এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে যার ।
 ক্লেশপে কবেন তিনি কাহার সংহার ॥ -
 জীর্ণবস্ত্র ফেলে দিয়ে যেন সৰ্বজনন -
 নববস্ত্র পরিধান করয়ে গ্রহণ ॥
 সেইরূপ এই আত্মা একত্যাগ করে ।
 ঐশ্বর্য এক মানবেব নব দেহ ধরে ॥
 অজ্ঞ শব্দে এই আত্মা ছিন্ন নাহি হয় ।
 আগুণেতে ফেলিলেও দগ্ধ নাহি হয় ॥
 জলেতে ভিজাতে কিম্বা বায়ুতে শুষিতে ।
 কিছুতে না পারে কিছু এব কবিতে ॥
 নাহি হয় দগ্ধ ইহা নাহি হয় ছিন্ন ।
 না যায় শুকায়ে ইহা নাহি হয় ক্লিন্ন ॥
 সৰ্বত্রই আছে ইহা, অক্ষর অচল ।
 নিত্য, স্থির, আদি নাই, অব্যক্ত কেবল ॥
 চিন্তাতে না পায় কেহ, না পায় দর্শন ।

* ভয়, অস্তিত্ব, বুদ্ধি, পরিণাম, অগম্য ও বিনাশ, এই ছয়টা
 ক্লেশ নামে অভিহিত । আত্মার এসব কিছুই নাই । আত্মা এই সৰ্বত্র
 বিস্তৃত । অজ-জন্মবিহীন ; নিত্য-মৃত্যুবিহীন । -

একুপ আত্মার হয় প্রকৃত বর্ণন ॥
 আত্মার স্বরূপ তুমি হইলে বিদিত ॥
 অতএব উঠ এবে না শোক উচিত ॥
 জন্ম মৃত্যু বারংবার আত্মার যদি হয় ।
 এমনই যদি কভু তবে মনে লয় ॥
 তথাচ হে মহাবাহো শোক কেন কর ।
 এ নহে কর্তব্য তব, হুঃখ পবিহর ॥
 মরিতে নিশ্চয় হবে লইলে জনম ।
 পুনরায় কৰ্মফলে হইবে জনম ॥
 এইরূপ জন্ম মৃত্যু নিশ্চয় যখন ।
 তবে কেন হুঃখ কর বৃথা অকারণ ॥
 প্রথমে অব্যক্ত সব আছিল জগত ।
 মধ্যম অবস্থা পেয়ে হইল সব ব্যক্ত * ॥
 পুনরায় বিনাশান্তে হইবে অব্যক্ত ।
 অতএব হুঃখ কেন করহে ভারত ॥
 কেহ বা এ আত্মাকে আশ্চর্য বলে ভাবে ।
 বর্ণন শ্রবণ কবে সেইরূপ ভাবে ॥
 কেহই শ্রবণ কবে নাহি হয় জ্ঞাত ।
 আত্মার স্বরূপভাব রহিবে অজ্ঞাত ॥

* জীব জগৎগ্রহণ করিয়াই সংসারে ব্যক্ত হয়, জন্মবার পূর্বে জীব-
 অব্যক্তভাবাপন্ন থাকে, এবং পুনরায় মৃত্যুর পরও অব্যক্তভাবে থাকে ;
 কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত এইরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছে ; তাহার
 বিদ্যমানতা হয় না ।

সকল দেহেতে আত্মা করে অবস্থিত ।
 নিত্যনুও অধীশ এই গুণ হে ভারত ॥
 অতএব হইতোও দেহের বিনাশ ।
 কর্তব্য তোমার নহে শোকের প্রকাশ ॥
 স্বধর্মের দিক্‌ দেখি করছে দর্শন ।
 তোমার কর্তব্য নহে তবে এ কম্পন ॥
 ধর্মযুদ্ধ চেষ্টে কিছু নাহি শ্রেয়স্কর ।
 অতএব মহাবাহো হুঃখ পরিত্যজ ॥
 অনায়াসে প্রাপ্তবুদ্ধ স্বর্গের সাধন ।
 সুখলাভ করে তাহে ক্ষত্র রাজগণ ॥
 ধর্মযুদ্ধ যদি তুমি না কর যুজন ।
 স্বধর্মের লোপ হবে অকীর্ত্তিভাজন ॥
 সকলেই চিরদিন অশশ যোষিবে ।
 অকীর্ত্তি গুণীর পক্ষে মৃত্যু সম হবে ॥
 যে সকল মহারথ বহু যাত্ৰ করে ।
 দেখিলে বিমুখ যুদ্ধে লঘুজ্ঞান করে ॥
 হইলে বিমুখ যুদ্ধে, কবে সর্বজন ।
 রণে ভঙ্গ দিয়ে ভয়ে কর পলায়ন ॥
 দুর্ব্বোধনগণ তব সামর্থ্যে নিন্দাবে ।
 অকথ্য কুকথা কত কতই বলিবে ॥
 অধিক কি আর হুঃখ তদপেক্ষা হয় ।
 অতএব কর পণ যুদ্ধেতে নিশ্চয় ॥
 যুদ্ধেতে মরণ হলে স্বর্গবাসী হবে ।
 বিজয়ী হইলে যুদ্ধে বহু লাভ হবে ॥

সমাগরা পৃথিবীর হবে অধীশ্বর
অতএব উঠ ঊঠ যুদ্ধে স্থির কর ।
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয় ।
সমতুল্য জ্ঞান করি যুদ্ধেতে নিশ্চয় ॥
না জন্মিবে তব পাপ তাহাতে তৌগরি ।
অতএব যুদ্ধে কেন গৌণ কর আরি ॥
সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা করিলে শ্রবণ ।
কর্মযোগ ব্যাখ্যা এবে শুনহ এখন ॥
এই কর্মযোগজ্ঞান জন্মিলে নিশ্চয় ।
কর্মবন্ধন হতে মুক্তি হবে ধনজয় ।
নিকাম কর্মফলের নাহিক বিনাশ ।
অন্যকর্মের ফল হয় মহাভয় নাশ ॥
নিকাম কর্মের ফলে এক বুদ্ধি হয় ।
ঈশ্বরেতে ভক্তি রেখে তঁরিতে নিশ্চয় ॥
এক মাত্র ভগবানে করিলে চিস্তন ।
নিকাম কর্মীর হয় অতি শুদ্ধ মন ॥
সকাম কর্মের যারা করে অনুষ্ঠান ।
ফল আশা তারা অতি চিন্তাবান ॥

বজ্রদামাদি সকাম কর্মানুষ্ঠানের হান্যাদিকা হেতু ফলের অধাধিক
গণ্যাবনা । কিন্তু নিকাম কর্মযোগে ফলের আকাংক্ষা মধ্যমাকার ফলহানি
রূপ কোন ভয় থাকে না । সুতরাং কেবল ঈশ্বরার্থই যে নিকাম কর্ম অনু-
ষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারের মহাভয়
থাকে না ।

বুদ্ধির চীৎকার্য ঘটে চিন্তায় আকুল ।
 নিষ্কাম কর্মীর বুদ্ধি ভক্তিতে আকুল ॥
 একাগ্রতা হেতু তার তত্ত্বজ্ঞান হয় ।
 সকাল নিষ্কাম কর্মে বহু ভেদ হয় ॥
 যে সকল কর্মকাণ্ড বেদেতে বিহিত ।
 করিলে আপাত ফল ফলিবে নিশ্চিত ॥
 যজ্ঞাদি সাধন হলে কামনা সফল ।
 সর্গ আদি লাভ হয় না যায় বিফল ॥
 পবিত্র আনন্দ লাভ না হয় তাহাতে ।
 জন্ম, কর্ম, পুত্র, আদি লভিবে তাহাতে ॥
 সর্গ আদি ফললাভ কর্মকাণ্ডে হয় ।
 বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে না হয় ॥
 লোভগোধনে অমুরক্ত যাহার জীবন ।
 মিষ্টবাক্যে সুদাক্ষিণ্য যুদ্ধ যার মন ॥
 মনেতে ঈশ্বর চিন্তা না হয় যাহার ।
 বিলাস আদিতে মন চঞ্চল যাহার ॥
 কামনায আকুলিত চিত্ত তার সদা ।
 স্বর্গাদি বিষয় চায় না ভাবে অন্তথা ॥
 কর্মকাণ্ড করিবেক ফল আশাহীন ।
 হইবে গার্জিত চিত্ত কামনাবিহীন ॥
 চিত্তশুদ্ধি হয়ে তার একভক্তি হবে ।
 একভক্তি হয়ে সেই মুক্তিকে লভিবে ॥
 অগ্নিহোত্র কর্ম আদি করে সেই জন ।
 সাকাম পুরুষ সেই লভে কাণ্ড্যধন ॥

যে জন যেন প কর্ম করে অস্থিষ্ঠান
 বিধিমতে সেই ফল করয়ে এদান ॥
 সুখ দুঃখে পিত্তভাব কর পরিহার ।
 কাম্যধনে আশা তুমি নাহি কর আর ॥
 প্রাপ্তধনে রক্ষা আশা করহ বর্জন ।
 সমভাবে একমনে লভ আশ্রয় ॥
 অন্ন বা গভীর জল যেই জলাশয় ।
 উভয়েতে স্থান পান সমভাবে হয় ॥
 কাম্যকর্মে স্বর্গলাভে যে আনন্দ হয় ।
 ত্রিকবেত্তা পুরুষের সে আনন্দ হয় ॥
 স্বর্গাদি কামনা লাভে যে আনন্দ হয় ।
 আশ্রয় আশ্রয় তুলনা না হয় ॥
 হে অর্জুন আছে তব কর্মে অধিকার ।
 কর্মফলে কিন্তু তব নাহি অধিকার ॥
 ফল হেতু কর্মে যেন প্রবৃত্তি না হয় ।
 কর্ম পরিত্যাগে নাহি শ্রীতির উদয় ॥
 কর্মফল আশা তুমি করহ বর্জন ।
 সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে না কর মনন ॥
 মনযোগী হয়ে কর্ম কর অস্থিষ্ঠান ।
 চিত্ত সাম্যরূপ যোগ করহ সাধন ॥
 নিকাম কর্মের চেয়ে কাম্য হেয় হয় ।
 নিকাম সে কর্ম তুমি কর ধনঞ্জয় ॥
 পরমাত্ম বুদ্ধিলাভ হইবে তোমার ।
 নিকট সে বুদ্ধি তার ফলাকাঙ্ক্ষা যার ॥

পরমাত্মবুদ্ধিযুক্ত যে মানবগণ ।
 ইহলোকে পাপপুণ্য না করে অর্জন ॥
 পরমাত্মবুদ্ধিযোগে এবে হও রত ।
 বুদ্ধিযুক্তকর্ম এই যোগ নামে খ্যাত ॥
 কুর্মফল ত্যাগ করি বুদ্ধি পরায়ণ ।
 পরমাত্মলাভ হেতু করয়ে যতন ॥
 জ্ঞানরূপ বন্ধন হতে বিমুক্ত কারণ ।
 বিমুপদ লাভ করি মোক্ষোত্তম গমন ॥
 তব বুদ্ধি হবে যবে জ্ঞানেত্তে মগন ।
 নিবেক বৈরাগ্য আসি উদবে তখন ॥
 পরমাত্মজ্ঞানে বুদ্ধি হইবে নিঃচল ।
 হইবে তখন তব তত্ত্বজ্ঞান ফল ॥
 অর্জুন বলেন এবে শুনহে কেশব ।
 সমাধিস্থ হিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ কি সব ॥
 কিরূপ তাঁহার বাক্য, কিবা তাঁর স্থিতি ।
 কিরূপ তাঁহার কার্য, কিবা তাঁর গতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন এবে শুনহে অর্জুন ।
 হিতপ্রজ্ঞ পুরুষের এই হয় গুণ ॥
 চিত্তের বাসনা যিনি পরিত্যাগ করি ।
 সাধন আত্মাতে তাঁর আত্ম-তৃপ্তি করি ॥*

* আত্মার সহিত কিছুই সংগিষ্ট নাই, এইরূপ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান ;
 কামনাদি সামান্যিক বর্গ ; সুত্ত্বাং সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেব, প্রতীতি ভাববিহীন
 হইয়া মুনিগণ নিজ আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥

না হয় উদ্বেগ যার মনে দুঃখ হলে ।
 বিষয়ের স্মৃতি চিত্ত নিপুণ ইহিলে ॥
 ভয় ক্রোধ হীন হয় কীর্তরাগহলে ।
 স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই বলে ॥
 দেহাদি পদার্থে যার শোহ নাহি হয় ।
 প্রিয় বা অপ্রিয় লাভে সমজ্ঞান হয় ॥
 সংযোগ বিয়োগ কিম্বা জনম মরণে ।
 পশ্চাদ্ধাবন কিম্বা নাহি হয় মনে ॥
 প্রশংসা বিদ্বেষ ভাব ন হি আছে যার ।
 সর্বজনে স্থিতপ্রজ্ঞ নাম দেয় তার ॥
 কুর্শ যথা শিরঃপদ সঙ্কুচিত রাখে ।
 তাঁহার ইন্দ্রিয় সব সেইরূপ থাকে ॥
 কোনও বিষয়ে তাঁর না থাকে মনন ।
 ইন্দ্রিয় ও বহিঃ কার্য না করে তখন ॥
 ইন্দ্রিয় দুর্বল তার পীড়িত যে জন ।
 শক্তিহীন হয়ে শব্দ না করে গ্রহণ ॥
 তারও ইন্দ্রিয় সব নাহি করে কাজ ।
 অন্ত্যস্ত প্রভেদ কিন্তু উভয়ের মাঝ ॥
 বিষয় বাসনা তার নাহি হয় শেষ ।
 স্থিতপ্রজ্ঞের বাসনাদি সকলি নিঃশেষ ॥
 পীড়িত ইন্দ্রিয়ের থাকে সমস্ত কামনা ।
 ব্রহ্মদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞের নাহি কোন বাসনা ॥
 হে অজ্ঞান বলশালী যে ইন্দ্রিয় গণ ।
 বুলিতে বিনেকী মন করে আকর্ষণ ॥

দেহের উপর তাঁদের ক্ষমতা অপার।
 বিবেকীর মনে দেয় অগ্নিয়া বিকার ॥
 ইন্দ্রিয় সংযত ব্যক্তি আমার যে ভক্ত ।
 নিগৃহীত চিত্ত হয়ে আমার হয় রত ॥
 ইন্দ্রিয় সকলে যিনি করেছেন বশ ।
 হিঁস্রপ্রভৃ নাম ধরে অতুল হয় বশ ॥
 বিষয় চিন্তায় হয়, মানসে আসক্তি ।
 কামনা উদ্ভিত হয় হইতে আসক্তি ॥
 কামনাতে বিঘ্ন হলে ক্রোধের উদয় ।
 ক্রোধেতে সন্মোহ, মোহে স্থিতি ভ্রম হয় ॥
 স্থিতি ভ্রংশ হতে হয় বুদ্ধির বিনাশ ।
 বুদ্ধিনাশ হলে হয় মানবের নৃশ ॥
 গনিস ইন্দ্রিয় হয় বশীভূত যার ।
 রাগ, দ্বেষ, আদি রিপু নাহি থাকে তার ॥
 নিগৃহীত চিত্ত হয়ে মনে শান্তি পায় ।
 এইরূপ শান্তি হলে হুঃখ দূরে যায় ॥
 শুদ্ধচিত্ত জন বুদ্ধি আত্মলাভ পায় ।
 কোনরূপ হুঃখ তাঁরে না করে অশ্রয় ॥
 আপনার চিত্ত যেই না জিনিতে পারে ।
 আত্মজ্ঞান নাহি তার ধ্যানের কি ধারে ॥
 আত্মজ্ঞানহীন জনে শান্তি নাহি হয় ।
 শান্তিহীন পুরুষের মোক্ষ কোথা রয় ॥
 জ্বলের উপরে নোকা ভাসমান হলে ।
 বিচলিত হইয়া থাকে প্রতিকূলে ॥



সেইরূপ ইহি য় যদি বিচলিত হয় ।
 সাধকের নিঃসন্দেহ প্রজ্ঞা হ্রি লয় ॥
 সকল ইন্দ্রিয় যার নিবৃত্ত হয়েছে ।
 মুনিগণ স্থিত প্রজ্ঞ তাহারে বলেছে ॥
 আত্মজ্ঞান লাভ হলে স্থিত প্রজ্ঞ হয় ।
 জীবে ব্রহ্মে ভিন্ন বোধ নাহি তার রয় ॥
 প্রজ্ঞা হয় অজ্ঞানীর রাত্রির স্বরূপ ।
 ইহাকে তাহার দেখে অন্ধকার রূপ ॥
 উদয় রাত্রিতে সেই যোগিগণ জাগে ।
 স্কল ইন্দ্রিয় যার সংযতই রাখে ॥
 অজ্ঞানী জাগ্রত থাকে অবিজ্ঞা নিজায় ।
 স্থিত প্রজ্ঞের অবিজ্ঞা হয় রাত্রি প্রায় ॥
 নদ নদী জলপূর্ণ গভীর সাগরে ।
 যদিও বর্ষার জল তাহাতেই পড়ে ॥
 তাতেও সমুদ্র যেন ক্ষতি বৃদ্ধি হীন ।
 সেইরূপ স্থিত প্রজ্ঞও চাঞ্চল্য বিহীন ॥
 যদিও কামনা কোন করয়ে প্রবেশ ।
 তখনি তাহার হয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ ॥
 মহাশ্যার মন কভু না হয় চঞ্চল ।
 শ্বয়ং নিলিষ্ট থেকে পান শান্তিফল ॥
 বিষয়কাগী জনে এ শাস্তি কোথায় ।
 ব্রহ্মনিষ্ঠা অবস্থাতে কেবল এ হয় ॥
 কামনা করিয়া ত্যাগ থাকেন সংসারে ।
 নিম্প্রহ নির্গম হয়ে সংসার ভিতরে ॥

শ্রুতশ্রদ্ধ পুরুষের শান্তি লাভ হয়
 জ্বাহংকীর রিপু আদি অতি দূরে রয় ॥
 একপেশ্বাকেন যিনি সংসার মাঝার ।
 মায়ায় মোহিত মন নাহি হয় তাঁর ॥
 মৃত্যুকালে যদি কারও থাকে এই জ্ঞান ।
 নিঃসন্দেহে পান তিনি ব্রহ্মতে নির্বাণ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

আত্মজ্ঞান কৰ্ম হতে যদি শ্রেষ্ঠ হয় ।
 তবে কেন হে কেনব বলহে আমায় ॥
 ঘোরতর যে হিংসায় ইচ্ছা নাহি যায় ।
 সেই যুদ্ধে কেন আজ প্রেরিছ আমায় ॥
 কভু কৰ্ম, কভু জ্ঞান, এই শ্রেষ্ঠ বল ।
 কিবা হতে কোন শ্রেষ্ঠ নাহি তুমি বল ॥
 ইহাতেই বুদ্ধিভ্রান্ত হইতেছি আমি ।
 কিসে সম শ্রেয়ঃ হবে ঠিক বল তুমি ॥
 হে পরম্পর, পূৰ্ব্বত বলোছি তোমায় ।
 ইহলোকে জ্ঞান, কৰ্ম দুই নিষ্ঠা হয় ।
 জ্ঞানী জনে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলি মানে ।
 কৰ্মীর পক্ষে কৰ্মযোগ জ্ঞান এই মনে ॥
 কৰ্ম নিষ্কাম হলে নিষ্ক্রিয় ভাব হয় ।
 তবে সে কৰ্মীর হয় জ্ঞানের উদয় ॥

শুদ্ধিচিন্ত নাহি হলে কিছুই না হয় ।
 সন্ন্যাসেও কভু নাহি জ্ঞানের উদয় ॥
 সন্ন্যাসের চিত্ত নিলে জ্ঞান নাহি হয় ।
 নিকামেতে চিত্তশুদ্ধি পরে জ্ঞানোদয় ॥
 বিনা কর্মে কভু কেহ না পারে থাকিতে
 স্বভাবতঃ রত হয় তাদের কাজেতে ॥
 মনে মনে বিষয়াদি স্মরণ যে করে ।
 কর্মেন্দ্রিয় সংঘলিলে অজ্ঞ বলি তারে ॥
 হে অর্জুন, জ্ঞানেন্দ্রিয় করিয়ে সংযত ।
 ত্যজিয়ে ফলের আশা কর্মে হয় রত ॥
 শ্রেষ্ঠব্যক্তি তিনি হন নাহিক সংশয় ।
 অশুদ্ধচেতা সন্ন্যাসীকে করে পরাজয় ॥
 হে অর্জুন নিত্যক্রিয়া কর অনুষ্ঠান ।
 কর্ম নাহি করা চেয়ে করাই প্রধান ॥
 যতদিন চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় তব ।
 বেদবিহিত কর্মাদি কর তুমি সব ॥
 কর্ম নাহি ক'রে যদি কর অবস্থান ।
 পরীর যাত্রাও তব না হবে সাধন ॥
 ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম করে যেই জন ।
 নিকাম হেতু নাহি হয় কর্মেতে বন্ধন ।
 অগ্রথা করিলে কর্ম কর্মের বন্ধন ।
 কাগনা রহিত হয়ে কর্মে দাও মন ॥
 ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম কর অনুষ্ঠান ।
 বন্ধন দশায় প্রাপ্ত না হবে তখন ॥

অতএব হে অর্জুন হয়ে শুদ্ধ মন ।
 না ক'রে ফলের আশী কৰ্ম দাও মন ॥
 বস্মারম্ভে প্রজাপতি স্বজি সব জীবে ।
 আজ্ঞা দেন যজ্ঞ দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হবে ॥
 উদ্ধ মনি কর তবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ।
 প্রাপ্ত হবে তাহাতেই যে ফল বিধান ॥
 প্রজাগণ যাগযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান ।
 দেবতা দিগকে কর সন্তোষ প্রদান ॥ -
 দেবতা সন্তুষ্ট হলে হইবে সাধনা । -
 হইবে কল্যান লাভ যেরূপ কামনা ॥
 দেবদত্তভোগ লাভ হইবে যুথক ।
 সেই ভোগে তাঁহাদের করিবে পূজন ॥
 দেবোদেষে পঞ্চযজ্ঞ করিবে পালন ।
 যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট তবে হবে দেবগণ ॥
 যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন যে করয়ে ভোজন ।
 সর্ব পাপ হতে তিনি বিনিমুক্ত হন ॥
 দেবনিবেদিত অন্ন করিলে ভোজন ।
 দেবের প্রসাদ পেয়ে পবিত্র হয় মন ॥
 কেবল আপন জন্তু যেই অন্ন করে ।
 আক্রান্ত নিশ্চিত হয় সে পাপের ভরে ॥
 শবীর অন্নেতে হয়, অন্ন বৃষ্টি হতে ।
 যজ্ঞ হতে হয় মেঘ, যজ্ঞ কীৰ্ত্ত হতে ॥
 অগ্নিহোত্র কৰ্ম সব বেদ হতে হয় ।
 বেদের জনম পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয় ॥ ৭

ধর্মরূপ পরব্রহ্ম যজ্ঞেতেই স্থিত ।
 অবিনাশী ধর্ম এই জগতে বিদিত ॥
 যে জন মানক দেহ করয়ে ধারণ ।
 প্রবর্তিত কর্ম পথে না করে গমন ॥
 ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই পাপযুক্ত জন ।
 বৃথা বহে সেই তার পাপের জীবন ॥
 আত্মাতেই যেই জন প্রীতি লাভ করে ।
 আত্মাতেই আনন্দ সে অনুভব করে ॥
 আত্মাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন যে জন ।
 আবশ্যক নাহয় তাঁর কর্ম অহুষ্ঠান ॥
 হে অর্জুন, জানী জনে ভিন্ন ভাব হয় ।
 পাপ পুণ্য তাহাদের নাহি কিছু হয় ॥
 কর্মেতে বিরত কিম্বা ক্রিয়াসক্ত হয় ।
 প্রয়োজন সিদ্ধি হেতু সহায় মাংস ॥
 কামনা ত্যজিয়ে কর্ম কর অহুষ্ঠান ।
 তবেত পাইবে তুমি মুক্তির নির্বাণ ॥
 জনকাদি ঋষিগণ কর্মে দিয়ে মন ।
 করেছিল জ্ঞান লাভ তাঁহারা তখন ॥
 স্বধর্ম প্রবৃত্তি হেতু তাঁহাদের মত ।
 বুঝিয়ে কর্তব্য কার্যে হও তুমি রত ॥
 শ্রেষ্ঠলোকে যেই কর্ম করে অহুষ্ঠান ।
 সাধারণে সেই কর্ম গণিবে প্রধান ॥
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিম্বা শ্রেষ্ঠ যাহা বোধে ।
 সাধারণে মান্য করি সেই মত চলে ॥

না দেখি কর্তব্য মগ ত্রিলোক মাঝার ।
 অলকলক্ষ্যে কিহা না আছে আমার ॥
 হে অর্জুন, তাহা তুমি আছত বিদিত ।
 তথাপি কার্যেতে আমি না রহি বিরত ॥
 আলস্য ত্যজিলে যদি নাহি করি কাজ ।
 এখনই ত্যজিলে কর্ম মানবসমাজ ॥
 কর্মে রত নাহি হলে ধর্ম লোপ হবে ।
 সর্বলোক তাহা হলে উৎসন্ন যাইবে ॥
 যাগ যজ্ঞ নাহি হয় ক্রিয়াহীন হলে ।
 ধর্মভ্রষ্ট হবে লোক বিপথে যাইলে ॥
 বর্গসকল হয়ে প্রজা হইবে নিধন ।
 আমি তবে এ সবের হইব কারণ ॥
 অজ্ঞানী মানব গণ হইয়ে আসক্ত ।
 কর্মের্তে ঘেরূপে তারা থাকে হয়ে রত ॥
 জ্ঞানিগণ সেই রূপে থাকিবেক রত ।
 কদাচ কর্মেতে তাঁরা না হবে বিরত ॥
 অনাসক্ত চিত্তে তাঁরা করে অনুর্তান ।
 লোক শিক্ষার এই হয় উত্তম বিধান ।
 অজ্ঞানী কামনা করে স্বর্গাদি বিষয়ে ।
 ফল আশা করে তারা কর্ম অনুর্তিয়ে ॥
 স্বর্গ আদি ফল লাভে অধিকারী হয় ।
 নিকামার্থ আশ্রয়ান নাহি লাভ হয় ॥
 জ্ঞানী কিন্তু সেই কর্ম করে অনুর্তান ।
 নিকাম কামনা হেতু লভে আশ্রয়নি ॥

কর্ম্মেতে আশঙ্কি চিত্ত, অজ্ঞানী যে জন ।
 বুদ্ধি ভেদ নাহি তার করিবে কখন ॥
 জ্ঞানি জনে স্বয়ং কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান ।
 কার্য্যেতে হইতে রত দিবেক বিধান ॥
 কর্ম্মহীন হলে তার দুইদিক যাবে ।
 স্বর্গাদি কামনা লাভে বঞ্চিত হইবে ॥
 নিষ্কাম কর্ম্মেতে তার নাহি আছে জ্ঞান ।
 আত্মজ্ঞান লাভ হেতু না পাবে নির্বাণ ॥
 প্রকৃতির গুণরাশি কার্য্যে করে রত ।
 বিমুঢ়ায়া মনে করে সেই হয় রত ॥
 ইঞ্জিয়েরা করে কাজ প্রকৃতির গুণে ।
 বিদ্বান পুণ্য গণ এই করে মনে ॥
 আত্মার সংশ্রব নাহি তাদের সহিত ।
 আমি করি এই মনে না করা উচিত ॥
 জ্ঞানহীন যে মানব প্রকৃতির গুণে
 বিষয়েতে রত হয় অনুরক্ত মনে ॥
 তাহার কর্ম্মের প্রতি ভক্তি যাহা হয় ।
 আত্মজ্ঞ বিদ্বান কভু না দূষিবে তাই ॥
 অতএব হে অর্জুন শুনহে বচন ।
 কর্ম্মরাশি তব কর আগাতে অর্পণ ॥
 কামনা, মমতা, শোক, হইয়ে রহিত ।
 যুদ্ধহেতু হও এবে তুমি হে উত্তিত ॥
 শ্রদ্ধা করি, হিংসা ত্যজি, যে মানব গণ ।
 কর্ম্ম যারা এইরূপ গতানুসরণ ॥

স্বর্গজাল হতে তারা মুক্তি লাভ পায় ।
 তাহাতে সন্দেহ কভু নাহিক জন্মায় ॥
 পূর্বোক্তনীমতেষ্যে যারা না করে গমন
 নিবুদ্ভি অজ্ঞান তারা বিহীন চেতন ॥
 জ্ঞানীও স্বভাবগুণে করে থাকে কাজ ।
 প্রকৃতির বশ সবে পৃথিবীর মাঝ ॥
 অজ্ঞানী করিবে কাজ স্বভাবের গুণে ।
 ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নহি লয় মনে ॥
 তখন শাসন গম কি করিতে পারে ।
 স্বভাবের অতিক্রম কে করিতে পারে ॥
 মানব প্রকৃতি হয় ইন্দ্রিয়ের বশ ।
 অনুকূলে অনুরক্ত প্রতিকূলে ঘেষ ॥
 মানবের শত্রু তারা উভয়েই হয় ।
 তাহাদের বশ হওয়া উচিত না হয় ॥
 স্বধর্ম সাধনে যদি অঙ্গহানি হয় ।
 তাহাতেও নাহি কিছু প্রত্যবায় হয় ॥
 পরধর্ম অনুষ্ঠানে অতি ভয় হয় ।
 স্বধর্মের নিধন ভাল পর কিছু নয় ॥
 প্রকৃতির অনুগামী নিজধর্ম হয় ।
 স্বধর্মসাধন তার অতি শীঘ্র হয় ॥
 ব্রাহ্মণ তাহার ধর্ম করে অনুষ্ঠান ।
 ক্ষত্রিয়ের সেই ধর্ম নাহি প্রয়োজন ॥
 অহিংসা ব্রাহ্মণ ধর্ম, ব্রাহ্মণেই সাজে ।
 যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম সংসারের মাঝে ॥

স্বধর্মপালনে যদি দেহান্তও হয় ।
 তাতেও কল্যাণ লাভ জানিহ নিশ্চয় ॥
 অর্জুন কৃষ্ণকে এবে জিজ্ঞাসে তখন ।
 অনিচ্ছাতে যেই করে পাপ আচরণ ॥
 কি কারণ পাপে তাকে কে করে প্রেরণ
 বলহ আগায় তুমি সেই বিবরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুনহে অর্জুন ।
 ক্রোধরূপ কাম হতে হয় রজোগুণ ॥
 পুরুষ না হয় এর, উগ্র অতিশয় ।
 ভয়ানক বৈরী কাম জানিহ নিশ্চয় ॥
 ধূমে বহি হয় যথা, ধূলাতে দর্পণ ।
 জরায়ুচর্মেতে যথা গর্ভ আবরণ ॥
 সেইরূপ কামরিপু জানাবৃত করে ।
 পণ্ডিতে বিদিত ইহা পৃথিবীভিতরে ॥
 জানিদের শত্রু ইহা পুরুষ না হয় ।
 অনলের সম ইহা জ্ঞান আবরণ ।
 কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আর মন ।
 কামরিপু করে এদের আশ্রয় গ্রহণ ॥
 জ্ঞানকে আবৃত রাখে মানব শরীরে ।
 অজ্ঞানী মানবে, মোহে অভিভূত করে ॥
 আগেতে ইন্দ্রিয় সবে বশীভূত কর ।
 তারপর জ্ঞাননাশী কাম নষ্ট কর ॥
 শরীর হতে ইন্দ্রিয় অতি শ্রেষ্ঠ হয় ।
 ইন্দ্রিয় হইতে মন তরুপরি বুদ্ধি হয় ॥

বুদ্ধি হতে আত্মা পুনঃ শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা হয় জ্ঞানিবে নিশ্চয় ॥
 'আত্মাকে এইরূপে হইয়া বিদিত ।
 'স্থির বুদ্ধি হয়ে এবে কর নিজ হিত ॥
 'মনকে স্থস্থির করি কামে কর নাশ ।
 'আগজ্ঞান কর লাভ এই মম আশ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন পুনঃ শুনহে অর্জুন ।
 প্রথমে সূর্য্যকে আমি দিয়াছি এ জ্ঞান ॥
 সূর্য্য দেয় নিম্পুত্রে, মনু দেয় ইক্ষ্বাকুরে ।
 এইরূপে এই জ্ঞান পরম্পরাগত ।
 কালবশে এবে যোগ হইয়াছে হত ॥
 এক্ষণে তোমার কাছে করিহু কীর্তন ।
 জ্ঞানি তুমি ভক্ত মম, সখা, হে অর্জুন ॥
 তাহাতেই এ রহস্য, হইল আজ প্রকাশ্য
 নতুবা এ জ্ঞানযোগ না হয় প্রকাশ ।
 অনাদি অযায় ইহা জ্ঞানেতে বিকাশ ॥
 অর্জুন একথা শুনি বলেন কেশবে ।
 তব জ্ঞান বহু পূর্বে, সূর্য্য এই ভবে ॥

তবে তুমি কি প্রকারে, দিয়েছ জ্ঞান সূর্য্যেরে,
সৃষ্টির সময়ে জ্ঞান করিলে প্রকাশন
কিরূপে বুঝিব তাহা না হও বিশ্বাস ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন তবে, শুন ধনঞ্জয় ।
তোমার আগার জন্ম বহুবার হয় ॥
জন্ম জন্মের অন্তর্গামী, তাহাত বিদিত আমি,
সে সব জন্মের কথা শুন পরম্পর ।
না হও বিদ্রিত তুমি সে বৃন্তান্ত সব ॥

না আছে জনম মম না হয় মরণ ।
সবার সৈব তামি জানে সাধারণ ॥
প্রকৃতির বশ হয়ে, মাধাতে জনম লয়ে,
সময়ে সময়ে করি দেহের ধারণ ।
অধর্ম্মেতে করে যবে ধর্ম্মের পীড়ন ॥

অধর্ম্মে থাকিয়া যারা করে আচরণ ।
তাহাদের রক্ষা আমি করি অনুরণ ॥
করি ছুষ্ঠের দলন, আর ধর্ম্মের স্থাপন,
জগতের এই কাজ সাধিবার তরে ।
যুগে যুগে অবতরি মানব ভিতরে ॥

হে অর্জুন ! এই সব যে হয় বিদিত ।
তার কত এই জন্মে না হয় অহিত ॥
মরণ হইলে তার, জনম না হয় আর,

দ্রিষ্ট্য এই জ্ঞানলাভ করে সেইজন ।

তাহার আত্মার হয় আত্মাতে মিলন ॥

বিলয়ে অসক্তি নাই ভয় ক্রোধহীন ।

আত্মাতে সংযত চিন্ত থাকে চিরদিন ॥

আমর শরণ লয়ে, তপস্যায় রত হয়ে,

আমার স্বরূপ লাভ করে সেই জন ।

তাহাতে সন্দেহ আর না হয় কখন ॥

যেভাবে যে জন মম উপাসনা করে

সেই জন সেই ভাবে ফল লাভ করে ॥

কর্মে অধিকাবী যারা, নানারূপ পূজে তারা,

আমার দর্শিত পথে করয়ে গমন ।

তাহাদের রক্ষা আমি করি সর্বক্ষণ ॥

ইহলোকে কর্মফল আশু লাভ হয় ।

সে হেতু সকাম জনে ইন্দ্রাদি পূজয় ॥

গুণ আর কর্ম যত করিয়ে বিভাগ তত

চাষি বর্ণ সৃষ্টি আমি করেছি ভূতলে ।

অব্যয় অকর্তা তবু জানিবে সকলে ॥

না আছে বাসনা মম কভু কর্মফলে ।

না হই অনুরক্ত সৃষ্টি কার্য্য সকলে ॥

ইহেব তাহার হিত হলে এরূপ বিদিত

কর্মজালে বদ্ধ কভু না হবে সে জন ।

অকর্তা অভোক্তা আত্মা জানে ঋষিগণ ॥

পুরাকালে মোক্ষলোভী যত ধর্মিগণ ।

■ আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়ে শুধন ॥
করেছিল আয়োজন ■ কুরি ক্রিয়ার সাধন

গৃহী হয়ে তাঁরা সব কর্মে ছিল রত ।

তুমিও তাঁদের মত কর্মে হও রত ॥

সেইরূপে কর্মযোগ কর অমুষ্ঠান ।

কর্তব্য বা অকর্তব্য না কর সন্ধান ॥

• কর্তব্য অকর্তব্য কিবা না কর স্থির ।

• নিরূপণে বুদ্ধিমান হয়েন অস্থির ॥

• তাই এই উপদেশ করছে অভিনিবেশ

জানিলো ভোগের মুক্তি হইবে নিশ্চয় ।

তাহাতে কড়ুও তুমি না কর সংশয় ॥

• বিহিত, নিষিদ্ধ, আর কর্ম বিহিত ।

হয় কর্ম ত্রিধা এই জগতে বিদিত ॥

জান যদি সব তত্ত্ব দুজ্জের্ম তবু এ তত্ত্ব

অকর্মেতে কর্ম যিনি করেন দর্শন ।

• কর্মেতে অকর্ম তাঁর হয় নিরীক্ষণ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা বিষয় যাহার ।

কর্ম ও অকর্ম ভাব কি আছে তাহার ■

জানহেতু কোন কার্যে বন্ধন না ভাবে ।

কর্ম ও অকর্ম দুই এক বলে ভাবে ॥

• মানব মध्येতে তাঁরে বুদ্ধিমান গণে ।

• সর্ব কর্ম অমুষ্ঠাতা যোগী বলে ভবে ॥

কৰ্ম হবে অনুষ্টুত° কৰ্ম সঙ্কল্প বর্জিত
জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা হবে বিমিশ্রিত ।
তবে সেই কৰ্ম্ম জনে জ্ঞানিরে পণ্ডিত ॥

আসক্তি না থাকে যার কৰ্ম্ম কিম্বা ফলে ।
সদাই প্রফুল্ল অন্তর গৈব অবহেলে ॥
যদি কৰ্ম্মে রত হয় তবু কিছু নাহি হয়
যে হেতু কামনা তাঁব হইয়াছে হত ।
আত্মা ও চিত্ত তাঁর হয়েছে মৈথত ॥
শরীর নির্বাহ হেতু কৰ্ম্ম অনুষ্টান ।
কন্মিলেও নাহি হয় সংসার বন্ধন ॥

অনায়াসে লব্ধ যাহা সন্তুষ্ট তাহাতে ।
শীত উষ্ণ আদি ঋতু নাহি কিছু বাধে ॥
লাভালাভে সমজ্ঞান মাৎসর্য্য বিহীন
এই রূপে কৰ্ম্ম যদি করে অনুষ্টান ।
কভু নাহি হয় তার সংসার বন্ধন ॥

কৰ্ম্ম ফলে যার নাহি থাকে অভিলাষ ।
কাম ক্রোধাদির যিনি নাহি হন দাস ॥
ব্রহ্মেতে যাহার চিত্ত স্থির ভাবে অবস্থিত
যাগ যজ্ঞ আদি যদি করে অনুষ্টান ।
সে সব কৰ্ম্মেতে তিনি লিপ্ত নাহি হন ॥
দলের সহিত কৰ্ম্ম নষ্ট হয়ে যায় ।
সেই কৰ্ম্ম হতে তার বন্ধন না হয় ॥

যজ্ঞ আদি কর্ষে যার ব্রহ্ম বুদ্ধি হয় ।
হোম হোতা সকলেতে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় ॥
সকলেতে ব্রহ্ম যিনি কর্ষে মনন ।
ব্রহ্ম লাভ হয় তাঁর নিশ্চয় তখন ॥

অধিকারী ভেদে যজ্ঞ নানারূপ হয় ।
সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন সর্ব শ্রেষ্ঠ হয় ॥
ইন্দ্রাদি দেবতা জন্ত দেবযজ্ঞ হয় ।
দেবতার তৃপ্তি হেতু অনুষ্ঠিত হয় ॥
তৎসবেতা যোগীগণ জ্ঞানযোগ করে ।
ব্রহ্মরূপ হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি করে ॥

বহুজন ইন্দ্রিয়াদি করিয়ে সংযত ।
সংযমে আত্মা দিয়ে ইন্দ্রিয়াদি বর্ত্ত ॥
জিহ্বেজিয় তাবা হয় সংসার ভিতর ।
কার্য্যেতে বিরত হয় সংযম তৎপর ॥

পুনঃ আছে হেনজন করে তারা আয়োজন
ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য সব করয়ে সাধন ॥
বিষয়াদি ভোগে কিত্ত আসক্ত না হয় ।
যদিও ইন্দ্রিয় সব কাজে রত হয় ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ষেজিয় আর পঞ্চ প্রাণ ।
মন আর বুদ্ধি সহ শরীর ধারণ ॥

সকলি সংযত করে আত্মজ্ঞান লাভ করে
আত্মসংযমে করে আত্মা প্রদান ।
এইরূপে যোগী তারা লাভে আত্মজ্ঞান ॥

এইরূপে নানাজনে নানা যজ্ঞ করে ।
 ভিন্ন ভিন্ন যোগিগণ ভিন্ন আখ্যা ধরে ॥
 কেহ তর্কি খনন কেহ মন্দির নির্মাণ
 কেহ দান কেহ তপ কেহ করে যোগ ।
 কেহ করে বেদাভ্যাস কেহ জ্ঞানযোগ ॥
 দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ কেহ করে অনুষ্ঠান ।
 বিভিন্ন যজ্ঞের এই বিভিন্ন বিধান ॥
 যথাশক্তি বহির্বাযু করে আকর্ষণ ।
 শ্বাস প্রশ্বাস হলে রোধ পূরক তখন ॥
 অন্তর্বাযু যথাশক্তি করিয়ে নির্গত ।
 শ্বাস প্রশ্বাস হলে রোধ রেচক প্রতিহিত ॥

নিঃসারণ আকর্ষণ কিছু নাহি করে ।
 প্রাণবায়ু কেবল অন্তরেতে ধরে ॥
 মুখ আর নাগারদ্ধ করে অবরোধ ।
 কুন্তক আখ্যাত হয় নিশ্বাসের রোধ ॥
 কেহবা পূরক করে কেহবা রেচক ।
 কেহবা কুন্তক করে বসিয়ে একক ॥

কেহবা আহার নিজ করিয়ে সংযত ।
 প্রাণবায়ু প্রভৃতিকে রাখয়ে সংযত ॥
 প্রাণাপান বায়ু সব করে সুখমন ।
 এইরূপে হয় যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ ॥
 যজ্ঞ সম্পাদনে তারা পাপশূন্য হন ।

যজ্ঞান্তে করয়ে' তারা অমৃত ভোজন ।
এইরূপে করে লাভ ব্রহ্ম মনাতন ॥
না পায় মনুষ্যলোক হলে যজ্ঞহীন ।
স্বর্গাদি সম্পদ লাভ নাহি কোন দিন ॥

যে মানব নাহি করে যজ্ঞ অমুষ্ঠান ।
মনুষ্য লোকেও তার না হয় গমন ॥

যজ্ঞ হয় বহুরূপ বেদে লিখিত একরূপ
সকল যজ্ঞই জ্ঞান কৰ্ম্ম জনিত ।
সংসার হতে মুক্ত হও হইয়ে বিদিত ॥

দানযজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ হয় ।
কারণ সকল কৰ্ম্ম জানেতেই হয় ॥
এই জ্ঞান লভিবারে উপদেষ্টা চাই ।
ব্রহ্মবেত্তা গুরু কাছে জিজ্ঞাস্য সঁদাই ॥

দণ্ডবৎ প্রণিপাত আর সার্থীদ্রপাশ
প্রশ্ন আর সেবাগুণে আত্মশিক্ষা কর ।
তত্ত্বদর্শী গুরু কাছে শিক্ষা লাভ কর ॥
হে অর্জুন এইজ্ঞান লভিবে যখন ।
মোহেতে আবদ্ধ তুমি না হবে তখন ॥

সকল জীবের আত্মা আমার এ পরমাত্মা
সর্বভূতে এক আত্মাই করিবে দর্শন ।
মাহাজ্ঞান সেইকালে ঘুচিবে তখন ॥

পাপাচরী যদি হও অথ পাপী হতে ।
 তথাপি তুমার জ্ঞান পারিবে তরাতে ॥
 যেমন বিনষ্ট বহি ৯ কাষ্ঠ ভস্মে তথনি
 জ্ঞানাপ্তি তেমন নাশে পূর্ব কর্ম ফল ।
 আত্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন সকলি নিফল ॥
 ইহলোকে জ্ঞান ভিন্ন নাহি কিছু আর ।
 পরম পবিত্র ইহা সকলের সার ॥
 কর্মযোগে ক্রমশঃ রত হলে মন ।
 ভবিষ্যতে অনায়াসে লভ্য আত্মজ্ঞান ॥
 অন্ধাবান জিতেন্দ্রিয় গুরুসেবাপর ।
 আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি তৎপর ॥
 জ্ঞানহীন অন্ধাহীন আর বিশ্বাস বিহীন
 ইহলোকে তাহাদের বিনাশ নিশ্চয় ।
 পরলোকে তাহাদের নাহি স্মৃতি হয় ॥

সমবুদ্ধি যোগ হে অর্জুন ! জানে যেই জন ।
 ভগবানে সর্বফল করয়ে অর্পণ ॥

সকল সংশয় যার নাহি কোন আর
 সংশয় হয়েছে হত, আত্মজ্ঞানে যার ।
 কর্ম্মতে আবদ্ধ নয় সে আত্মজ্ঞ আর ॥

শুনহে ভারত, জানেন্তে সংশয়, করহে ছেদন ।
 অজ্ঞানে করে দূর, যুদ্ধেতে মন, দাঁওহে এখন ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

অৰ্জুন বলেন কৃষ্ণ, শুনহে এখন ।
কৰ্মযোগ ও সন্তোষ, তুমি কল্পাশ্রয়ণ
কৰ্মযোগ কি সন্তোষ কেবা শ্রেয়ঃ হয় ।
নিশ্চয় করিয়া তুমি বলহ আগায় ॥
ভগবান্ বলিলেন শুনহে অৰ্জুন ।
উভয়ই মুক্তির হেতু জানিবে অৰ্জুন ॥
কৰ্ম সন্তোষ চেয়ে কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয় ।
ইহাই কল্যাণকর জানিবে নিশ্চয় ॥
দেবাকাজ্ঞা নাহি যার ক্রোধাদি বিহীন ।
স্বৰ্গ আদি পুথে যার নাহি হয় মন ॥
তিনিই সন্তোষী, নিত্য কামনা রহিত ।
তিনিই লভেন মুক্তি সহজে নিশ্চিত ॥
এক ফল উভয়ের পণ্ডিতেরা কয় ।
কোন এক অমুষ্টিলে সেই ফল হয় ॥
জ্ঞানী ও সন্তোষী জনে যেই স্থান পায় ।
কৰ্মযোগী সেই স্থান অনায়াসে পায় ॥
দুইযোগ একরূপ যার মনে হয় ।
পরমার্থ সঙ্গে দেখা তাঁহার নিশ্চয় ॥
চিত্তশুদ্ধি নাহি হলে জ্ঞান নাহি হয় ।
শিলা কৰ্মযোগে সন্তোষ ভাল নাহি হয় ॥

কর্মযোগী সিদ্ধ হতে বিলম্ব না হয় ।
 ত্রৈলোক্য সুক্ষেতে শীঘ্র সাংক্ষাৎ কার হয় ॥
 যোগযুক্ত শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ভাব ।
 সর্বভূতাত্মায় যঁরি নিজাত্ম ভাব ॥
 কর্মিষ্ঠ হলেও তিনি নিলিপ্ত হন ।
 কর্ম করিলেও তিনি বদ্ধ নাহি হন ॥
 দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ গমন ।
 শয়ন, নিশ্বাসত্যাগ, গ্রহণ কখন ॥
 উদ্যোগ, নিমেষ, সব ইন্দ্রিয়েতে করে
 সকলই ইন্দ্রিয় কার্য আত্মা নাহি করে ॥
 কর্মফল ত্যাগ করি চৈশ্বরে অর্পণ ।
 কামনা বিহীন কর্ম করে অচ্ছান ॥
 ক্লমল দল জল সম নিলিপ্ত হন ।
 পাপ পুণ্য দ্বারা তিনি আবদ্ধ না হন ॥
 কর্মফল ত্যাগ করে কর্মযোগিগণ ।
 চিত্তশুদ্ধি হেতু করে কর্মের সাধন ॥
 কর্মযোগী কর্মফল পরিত্যাগ করে ।
 মোক্ষরূপ শান্তিলাভ করে অকাতরে ॥
 কর্মফলে কর্মীব্যক্তি করিয়ে কামনা ।
 বন্ধন দশা গ্রস্ত হয় সংসার কামনা ॥
 জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী যিনি মহাজন ।
 গন হতে কর্মরাশি করে বিদূরণ ॥
 চিত্তস্থে এই দেহে করে অবস্থান ।
 স্বয়ং না করে কাজ না প্লান্য প্রবর্তন ॥

লোকের কর্তৃত্ব কভু না করে ঈশ্বর ।
 না হয় কর্ম সকল রচনা তাঁহর ॥
 অজ্ঞান মানুষই হয় সবার আকর ।
 কার্যকর্তা তাহা, প্রবর্তনে তৎপর ॥
 পাপপুণ্য ঈশ্বর না করেন গ্রহণ ।
 অবিদ্যা মোহেতে মুগ্ধ মানবের মন ॥
 আত্মজ্ঞানে যবে হয় অজ্ঞানতা নাশ ।
 সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মে করয়ে প্রকাশ ॥
 ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি যার পরব্রহ্ম রূপ ।
 পরব্রহ্মে আত্মভাব ব্রহ্মনিষ্ঠা রূপ ॥
 ব্রহ্মপরায়ণ হয় যে মানব গণ ।
 পাপ পুণ্য নিবৃত্ত হয় যার মন ॥
 মহাজ্ঞানী মহাযোগী সে সন্ন্যাসিগণ
 জন্ম নাহি হয় মুক্তি লভেন তখন ॥
 সমদর্শী কাছে হয় সকল সমান ।
 কুকুর চণ্ডাল কিম্বা বিদ্বান ব্রাহ্মণ ॥
 গো, হস্তী আদি ■■■ সকলই সমান ।
 সর্ব্বোপরি সমদৃষ্টি করেন স্থাপন ॥
 ব্রহ্মভাবে অবস্থিত যাহাদের মন ।
 তাঁহারা সকল ভাব করে অতিক্রম ॥
 কারণ নির্দোষ ব্রহ্ম সম প্ররূপ হয় ।
 সমদর্শী জন ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥
 বিজ্ঞান, প্রিয় লাভে দৃষ্ট নাহি হন ॥
 প্রিয় সমাণমে কভু উদ্বিগ্ন না হন ॥

স্থিরবুদ্ধি মোহহীন ব্রহ্মতেই স্থিত ।
 ব্রহ্মবেত্তা তিমি হন ব্রহ্মকৈ অবস্থিত ॥
 বাহ্যে ত্রিষ্মৈ অনামক্তি মনে শান্তি হয় ।
 ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়ে অক্ষয় সুখ হয় ॥
 ইঞ্জিয় বিষয় ভোগে না হইবে রত ।
 অবিনশ্বরী হুঃখ করে সংসার যত ॥
 পণ্ডিতেরা এই ভাব করে অসুমান ।
 জানিবে, কৌতুহ ! তুমি এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ॥
 কাম ক্রোধ বেগ যিনি করেন ধারণ ।
 সুমাহত চিত্ত তাঁর তিনি পুখী হন ॥
 আত্মাতেই সুখ যার আত্মাতে অরাম ।
 আত্মাতে প্রকাশ যার আত্মাতে বিরাম ॥
 ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী তিনি ব্রহ্মতে নির্ব্বাণ ।
 বহির্দ্বেষ্ট নাহি থাকে মোক্ষপদ পান ॥
 নিষ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয় বর্জিত ।
 সর্বভূত হিতৈষী আঁব একাগ্র চিত ॥
 তারাই লভেন মুক্তি জানিবে নিশ্চিত ।
 নির্ব্বাণ ব্রহ্মতে তাঁরা হন উপস্থিত ॥
 কাম ক্রোধ উৎপন্ন না হয় যাহার ।
 আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী সংযত চিত্ত আর ॥
 তাঁহাদের মোক্ষ লাভ জাগহ নিশ্চয় ।
 সকল অবস্থাতে হয় নাহিক সংশয় ॥
 ন হতে চিন্তা সব করে বিদূরিত ।
 চক্ষুদয় ক্রমধো করিয়ে স্থাপিত ॥

প্রাণ অপান বায়ু নাসা রোধ করে ॥
 ইন্দ্রিয় মনেতে আর পেরাজয় করে ॥
 ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, যান হইয়াছে বশ ।
 বিষয়ে বিরাগ যার মনেতে গয়াস ॥
 তাহাদের মোক্ষ লাভ হইবে নিশ্চয় ॥
 ইহাতে অর্জুন কহু না কর সংশয় ॥
 যজ্ঞে তপে যে আশাতে হয় যত ।
 সর্বলোক মহেশ্বর সবার স্বয়ং ॥
 রূপে আশ্রয় ধারা হয়েছে বিদিত ।
 তাহাদের মোক্ষলাভ হইবে নিশ্চিত ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সর্ব পরিত্যাগী যেই, সন্ন্যাসী সেইজন ।
 চিত্ত সংযমিত হলে যোগী সেইজন ॥
 অগ্নিহোত্রি আদি কর্ম না আছে যাহার ।
 সর্বলোকে নাম দেয় নিরগ্নি তাহার ॥
 তপ, দান, আদি ক্রিয়া নাহি আছে যার ।
 ক্রিয়াহীন হলে পর অক্রিয় নাম তার ॥
 শান্তিতে নিরগ্নি জনে সন্ন্যাসী কথায় ।
 নিষ্ক্রিয় হইলে তার যোগী নাম হয় ॥
 কিন্তু ফল আশাহীন হয়ে কর্মী যেই জন ।
 নিত্য নৈমিত্তিক কার্য করেন সাধন ॥

তিষ্ঠি ও সন্ন্যাসী যোগী, নাহিক সংশয় ।
 নিষ্কাম, বর্ষেরু হেতু নিশ্চ নাহি হয় ॥
 ক্রটিতে সন্ন্যাস গ্রাহ্য তার নাম যোগ ।
 সঙ্কল্প না হলে ত্যাগ নাহি হয় যোগ ॥
 যোগেতে আরুঢ় হতে যাহার মনন ।
 বৈগ সাধন পক্ষে তাঁর কর্মই কারণ ॥
 যোগারুঢ় হবে যেই শুনহে অর্জুন ।
 কর্ম সন্ন্যাসই হবে তাঁর পত্রম সাধন ॥
 ইন্দ্রিয় বিষয়ে যার না আছে আসক্তি ।
 সুকল প্রকার কার্যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ॥
 কোনও সঙ্কল্প যার নাহি থাকে মনে ।
 তাহাকেই যোগারুঢ় সর্ব জ্ঞান ভণে ॥
 জীবাত্মা সংসার হতে আত্মাকে উদ্ধারে ।
 আত্মাকে লক্ষিবে সদা আত্মাই সংসারে ॥
 যে জন আপন আত্মা করিয়াছে জয় ।
 সে আত্মা আত্মার বন্ধ সকলেতে কয় ॥
 যে জন আপন আত্মা বশ নাহি করে ।
 সে আত্মা আত্মার শত্রু সর্বজ্ঞান হরে ॥
 শীত, উষ্ণ, শুষ্ণ, শুষ্ক সব সহ করে ।
 গান অগমান কিম্বা সগ জ্ঞান করে ॥
 সে আত্মা বিজিতাত্মা প্রশান্ত ভাব ধরে ।
 পরমাত্মা সহ সেই শ্রুথে বাস করে ॥
 জ্ঞান ও বিজ্ঞানে চিত্ত পরিতৃপ্ত যার ।

জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানশীল নাহিরু বিকার ॥
 যুক্তিকা পূবর্ণে কিম্বা সমজ্ঞান হয় ।
 সেই যোগী যোগীরূঢ় জানিবে নিশ্চয় ॥
 সূক্ষ্ম, মিত্র, কিম্বা অরি, উদাসীন ।
 সাধু, অসাধু, ঘেঘু, বন্ধু, জ্ঞানহীন ॥
 এই রূপ সর্ব জীবে সম দরশন ।
 তবে তারে যোগীরূঢ় বলে সর্বজন ॥
 সর্বদা নির্জন স্থানে করিয়ে বসতি ।
 সংযমিয়ে দেহ মন আশাতে সংহতি ॥
 একপে একাকী চিত্ত করে সমাহিত ।
 পরিগ্রহ শূন্য হলে যোগে হয় স্থিত ॥
 পুত স্থানে স্ব আসন করিবে স্থাপন ।
 অতি, উচ্চ অতি নিম্ন না হয় যেমন ॥
 কুশের আসন আগে পরে যুগাজিন ।
 তাহার উপরে দিবে বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
 একপ আসনে বসি জিতেন্দ্রিয় হয়ে ।
 একাগ্র করিয়ে চিত্ত সংযত হইয়ে ॥
 এইরূপে সমাধিতে হইবে নিযুক্ত ।
 হইবে চিত্তের শুদ্ধি হলে অমুরক্ত ॥
 কায় শিরঃ, গ্রীবা যোগী রাখিয়ে সরল ।
 নাসাগ্র দর্শন করে হইসে অচল ॥
 অন্য দিকে নাহি দেখে শান্ত ভাব ধরে ।
 রাগ, ঘেঘু পরিত্যাগে চিত্ত স্থির করে ॥
 জ্ঞানাকে প্রস্তুত করে হয়ে ভয়হীন ।

শুকসেবা ভাঙিলে কাটে চিরদিন ॥
 ভোগস্থলেকোনা আশা নাহি থাকে যার
 বিষয় ইন্দ্রিয়্য হেতু চিত্ত শুদ্ধি তার ॥
 মদগত চিত্ত হয়ে মৎপরায়ণ ।
 সমাধিতে অবস্থিত যোগাভ্যাসী জন ॥
 সংযত চিত্ত হয়ে যোগাভ্যাসী জন ।
 আমার স্বরূপ লভে পাইয়া নির্বাণ ॥
 পরিমিতাহারী কিবা নাহিকু আহার ।
 অত্যন্ত নিদ্রালু কিবা নাহি নিদ্রা যার ॥
 যোগ সমাধি না হয় তার শুনহে অর্জুন
 যোগাভ্যাসী মানবের এই সব গুণ ॥
 নিয়মে আহার যার নিয়মে বিহার ।
 প্রণয়জপেতে যার নিয়ত আচার ॥
 নিয়মে নিদ্রিত আর নিয়মে জাগ্রত ।
 সমাধি যোগ তার করে দুঃখ হত ॥
 সংযত হইয়ে চিত্ত আত্মাতে নিশ্চল ।
 কামনা ত্যাগিলে যোগী পাবে যোগফল ।
 বাতশূন্য স্থানে দীপ যেমন নিশ্চল ।
 যোগশীল জন চিত্ত তেমনি নিশ্চল ॥
 যোগাভ্যাসে যবে চিত্ত উপশম গত ।
 তখন পবিত্র আত্মা আত্মাতেই রত ॥
 আত্মানন্দ লাভ করে সেই যোগীজন ।
 আত্মাকেই দেখে সেই অতি শুদ্ধ মন ॥
 ইন্দ্রিয় অতীত স্থখে চিত্ত হয় রত ।

আত্মরূপ হতে চিত্ত না হয় বিচলিত ॥
 তখন হইবে যোগীর সিদ্ধ যোগ লাভ ।
 আত্মলাভ সর্বসার অর্থ তুমি ভাব ॥
 দুঃসহ দুঃখেও কভু না হয় বিচলিত ।
 না থাকে দুঃখের লেশ আত্মাই সম্বল ॥
 কামনা সকল জাত করিবে বুদ্ধজন ।
 মন দ্বারা ইচ্ছায়াদি করি নিবর্তন ॥
 যোগিজনে করিবেক যোগ আরাধন ।
 হৃদয় নির্বেদ শূন্য হইয়ে সজ্জন ॥
 ধীর ভাবে ধীরে ধীরে বশীভূত মন ।
 আত্মাতে করিয়ে রত চিন্তার বজ্জ্বল ॥
 চক্ষু যখন মন বিষয়ে ধাবিত ।
 তখন বিষয় হতে করে প্রত্যাহৃত ॥
 কাথিবেক নিজবশে আপনার মন ।
 অভ্যাসেতে হইবেক আত্ম সম্মিলন ॥
 রজঃ তমঃ শুণ্ণ আদি করিয়ে বজ্জ্বল ।
 ব্রহ্মপদ লাভ করে শান্ত যোগিগণ ॥
 অতিশয় সুখলাভ করয়ে তখন ।
 ব্রহ্ম সাংসারকার হেতু নিস্পাপ যোগিগণ ॥
 সর্বত্র সমান দেখে যোগী সহাজন ।
 সর্বভূতে আত্মারও আত্মাতে দর্শন ॥
 সর্বভূতে আত্মার যিনি করেন দর্শন ।
 আত্মাতেও সর্বভূত পান নিদর্শন ॥
 মদুশ না হই আগি কখনও তাহার ॥

না হয় অদৃষ্ট সে কখন আমার ॥
 সৰ্বদা প্রাণীতে আমি করি অবস্থান ।
 যে যোগী অভেদ ভেবে করয়ে পূজন ॥
 অবস্থা তাহার হৌক যেকূপ যখন ।
 আঘাতে অভেদ রূপে করে অবস্থান ॥
 নিজ সুখ দুঃখে যেন সুখ দুঃখ হয় ।
 অন্তর (৩) সেকূপ যিনি ভাবেন নিশ্চয় ॥
 সকলের সুখ যার বাঞ্ছনীয় হয় ।
 তাহাকেই শ্রেষ্ঠ যোগী সৰ্ব্বজনে কয় ॥
 ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসেন হে মধুসূদন ।
 অযোগ্য তব যাহা করালে শ্রবণ ॥
 না দেয় সে ভাব কভু স্বামী দীৰ্ঘকাল ।
 কারণ মানব মন সততঃ চঞ্চল ॥
 হে কৃষ্ণ ! মানব মন নিতান্ত চঞ্চল ।
 দেহেন্দ্রিয়ে করে বশ, ধরে বহুবল ॥
 সে মন নিগ্রহ করা নিতান্ত দুষ্কর ।
 বায়ু গতি রোধ করা যেমন দুষ্কর ॥
 ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জুন ।
 চঞ্চল মানব মন জানে সৰ্ব্বজন ॥
 নিগ্রহ নিতান্ত দুষ্কর না আছে সন্দেহ ।
 অভ্যাস বৈরাগ্যে কিন্তু হইবে নিগ্রহ ॥
 অসংযত আত্মা পক্ষে এযোগ দুষ্কর ।
 ব্রহ্মীভূত চিত্ত হলে অতীব সুকর ॥
 অভ্যাস (৩) বৈরাগ্যে তিনিদেখেন উপায় ।

আত্মাকে সংযত করে যোগী আখ্যা পায় ॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসেন হে মধুসূদন ।

শ্রদ্ধা সবে ও নাহি করে যোগের সাধন ॥

অথবা সাধন পথে পতন যাহার ।

যোগসিদ্ধি না হলে কি গতি তাঁহার ।

ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয় ।

সাধনে পতন হলে সব ভ্রষ্ট হয় ॥

সকল কর্মই তার ঈশ্বরে অর্পণ ।

সে হেতু স্বর্গাদি লাভ নয় কদাচন ॥

পুনঃ উপাসনা পথে হইলে পতন ।

ছিন্ন ভিন্ন মেঘমত বিনষ্ট তখন ॥

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি কহেন অর্জুন ।

আমার সংশয় তুমি করহে ছেদন ॥

ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয় ।

যোগভ্রষ্ট হইলে ও ছুঃখ নাহি হয় ॥

ইহ কিম্বা পরলোকে নাশ নাহি হয় ।

শাস্ত্রমত কর্মিষ্ঠের দুর্গতি না হয় ॥

যোগভ্রষ্ট পুণ্যাশ্রাও প্রাপ্য লোক পায় ।

বহুবর্ষ অতি স্মৃথে তথায় কাটায় ॥

পবিত্র ধনীর গৃহে পুনর্জন্ম হয় ।

সদাচার নিষ্ঠকূলে সেই জন্ম হয় ॥

অথবা ধনীর গৃহে না লয়ে জন্ম ।

ব্রহ্মবিদ্যাশালী গৃহে লভয়ে জন্ম ॥

জন্মতে দুর্লভ হয় একপ জন্ম ।

পবিত্র গৃহেতে ভিয় না হয় জনম ॥
 পূর্বের সংস্কারে তারা জ্ঞান লাভ করে ।
 মুক্তির নিমিত্ত তারা যত্ন করে ॥
 যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি না করে যতন ।
 তবুও সংসার হেতু যোগে তাঁর মন ॥
 সুভাবতঃ যোগে তাঁর প্রবৃত্তি হইবে ।
 তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে সেই যোগে মন দিবে ॥
 তাহাতে অধিক ফল লাভ হয় তার ।
 কর্ম ফলে এই লাভ না হয় তাহার ॥
 জন্মে জন্মে যে পুরুষ যোগ লাভ করে ।
 সেই পুণ্য ফলে জন্ম পুনঃ লাভ করে ॥
 এইরূপ সাধন যার বহুবার হয় ।
 তিনিই লভেন মুক্তি নাহিক সংশয় ॥
 তদ্বৎসো যোগী হয় তপস্বীর শ্রেষ্ঠ ।
 জ্ঞানিগণ অপেক্ষা ও যোগিগণ শ্রেষ্ঠ ॥
 কর্মিগণ অপেক্ষা ও তাঁহারা প্রধান ।
 অতএব হে অর্জুন যোগে দাও মন ॥
 যোগিদের মধ্যে যিনি আশ্রিতেই রত ।
 কেবল মাত্র আমারই আরাধনা রত ॥
 তিনি হন সকলের পরম প্রধান ।
 অতএব এবে যোগ কর অমুষ্ঠান ॥

সপ্তম অধ্যায়ঃ।

জানি আমি তব চিত্ত আঘাতেই রত ।
আমার আছ তুমি হয়ে শরণাগত ॥
অতএব এই যোগে দাও তব মন ।
যে যোগ পূর্বেতে তুমি করিলে শ্রবণ ॥
এই যোগে যবে হইবেক মন ।
কিরূপে জানিবে মোরে করহ শ্রবণ ॥
কিরূপ করিবে কাজ হইবে সাধন ।
কিরূপে কুরিবে তুমি জ্ঞান আরাধন ॥
সেই সব জ্ঞান তুমি হইলে বিদিত
কিছুই থাকিবে তব নাহি অন্বিত ॥
সহস্র গাথ্য একজন সে জ্ঞান পায় ।
সকলের পুণ্য কিছু সমান না হয় ॥
সে রূপ সহস্র গাথ্য কেহ মোরে পায় ।
তবে সে আমার তত্ত্ব জানিবারে পায় ।
পৃথিবী, আকাশ, তেজ, জল, বায়ু, মন ।
অহঙ্কার বুদ্ধি আর এই অষ্ট গণ ॥
প্রকৃতির এই হয় অষ্টবিধ রূপ ।
ইহারা প্রকৃতি মম অপরা স্বরূপ ॥
জীবরূপ প্রকৃতি জগৎ ভিতরে ।
অপরা প্রকৃতি হতে ভিন্ন নাম ধরে ॥

জীবরূপে প্রকৃতি পরা নাম হয় ।
 জীবরূপে সংসারেতে পরিব্যাপ্ত হয় ॥
 সকল প্রাণীর জন্ম প্রকৃতি হুইতে ।
 প্রলয় উৎপত্তি সর্ব হয় আমা হতে ॥
 আমা হতে কোন বস্তু পৃথক না রয় ।
 ক্ষণে সব স্রুতে যেন গ্রথিত থাকয় ॥
 সকল পদার্থ মোরে করয়ে ধারণ ।
 সকল স্থানেতে আমি করি অধিষ্ঠান ॥
 জল মধ্যে রস আমি চন্দ্র সূর্য্যে তেজ ।
 বেদের প্রণব আমি আকাশের শব্দ ॥
 পুষ্পের তেজরূপে আমি বিস্তমান ।
 আমি হই তাহাদের সবার প্রধান ॥
 সমুদ্রে পোকয তেজে করে সর্ব কাজ ।
 উত্তমেষ্ট ধূস্রে রাখে সংসারের মাঝ ॥
 পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আমি আশ্বিনের তেজ ।
 সর্বজীবে প্রাণ বায়ু তপস্বীর তেজ ॥
 সর্বভূতে সনাতন সকলের বীজ ।
 বুদ্ধিমধ্যে প্রজ্ঞা আমি তেজস্বীর তেজ ॥
 অপ্রাপ্ত বিষয়ে আশা কাম হতে হয় ।
 প্রাপ্ত ধনে রক্ষা হলে আসক্তি জন্মায় ॥
 এই দুই হীন হয় যেই শক্তি বলে ।
 আমি হই সেই শক্তি জানিবে সকলে ।
 প্রাণীর কামনা পুনঃ আমা হতে হয় ।
 এইরূপ সকলেই আমার আশ্রয় ॥

সত্ব রজঃ তমঃ সহ বত বস্তু আছে ।
 সে সকল আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে ॥
 আমি কিন্তু জাহাদের না হই অধীশ্বর ।
 তারাই আমার আছে অশ্রিত অধীশ্বর ॥
 এ তিন গুণেতে জগৎ হয়েছে মোহিত ।
 জানিব অব্যয় আমি এ সব অর্জিত ॥
 এ তিন মিশ্রিত মায়া অত্যন্ত দুস্তর ।
 না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তার ॥
 জামাব শরণ লয়ে ভজনা যে করে ।
 দুস্তর মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে পারে ॥
 নরাধম সূচ যারা পাপ কর্ষে রত ।
 মায়াতে যাদের জ্ঞান হইয়াছে হত ॥
 দন্তে ও দর্পেতে যাবা অশুর ভাব ধরে ।
 তাহারা আমাব কভু ভজনা না করে ॥
 রোগ দ্বাবা অভিভূত যে মানবগণ ।
 আত্মজ্ঞান লভিবারে বাহার মনন ॥
 ইহ পরকায় সুখ বাহার কামনা ।
 তাবা আর জ্ঞানী মনে করে মম ভজনা ॥
 এ সকল ভক্ত মধ্যে জ্ঞানীই প্রধান ।
 জ্ঞানী মম প্রিয় হয়ে করে আরাধন ॥
 জ্ঞানীজন আমাতেই সদা হয় রত ।
 না আছে কামনা অথ আমাতেই রত ॥
 জন্মে জন্মে জ্ঞান পেয়ে জ্ঞান বান্ হয়ে ।
 সমস্ত জগৎ যিনি অভেদ দেখয়ে ॥

তাদৃশ মহাত্মা জন মহাজ্ঞানী হয় ॥
 আগার গুরুপ, পান তাহার নিশ্চয় ॥
 বিষয় কাঁমনা হয় প্রবল যত্নন ।
 বিনৈক নাসিক জ্ঞান হয় তখন ॥
 নিজ নিজ বাসনায় নিয়ম আচরে ।
 ক্ষত উপবাস আদি কত ব্রত করে ॥
 এইরূপে তারা সব মোরে নাহি চায় ।
 অন্ত অন্ত দেবতারে তাহারা পূজয় ॥
 সকাম মানবগণ ভক্তি যুক্ত হয়ে ।
 নিজ আশা লভিবারে যে মূর্তি পূজয়ে ॥
 অন্তর্যামী রূপে আগ্নিসে মূর্তি পূজনে ।
 ভক্তিবৃত্ত করি আগ্নি তাহাদের মনে ।
 প্রাপ্ত যুক্ত হয়ে সব যেই ভক্তগণ ।
 যে সকল দেবমূর্তি করয়ে পূজন ॥
 তাদের সঙ্গল আগ্নি করয়ে পূরণ ।
 অন্তর্যামী বলে আগ্নি জানি সে কারণ ॥
 অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আরাধনা করে ।
 যে ফল লভয়ে তারা দেব পূজা করে ॥
 সে ফল বিনাশ পায় নাহিক সংশয় ।
 দেবার্চনা করে লোক দেবলোক পায় ॥
 কিন্তু আমার ভক্ত যে মানবগণ ।
 পরিণামে লাভ করে আগ্নিকে তখন ॥
 সূচগণ আগ্নিকে অবায় না জানে ।
 সর্কোৎকৃষ্ট আগ্নিকেও নাহি তারা মানেন

না জেনে আমার স্বরূপ অবাক্ত আমার ।
 ব্যক্তি ভাবে আমাকে সবাই জারি গায় ॥
 সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ ।
 যোগমায়া আচ্ছাদনে না হয় প্রকাশ ॥
 জনম রহিত মোরে না চিনিতে পারে ।
 পরমেশ্বর বলে কভু নাহি জানে মোরে ॥
 ত্রিকালজ্ঞ হই আমি সমস্ত বিদিত ।
 অভক্ত মানবগণ নহে অবগত ॥
 হে অর্জুন, জীব যেহে দেহ লাভ করে ।
 ইচ্ছা, দ্বেষ আদি তারে কার্যে রত করে ॥
 শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সকলি অগায় ।
 সুখ, দুঃখ, অভিমানে মোহাবদ্ধ হয় ॥
 পুণ্য কর্ম অমুষ্ঠানে যে মানবগণ ।
 নিজেদের পাপ রাশি করয়ে স্থাপন ॥
 বন্দ মোহ বিনিমুক্ত সে মানবগণ ।
 আমাকেই একমনে করয়ে অর্চন ॥
 জরামৃত্যু নিবারণে যে মানব গণ ।
 আমাকে আশ্রয় করে, করয়ে সাধন ॥
 ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি সে মানবগণ ।
 আত্মা ও সাধন জ্ঞান অবগত হন ॥
 অধিভূত অধিদৈব অধিয়জ্ঞ আর ।
 এইরূপে করে যেহে সাধন আমার ॥
 মৃত্যুকাল যবে তাঁর উপস্থিত হয় ।
 তখন ও আমাকে সে অবগত হয় ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

অর্জুন বলেন এবে হে মধুসূদন ।

ব্রহ্ম অধ্যাত্ম ও কৰ্ম কি করাও শ্রবণ ॥

অধিভূত অধিদেব অধিয়জ্ঞ আর ।

কিরূপ ইহার। সব সাধনা কি প্রকার ॥

অধিয়জ্ঞ চিন্তা যেই কি প্রকার হয় ।

দেহমধ্যে বাহিরে কিদ্বা অবস্থিত হয় ॥

স্থিরচিন্ত পুরুষের মরণ সময় ।

কিরূপে তোমার জ্ঞান লভে সে সময় ॥

■ ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জুন ।

ব্রহ্ম হ'ল জগতের মূলের কারণ ॥

অবিনাশী পৰ্বব্যাপী সেই ব্রহ্ম হয় ।

সকলের মূল তিনি তিনিই অক্ষয় ।

দেহীর স্বভাব লোকে অধ্যাত্ম বাখানে ।

শুভকর যজ্ঞকেই কৰ্ম বলে জানে ॥

শস্যাদির উৎপত্তি হয় যে কারণ ।

শীড়াদির শান্তি হয় যজ্ঞের কারণ ॥

প্রাণিগণ যে ভাবের অধিকৃত হয় ।

ধ্বংসশীল সেই ভাবে অধিভূত কর ॥

নশ্বর পদার্থগণে অধিভূত বলে ।

■ অধিদেব পুরুষেরে অধিদেব বলে ॥

সৰ্ব দেবতার যেই অধিপতি হয় ।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলি অধিদৈব কয় ॥
 বিষ্ণুর স্বরূপ যজ্ঞ অধিযজ্ঞ খ্যাত ।
 অধিযজ্ঞ পুরুষই নরদেহে স্থিত ॥
 তাহাই মানবে করে যজ্ঞে ঐবর্তন ।
 যজ্ঞ ফল দেয় তাহা পুরুষ প্রধান ॥
 মরণ সময়ে যে মম চিন্তা করে ।
 আমার স্বরূপ লাভ সেইজন করে ॥
 সেইক্ষণ মম জ্ঞান উদয় তখন ।
 ইহাতে সংশয় তুমি না কর কখন ॥
 ধৈর্য উদিত চিন্তা মরণ সময় ।
 সেইরূপ জ্ঞান অঙ্গি উপস্থিত হয় ॥
 অতএব সারাদিন মম ধ্যান কর ।
 যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হও বুদ্ধি স্থির কর ॥
 মনোবুদ্ধি কর সব আঘাতে তুর্গণ ।
 অবশ্য পাইবে মোরে সংশয় অকারণ ।
 সারাদিন যেই করে পরমার্থ চিন্তন ।
 একরূপ সমাধি যোগে স্থির চিত্ত হন ॥
 স্থির চিত্ত হয়ে তারা দিব্য লোকে যায় ।
 ইহাতে তুমিহে অর্জুন না কর সংশয় ॥
 সর্বজ্ঞ অনাদি যেই পুরুষ প্রধান ।
 সৃষ্টি হতে সৃষ্টি তিনি সকল প্রধান ॥
 সবার বিধাতা তিনি অচিন্ত্য স্বরূপ ।
 প্রকৃতি অতীত তিনি আদিত্য স্বরূপ ।
 মূলকালে মনুষ্যের একাগ্রতা লভে ।

পরমাত্মা ভেবে যেহী যোগবলে লভে ॥
 ভক্তিসুখ্যোগবলে হয়ে বলীয়ান ।
 ক্রমশে প্রাণ বায়ু করয়ে ব্রহ্মণ ॥
 সমাহিত জনে সেই দিব্য পুরুষ পান ।
 পরমাত্মা চিন্তা হয় সবার প্রধান ॥
 বৈদেহে পণ্ডিত সব যে মানবগণ ।
 অক্ষয় পুরুষ কথা করয়ে জ্ঞাপন ॥
 নিম্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যারে লুভ করে ।
 সাধক পাবার তরে ব্রহ্মচর্যা ধরে ॥
 সংক্ষেপে তাঁহার কথা করিব বর্ণন ।
 মহাবীর ধনঞ্জয় শুন দিয়া মন ॥
 ইন্দ্রিয় সকল যিনি অবরুদ্ধ করে ।
 মনকে নিরুদ্ধ রাখে হৃদয় ভিতরে ॥
 প্রাণবায়ু সূক্ষ্মাদেশে করিয়ে স্থাপন ।
 এক্রপে আত্ম সমাধি করেন সাধন ॥
 একাক্ষর ওঁকার করে উচ্চারণ ।
 এইরূপে আগাকে যে করয়ে চিন্তন ॥
 দেহান্ত কালে তার পরমা গতি হয় ।
 নিশ্চয় জানিবে অর্জুন না কর সংশয় ॥
 স্থিরচিত্ত হয়ে যেহী আমারে চিন্তয় ।
 সমাহিত চিত্ত সেই আগাকেই পায় ॥
 মম উপাসক সব লভিয়ে আশায় ।
 লয় জনম তারা সর্ব হুঃখালয় ॥
 সব মহাত্মাগণ সিদ্ধি মুক্তি পায় ॥

হে অৰ্জুন এতে তুমি না কর সংশয় ॥
 যত প্রাণী আছে এই পৃথিবী ভিতর ।
 আত্মা সকল লোকে জন্মে বহুবার ॥
 ব্রহ্মলোক লভিলেও নাইক নিত্যর ।
 অবশ্য তাহার হবে জন্ম বারংবার ॥
 মম উপাসক কিন্তু লভিলে আমার ।
 না হয় জনম তার কভু পুনরায় ॥
 চতুৰ্যুগ সহস্রেতে ব্রহ্মার একদিন ।
 সেরূপ সহস্রে হয় ব্রহ্মার রাত্রিদিন ॥
 এইরূপ দিবানিশি থাকিলে বিদিত ।
 দিবা রাত্রি জ্ঞান তাঁর নহে অবিদিত ॥
 ব্রহ্মার দিবস যবে সমাগত হয় ।
 অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত চরাচর হয় ॥
 ব্রহ্মার রাত্রি যবে পুনঃ হয় উদয় ।
 ব্যক্ত চরাচর পুনঃ শীঘ্র পায় লয় ॥
 ব্রহ্ম দিবাগমে যার উৎপন্ন হয় ।
 রাত্রি সমাগমে তার পুনঃ লয় হয় ॥
 ইন্দ্রিয় গোচর নয় অব্যক্ত অতীত ।
 সৰ্ব্ব হতে ভিন্ন থাকে পদার্থ যে নিত্য ॥
 সেই সত্ত্বা কখনও না হয় মিশ্রিত ।
 না হয় বিনাশ তার সবা কার হিত ॥
 ঋতি শ্রুতি ইহাকেই শ্রেষ্ঠ গতি বলে ।
 এইরূপ ইহাদের ভাবয়ে সকলে ॥
 সেই সত্ত্বারূপ ভাব বে মানব পায় ।

তাহার জনম কভু নহে পুনরায় ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানু যেই মগ ধাম হয় ।
 পরমুর্ভা হলে লাভ তথা স্থিতি হয় ॥
 একমানে উক্ত হলে সে পুরুষ পায় ।
 সবার আশ্রয় তিনি জগৎ ব্যাপয় ॥
 'য়েই ঘোকে যোগিগণ করিলে গমন ।
 না হয় আৰুতি পুনঃকরিব কীর্তন ॥
 ব্রহ্ম উপাসনা শীল যে মানব হয় ।
 দেবযান পথে ভ্রমি ব্রহ্মলাভ হয় ॥
 অধি দিন গুরুপক্ষ উত্তরায়ণ ।
 'একে একে সর্বলোকে করয়ে ভ্রমণ ॥
 অবশেষে চক্ষু হৃদ্য অদি লৌচক যায় ।
 এক্ষিপে ব্রহ্মোত্তে তার সাক্ষাৎকার হয় ॥
 পুনঃ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠাতা যে মানব হয় ।
 সংসারে আৰুতি তার পুনঃ লাভ হয় ॥
 ধুমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়ন ।
 এইসব লোকে সেই করে অবস্থান ॥
 সে স্থানে থাকিয়া কৰ্ম্মী ■■■ লোক পায়
 কৰ্ম্ম ফল ভুঞ্জি তথা পুনর্জন্ম হয় ॥
 গুরু কৃষ্ণ দুই পক্ষ জগতে বিদিত ।
 প্রথমে আৰুতি নাই ক্রোধোত্তে উদিত ॥
 গুরুমার্গ দেবযান জানালোকময় ।
 পিতৃযান মার্গ কিন্তু তমোময় হয় ॥
 জানের বিকাশ হেতু জ্ঞান মুক্তি পায়

আত্মজ্ঞান নাহি হলে পুনর্জন্ম হয় ॥
 হে অর্জুন দুই পথ হয়ে অবগত ।
 নির্মোহ যোগীর মত যোগে হও বৃত্ত ॥
 বেদ যজ্ঞ তপস্যায় দানে পূর্ণ্য হয় ।
 ধ্যান নিষ্ঠ যোগিগণ এ সব না চায় ॥
 উৎকৃষ্ট এই স্থান তাঁরা প্রাপ্ত হন ।
 লভিয়া এ পদ তাঁরা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥

নবম অধ্যায় ।

ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জুন ।
 জানি আমি তুমি হও হিংসা দ্বৈধহীন ॥
 তাই এই জ্ঞান যোগ করিছ বর্ণন ।
 জানিলে ঘুটিবে তব সংসার বন্ধন ॥
 সকল বিচার শ্রেষ্ঠ এই আত্মজ্ঞান ।
 না জানে এ জ্ঞান কেহ সবার প্রধান ॥
 সবার উত্তম ইহা পবিত্র অত্যন্ত ॥
 প্রমাণে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সর্ব ধর্মযুত ॥
 সূত্র সাধ্য এই যোগে অক্ষয় ফল হয় ।
 না কর সন্দেহ এতে শুনহে অর্জুন ॥
 আত্মজ্ঞান ধর্মের যার শ্রদ্ধা নাহি হয় ।
 অশ্রদ্ধা না লভে তাঁরা সংসারেতে ধায় ॥

মৃত্যু সিনাক্লীর্ণ পথে করয়ে ভ্রমণ ।
 জন্মে জন্মে করে সেই সংসার গমন ॥
 অব্যক্ত রূপে ব্যক্ত আমি জুগৎ ভিতর ।
 সর্ব প্রাণী আছে এই আমার ভিতর ॥
 সর্বভূত হতে কিন্তু দিগ্ধ হই আমি ।
 নিঃসঙ্গ ক্ষতীত আমি নিশ্চয় জেন তুমি ॥
 অদ্ভুত প্রভাব মম করহ দর্শন ।
 সর্বভূতে আমি নাহি করি অবস্থান ॥
 মম আত্মা সর্বভূতে করয়ে ধারণ ।
 এক্রূপে তাদের করি আমিহি পালন ॥
 সর্বত্রগ বায়ু যেন আকাশেই স্থিত ।
 সর্ব প্রাণী সেই রূপ অম্মাতেই স্থিত ॥
 প্রলয়ে সমস্ত প্রাণী লয় প্রাপ্ত হয় ।
 সৃষ্টিকালে আমা হতে পুনঃ বাহিরদ ॥
 মায়াবশ প্রকৃতিকে করিয়া আঁত্রয় ।
 আকাশাদি ভূত সব উৎপন্ন হয় ॥
 কন্ধ্যাতে আসক্তি হীন হয়ে উদাসীন ।
 সৃষ্টি কার্যে আমি হই বন্ধন বিহীন ॥
 প্রকৃতিতে আমি যবে হই অধিষ্ঠান ।
 চরাচর বিশ্ব হয় উৎপন্ন তখন ॥
 সর্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ আমার ।
 অনিবেকী ব্যক্তিগণ না জানে প্রকার ॥
 পরমার্থ তত্ত্ব মম নাহি জ্ঞানে ভার ।
 আমার মনুষ্য রূপে অবজ্ঞা করে তারা ॥

অগ্নিহোত্র কৰ্ম তার ফল হীন হয় ।
 আমায় অবজ্ঞা হেতু জ্ঞানহীন হয় ॥
 অবিবেকী তাঁরা সব লাক্ষ্য সমান ।
 অশুর প্রকৃতি ধরে অতি মোহবান ॥
 ভোজন আহাৰ, আর পরস্পর হরণ ।
 হিংসাদি আশুরী ভাব করয়ে ধারণ ।
 ভগবন্তু পুনঃ যাহাদের হয় ।
 দৈবী প্রকৃতি তাঁরা করয়ে আশ্রয় ॥
 শম, দম, দম্বা, শ্রদ্ধা, ভক্তি যুক্ত হয় ।
 একমনে ঈশ্বর জ্ঞানে আমাকে চিন্তয় ॥
 সকল প্রাণীর হুই আমিই আশ্রয় ।
 অবিনাশী জেনে তারা আমাকে পূজয় ॥
 সৰ্ব্বদা আমার নাম করে সংকীৰ্তন ।
 দৃঢ়ব্রত মন্ত্ৰ সহ আমার পূজন ॥
 নিষ্ঠা চিত্তে উপাসনা করে যেই জন ।
 সে জন আমার ভক্ত থাকে সৰ্ব্বক্ষণ ॥
 জ্ঞানরূপ মন্ত্ৰে কেহ করে উপাসন ।
 কারও বা মম মনে অভিগ চিন্তন ॥
 কেহবা আমাকে স্বভ্রম ভাবে মনে ।
 ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে থাকে আরাধনে ॥
 আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা* হই ।
 আমি ঔষধ, আমি মন্ত্ৰ, ঈশ্বর আমি হই ॥

আজ্য* আগি, অগ্নি আগি, আগিই হবন* ।
 এইরূপে জানে মোরে সর্ব সাধারণ ॥
 জগতের পিতা, মাতা, আর বিধাতা ।
 আগিই ওঁকার ইই, চতুর্বেদ দাতা ॥
 শুভাশুভ কর্মফল আগা হতে হয় ।
 পবিত্র ও জেয় আগি পিতামহ কয় ॥
 গতি, ভর্তা প্রভু আমি আমি বাসস্থান ।
 শুভাশুভ জ্ঞা আমি রক্ষক প্রধান ॥
 হিতকারী সৃষ্টিকর্তা আমিই প্রভুয় ।
 আধার ও আধেয় আমি, আমিই অবয়ব ॥
 হে অর্জুন ! আমি আছি আদিত্য রূপ ধরি ।
 জল আকর্ষণে আমি জলবৃষ্টি করি ॥
 আমিই অমৃত হই মৃত্যুর স্বরূপ ।
 সৎ* ও অসৎ* আমি, আমি সর্বরূপ ॥
 যে সব মানবগণ বেদেতে নিপুণ ।
 কাম্য যজ্ঞাদি কর্ম কবে অনুষ্ঠান ॥
 মম পূজা কবে তারা সোমপানে রত ।
 স্বর্গের কামনা কবি স্বর্গ সূত্রে রত ॥
 স্বর্গসুখ ভোগে পুণ্যকর হলে ।
 পুনর্জীব জন্ম হবে এই মর্ত্যস্থলে ॥
 স্বর্গের কামনা হেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ।
 সংসারেতে যাতায়াত অবশ্য বিধানে ॥

■ আজ্য—যজ্ঞ ; হবন—হোমের সময় যাহা কিছু অগ্নিতে দেওয়া হয় ।
 *সৎ—শুভ, দৃশ্য ; অসৎ—সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ।

একমনে চিন্তা হেতু যেই মোরে পায় ।
 একমাত্র নিষ্ঠাহেতু যোগ ক্ষেপ পায় ॥
 অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি যোগ নাগু হয় ।
 প্রাপ্তধন বক্ষা হলে ক্ষেপ নাগু হয় ॥
 ভক্তি শ্রদ্ধারক্ত হয়ে অশ্রু দেবে পূজে ।
 তাঁহাবাই অজ্ঞানে আমাকেই পূজে ॥
 সৰ্বাযজ্ঞে ভোক্তা আমি সৰ্বফলদাতা ।
 জানিতে না পারে মোরে সৰ্ব কৰ্ম কৰ্ত্তা ॥
 সেই অশ্রু সংসারেতে পুনঃ জন্ম হয় ।
 ইহাতে আমার কোন দোষ নাহি হয় ॥
 ভেদ বুদ্ধি হেতু তাব মোক্ষ নাহি হয় ।
 স্বর্গেতে গমন আব পুনঃ চ্যুতি হয় ॥
 সৰ্বদেব মধ্যে যেই আমাকেই দেখে ।
 অশ্রুদেবে পূজিলেও আমাকেই ভাবে ॥
 তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটবে নিশ্চয় ।
 এক মনে তারা কেবল আমাকে চিন্তয় ॥
 যে দেবতা পূজে লোক জীবন সময় ।
 সে দেবতা লভে সেই অস্তিত্ব সময় ॥
 পিতৃগণে পূজিলে পিতৃলোক পায় ।
 ভূতগণে পূজিলে ভূতলোক পায় ॥
 সম পূজা করে যেই আমাকে লভয় ।
 মোক্ষ লাভ হয় তাব জন্ম নাহি হয় ॥
 পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যে কিছু অর্পণ ।
 ভক্তি সহ দিনে মোবে করি সে গ্রহণ ॥

যা কিছু কর্ম করে ভোজন, হোম, দান ।

তপশ্চাৎ কর্ম কর আশ্রমে অর্পণ ॥

একমু সাধনা হলে জীব মুক্তি পায় ।

শুভাশুভ কর্মে তার বন্ধন না হয় ॥

তুমিও একপে কর সন্ন্যাস গ্রহণ ।

সকল কর্ম কর তুমি আশ্রমে অর্পণ ॥

কর্ম বন্ধন হতে তব মুক্তি লাভ হবে ।

অবশেষে নিশ্চয় তুমি আশ্রমকে পাইবে ॥

সকল জীবের পক্ষে এক ভাব মোর ।

প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু না আছে আমারি ॥

ভক্তিগত করে যেই আমার ভজনা ।

আশ্রমে স্থিত সেই আমি তার ভাবনা ॥

নিষ্ঠাসুখে চরাচর কেহ যদি হয় ।

একচিত্তে যদি তবু আশ্রমে ভজয় ॥

তবু তারে সাধু বলে জানিবে নিশ্চয় ।

কারণ তাহার যত্ন অতি সাধু হয় ॥

সীমাই ধর্মাত্মা হয় সেই মহাজন ।

নিত্য শান্তি করে লাভ সেই সাধু জন ॥

মম ভক্ত কখনই বিনাশ না পায় ।

নিঃসন্দেহে, এইরূপে, জানহ আমার ॥

পাপ-যোনি জাত সব সেই জীবগণ ।

জ্ঞানলোক, বৈশ্রাদি, আর শূদ্র যতগণ ॥

ভক্তি হেতু তাহাদের পরম গতি হয় ।

হে অর্জুন ! ইহা তুমি জানিহ নিশ্চয় ॥

বর্ণের প্রধান জাতি উত্তম ব্রাহ্মণ ।
 তার পর জাতি ক্ষত্রিয় ভক্তগণ ॥
 মন্ত্রিত্ব হেতু তারা শ্রেষ্ঠ গতি পাবে ।
 সর্বলোক জানে ইহা অব্যর্থ জানিবে ॥
 অতএব তুমি যদি শ্রেয় গতি চাও ।
 নিঃসন্দেহ তুমি তবে মম ভক্ত হও ॥
 ছল্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন ।
 ভক্তি সহ আমার কর আরাধন ॥
 মঙ্গল চিত্ত হয়ে আমাতে হও ভক্ত ।
 পূজা পরায়ণ হয়ে আমা অমুরক্ত ॥
 ভক্তিভাবে মোরে তুমি কর নমস্কারণ
 আমার শরণাগত তুমি হও এইবার ॥
 নিজ অস্তঃকরণ কর আমাতে অর্পণ ।
 নিশ্চয় হইবে মুক্তি তোমার এক্ষণ ॥

দশম অধ্যায় ।

ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জুন ।
 পুণরায় শুন তুমি আমার বচন ॥
 তোমার মঙ্গল হেতু করিব বর্ণন ।
 শুনিলে মঙ্গল ও বশিবে এখন ॥
 দেবতা মইষি কিম্বা যত মুনিগণ ।
 আমার প্রভাব কেহ না জানে কখন ॥

আগীর প্রভাব হয় সবার প্রধান ।
 সকলের আশি হই আদি।ও কারণ ॥
 জগহীন আদিহীন সর্ব লোকেশ্বর ।
 একূপে অমার্কে যিনি জানেন বিস্তর ॥
 সর্বপাপ হতে তার মুক্তি লাভ হয় ।
 মোহ না অজ্ঞান তাঁর কিছু নাহি রয় ॥
 বুদ্ধি, জ্ঞান, অসমোহ*, ক্ষমা, সত্য, দম ।
 শ্রুত, কৃত, ভগ্নাভয়, অহিংসা, ও মম ॥
 সাম্য, তুষ্টি, তপ, দান, মীন, অপমান ।
 উদ্ভব, প্রলয়, আদি আশিই নিদান ॥
 ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি যুত মুনিগণ ।
 আগীর প্রভাবে তাঁদের জীবনধারণ ॥
 আমার আদেশ মত সব সৃষ্টি হয় ।
 সর্বলোক প্রজা সব সেকূপে জন্মায় ॥
 বিভূতি ও যোগ মম জানে যেই জন ।
 যোগযুক্ত হয়ে করে সম্যক দর্শন ॥
 সর্ব জগতের আশি উপস্থিতি কারণ ।
 আগা হতে সকলের বুদ্ধি আর জ্ঞান ॥
 এ সব হইয়ে জ্ঞাত বিবেকী যে জন ।
 প্রেম পূর্বক আশায় করে আরাধন ॥
 মন প্রাণ যোনা করে আমাতে অর্পণ ॥

■ অসমোহ—উপস্থিত জাতব্য বিষয়ে অব্যাকলিত ভাব । দম—বাহ্যে-
 ক্রম সংযম ; শম—অভ্যন্তরীণ সংযম ; সাম্য—সমতা ।

মুখলাভ করে তারা আমার কীর্তন ॥
 একপ একাঞি চিতে আগাকে যে ভজে ।
 বুদ্ধিযোগে আগাকে পাইবে সহজে ॥
 সে সব ভক্তের প্রতি আশীর্বাদ করি ।
 জানেতে অজ্ঞাননাশ তাহাদের করি ॥
 অর্জুন বলেন তবে শুন বাহুদেব ।
 পরব্রহ্ম ও পরাশ্রয় তুমি আদি দেব ।
 তুমি অজ, তুমি বিভূ, পরম পবিত্র ।
 শাস্ত্রত অনাদি তুমি সবাকার মিত্র ॥
 দেবর্ষি নারদ আদি ভৃগু ঋষিগণ ।
 অসিত, দেবল, ব্যাস, আদি মুনিগণ ॥
 সকলেই করে তব বিভূতি কীর্তন ।
 একপে সকলে তোমা করেছে বর্ণন ॥
 তোমার নিকট ইহা শুনিমু এখন ।
 সমস্তই সত্য বলে জানিমু এখন ॥
 তোমার প্রভাব নহে জ্ঞাত সবাকার ।
 দেব বা দানবগণ না জানে তোমার ॥
 পুরুষোত্তম তুমি দেব ভূতভাবন ।
 দেব দেব জগৎপতে, পতিতপাবন ॥
 অস্ত্র দ্বারা তুমি কভু না হও বিদিত ।
 আপন আশ্রয় দ্বারা আপনি বিদিত ॥
 সর্বব্যাপী তুমি, অনন্ত বিভূতি ।
 আগায় বলহঁ সব করিয়ে বিস্তৃতি ॥
 কি ভাবে তোমায় চিন্তা করিব এখন ।

তব্ধ ভাব জাত হব বল ভগবন ॥
 যোগ ও বিভূতি তব বল পুনরায় ।
 শুনিয়া বচনামৃত তৃপ্তি নাহি হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুন পরম্পর ।
 অনন্ত অপার মম বিভূতি অসীম ॥
 প্রধান বিভূতি সব করিব বর্ণন ।
 বিস্তারি বলিব সব করহ শ্রবণ ॥
 সর্বভূতে স্থিতি মম, সকলব আদি ।
 উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি, আমি অনাদি ॥
 আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু, আমি আকাশে ভাস্কর ।
 মরুতে মবীচ, তারা মাঝে সুধাকর ॥
 বেদ মধ্যে সাম বেদ, ইন্দ্র দেবগণে ।
 প্রাণীৰ চৈতন্য আমি, মন ইন্দিয়গণে ॥
 একাদশ কল্পমধ্যে আমিই শঙ্কর ।
 যক্ষ বক্ষ মধ্যে হই আমিই ধনধর ॥
 বসু মধ্যে অগ্নি আমি, পৰ্বতে সুরমের ।
 সৰ্ব বস্তু মধ্যে হই সবাকার গুরু ॥
 পুরোহিত মধ্যে হই আমি বৃহস্পতি ।
 সেনানীর মধ্যে আমি ক্ষম সেনাপতি ॥
 জলাশয় মধ্যে যথা আছে সাগর ।
 আমার বিভূতি কীর্তি ব্যক্ত চরাচর ॥
 মহষি মধ্যে ভৃগু আমি, শব্দের ওঁকার ।
 নবজ মধ্যে অপরূপ, হিমাচল স্থাবর ॥

দেবর্ষি মধ্যে নারদ, বৃক্ষের অর্থ ।
 সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বের কপিল চিত্ররথ ॥
 সমুদ্র মহনে যথা উচ্চৈঃশ্রবা আমি ।
 হস্তি মধ্যে ঐবাবত, মানব শ্রেষ্ঠ আমি ॥
 ইন্দ্রের বজ্র আমি, কামধেনু রূপ ।
 কামনার কাম আমি, বাসুকি স্বরূপ ॥
 নাগ মধ্যে অনন্ত, আমি, বরুণ জলচর ।
 পিতৃগণেব অগ্ন্যমী আমি, শুন নৃপবর ॥
 স্নিগ্ধম কারী মধ্যে আমি হই যমরূপ ।
 দৈত্য মধ্যে ঐহলাদ আমি, কাল স্বরূপ ॥
 চতুষ্পদ মধ্যে আমি সিংহের স্বরূপ ।
 বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড় যেকপ ॥
 বেগগামী মধ্যে হই আমিই পবন ।
 শত্রুধাবী মধ্যে হই রাঘব যেমন ॥
 মৎস্যগণ মধ্যে মকর নাম ধরি ।
 নদী সব মধ্যে হই আমি গঙ্গাবারি ॥
 সৃষ্ট বস্তুর আমি হই আদি, স্থিতি, লয় ।
 বিদ্যার অধ্যাত্ম বিদ্যা, জানহ নিশ্চয় ॥
 তার্কিক পুরুষ মধ্যে তর্কের স্বরূপ ।
 অক্ষর সমূহ মধ্যে অকার স্বরূপ ॥
 সর্গাসের দ্বন্দ্ব আমি অক্ষয় কালরূপ ।
 কর্মফলদাতা মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপ ॥
 সংহর্ভৃগণের মধ্যে আমি মৃত্যুরূপ ।
 ভবিষ্য কথায় মধ্যে মঙ্গল স্বরূপ ॥

কীৰ্ত্তি, শ্রী, বাক, স্থিতি, মেধা, ক্ষমা, ধৃতি ।
 ধর্ম সপ্ত গুণী এই করিলু বিবৃতি ॥
 বেদ স্মৃতি মধ্যো স্মৃতি, আমিই প্রধান ।
 ছন্দোমধ্যে গীতাজী, মাস অগ্রহায়ণ ॥
 ঋতু মধ্যো বসন্ত আমি, দ্যুত রূপ ছল ।
 বিষ্ণুগীর জয় আমি, তেজস্বীর বল ॥
 বণিকের ব্যবসা আমি সাব্বিকের সত্ত্ব ।
 বাসুদেব রূপে হই যাদবেবু মহত্ত্ব ॥
 পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনুজয় ।
 সূনিমধ্যে বেদব্যাস কবি শুক্ৰ হয় ॥
 দমনের দণ্ডরূপ, শ্রায়কপ নীতি ।
 গুহ্য বিষয়ে আমার গোপন হয় রীতি ॥
 জ্ঞানিগণে জ্ঞান আমি, প্রাণীর চেতন ।
 আমি ছাড়া চরাচরে নাহি বস্তু হেন ॥
 বিভূতির সীমা নাই, গুণ পরম্পর ।
 যা কিছু বলিলু আমি সকলি সংক্ষেপ ॥
 ঐশ্বর্য্য, বল, আর যাহা লক্ষীযুক্ত ।
 আমার শক্তি হতে সকলি উদ্ভূত ॥
 অথবা হে অর্জুন, তাতে কি প্রশ্নোজন ।
 জানিও জগৎ করি একাংশে ধারণ ॥
 এক অংশে ধৃত হয়ে, বিশ্ব অবস্থিত ।
 জানিও বিভূতি মম এ সব নিশ্চিত ॥

একাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন বলেন পুনঃ ভাকিয়ে কেশবে ।
অধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা শুনাইলে তবে ॥
ইহাতে আমার মোহ ঘুচিল একগ ।
বিবেক বিষয়ে জ্ঞান জগিল একগ ।
ওহে কমল লোচন, শুনিছ বিস্তর ।
উৎপত্তি লয়কারা যে গুণ তোমার ॥
সৃষ্টি পূৰ্ব্বাপর কথা করেছে কীর্তন ।
অধ্যায় মহাত্ম্য তব কবিত্ব শ্রবণ ॥
আত্মতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, শুনালে যে সব ।
সে সকল সত্য মানি শুনহে কেশব ॥
কর দয়া মোর প্রতি কমল লোচন ।
একবার ঈশ্বরূপ দাও দরশন ॥
দেখিতে এরূপ তব বড়ই বাসনা ।
দয়াময় পূর্ণকর এ মম কামনা ॥
হে দেবেশ যদি মোরে যোগ্য ভাব মনে ।
অবিনাশী নিত্যরূপ দেখাও দর্শনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুন পরম্পর ।
নানাবর্ণ অংকারেতে আমার এরূপ ॥
সহস্র সহস্র প্রাণী অদ্ভুত ব্যাপার ।
ভিন্ন ভিন্ন ধরে বিভিন্ন আকার ॥

আদিত্য মণ্ডল দেখ, দেখ বসুগণ ।
 কি ভীম আকার দেখ সব রুদ্রগণ ॥
 অশ্বিনী কুমার দ্বয় মরুৎগণ মাঝে ।
 নান্যরূপ এক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সাজে ॥
 পূর্বে যাহা কখনও না হয় দর্শন ।
 একরূপ অদ্ভুত রূপ দেখহ এখন ॥
 দেখহ অর্জুন তুমি এই মম রূপ ।
 সকলের মধ্যে ইহা অদ্ভুত যে রূপ ॥
 স্থাবর জঙ্গম সহ জগৎ বিরাজে ।
 দেহের একাংশে তাহা কিবা রূপ সাজে ॥
 আর যদি দেখিতে বাসনা হয় মনে ।
 দেখে লও পবনুপ তাহা এইক্ষণে ॥
 সামান্য চক্ষুতে তুমি না পাবে দেখিতে ।
 লও এই দ্বিব্য চক্ষু দেখিব সহিতে ॥
 তদ্বারা আমার রূপ করিবে দর্শন ।
 দেখে ঐরূপে যাহা করিছ মনন ॥
 সঞ্জয় বলেন রাজ্য শুন দিয়া মন ।
 অর্জুন যে রূপ দেখে তার বিবরণ ॥
 যোগেশ্বর ভগবান কহিয়া একরূপ ।
 দেখাইল পাণ্ডুপুত্র তাঁহার দরূপ ॥
 কি কব রাজন্ ! তোমায় সে ভীমরূপ ।
 সে রূপের কভু নাহি শুনি অনুরূপ ॥
 অদ্ভুত আকার তার অসংখ্য বদন ।
 অসংখ্য প্রাণীর তাতে অসংখ্য লোচন ॥

বহু প্রাণী একত্রিত তাহার ভিতর ।
 অদ্ভুত ভূষণ পরে সবার শরীর ॥
 বহু অঙ্গ, বহু শস্ত্র, মান্য দিব্য, আর ।
 নিতান্ত আশ্চর্য্য রূপ সেই সজ্জাকার ॥
 প্রকাশ স্বরূপ তাব, অনন্ত আকার ।
 সর্বদিকে ভয়ঙ্কর বদন তাঁহার ॥
 সহস্র সূর্য্যও যদি আকাশে উদয় ।
 তবু তার আলোকেব তুলনা না হয় ॥
 বিশ্বরূপ শরীরের একাংশ ভিতর ।
 ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব দেখে তাহার ভিতর ॥
 দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি সর্ব লোক আছে ।
 সকল দেখেন অর্জুন সে শরীর মাঝে ॥
 আশ্চর্য্য ওরূপ দেখে বীর ধনঞ্জয় ।
 বিস্ময়ে শরীর তার রোমাঞ্চিত হয় ॥
 অবনত শির হয়ে কবে নমস্কার ।
 কৃতাজ্ঞানি নারায়ণে করে বার বার ॥
 অর্জুন বলেন পরে শুনহে কেশব ।
 তব বিশ্বরূপ দেহে দেখি দেব সব ॥
 স্তাবর জঙ্গম ভূত দেখিছি সকল ।
 চতুর্ভুজ ব্রহ্মা দেখি আসন কমল ॥
 ঋষিগণ সর্পগণ বাকী নাই কেহ ।
 সর্ব বিশ্ব ধবে দেখি তোমার এ দেহ ॥
 একিরূপ বিশ্বরূপ দেখি বিশেষর ।
 সঙ্গাংখ্য বদন দেখি অসংখ্য উদর ॥

অসংখ্য আনন দেখি অসংখ্য লোচন ।
 অনন্ত ঐক্য তব করি দর্শন ॥
 ভয়ঙ্কর রূপ কভু নাহি দেখি হেন ।
 আদি, অন্ত, মধ্য, বিভো নাহি কেন ॥
 গদা, চক্র, কির্গীট, কিবা শোভা ধরে ।
 তেজোরশি আলো করে যেন দিবা করে ।
 অগ্নি সূর্য্য সম তেজ প্রভাব তাহার ।
 অপ্রমেয়* দেখি আগি শরীর তোমার ॥
 পরব্রহ্ম তুমি দেব তুমি নারায়ণ ।
 বিশ্ব মধ্যে তুমি ধর্ম্মের পালন ॥
 এই বিশ্ব চরাচর তোমাতে আশ্রিত ।
 সনাতন তুমি দেব সকলের হিত ॥
 অব্যয় পুরুষ তুমি জগৎ নিধান ।
 সংশয় নাহিক দেব দেবের প্রধান ॥
 উৎপত্তি স্থিত লয় না আছে তোমার ।
 অনন্ত প্রভাব তব অনন্ত আকার ॥
 অমন্ত বাহু তব বহু বল ধরে ।
 চন্দ্র নেত্র সম সুখোজন করে ॥
 বদনে তোমার যেন জলে হৃদাশন ।
 তব তেজে বিশ্ব এই সমুপ্ত এখন ॥
 স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ্য সর্বদিক ব্যোমে ।
 একাকী হয়েও তুমি ব্যাপ্ত হও ভবে ॥

অদ্ভুত প্রচণ্ড মূর্তি করিয়ে দর্শন ।
লোকত্রয় ভীত সবে হয়েছে এখন ॥
দেখি আমি দেবগণ লয়ে তোমার শরণ ।
ভীত মনে তারা ব্যাকুলিত হয় ॥

কেহ কৃতাজ্জলি করে শঙ্কায়ুক্ত কলেবরে ।
গুণগান করে তারা অতি মত্তহর ।
মহর্ষিগণ “স্তুতি” শব্দে স্তবে মত্ত হয় ॥

রুদ্র আদি দেবগণ আদিত্য সাধারণ ।
বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশুর, সিদ্ধগণ ॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ উগপাচয় ।
গন্ধর্ব ও বক্ষসত্র বিস্মিত এখন ॥

তোমার অদ্ভুতরূপ করে দর্শন ॥
মহান এরূপ তব বহু নেত্র মুখ সব ।
বাঁহি উরু, আর অসংখ্য উদর ॥
বহু দন্ত মুখোপরী উঠে শরীর শিহরি ।
ভয়ানক রূপ এবে দেখিলু এবার ॥
দেখিয়ে সমস্তজীব ভয়ে কুণ্ড গ্রীব ।

ওরূপ দেখে ভয় না হয় কার ॥
আকাশ মণ্ডল বাণী তোমার শরীর ।
নানা বর্ণে প্রজলিত বিশাল শরীর ॥
বিস্তারিত সে লোচন প্রশান্ত বদন ।
দেখে মম দেহে শাস্তি না রহে এখন ॥
দংশন পুঙ্খিত দেখে ভয় হয় মনে ।

প্রলয়ান্নি সমস্ত তব দর্শনে ॥

হয় দিকভ্রম গম নাহি জুখ পাই ।
 অর্গলাথ তুমি দেব, কিসে জুখ পাই ॥
 প্রসন্ন আমার প্রতি হওহে দেবেশ ।
 অভয় দানকরু এবে সহি জুখ লেশ ॥
 কিবা ভয়ঙ্কর রূপ দেখিছি এখন ।
 ধূতরাঙ্কি পূজ সব দুর্গোদনগণ ॥
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, বীর বহু রাজগণ ।
 আমাদের আশ্রয় যোদ্ধ রাজগণ ॥
 ভয়ঙ্কর মুখে তব করিছে গমন ।
 সে সব করিছে গ্রাস তোমার বদন ॥
 অতিবেগে এসে তারা করিছে প্রবেশ ।
 'দন্ত পুংক্তি মুখ মধ্যে হয় তারা শেষ ॥'
 কারু (ও) অঙ্গ কার (ও) গাথা চূর্ণ হয়ে যায় ।
 বিশাল দন্ত মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যায় ॥
 বহুধারা প্রবাহিত নদীজল যেন ।
 দ্রুতগতি করে তাহা সাগরে গমন ॥
 সেইরূপ লোক মধ্যে ঐ বীরগণ ।
 প্রজলিত মুখে তব করিছে গমন ॥
 যেন পতঙ্গ সব অতি বেগে ধায় ।
 প্রজলিত ছতাসনে সরিবারে যায় ॥
 সেইরূপ লোক সব ধায় মুখ পানে ।
 নিশ্চয় সরিবে তারা কভু নাহি জানে ॥
 দেখিয়া এসব ক্রয় এই মনে লয় ।
 সর্বলোক গ্রাসিবারে তোমার নিশ্চয় ॥

ব্যাদন করেছে নিজ প্রদীপ্ত বৃন্দ ।
 বীর বর্গে যেন তুমি করিছ ভঙ্গন ॥
 তেজোরশি দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত এখন ।
 প্রতাপে সকল বিশ্ব হয় ভীত মন ॥
 যত সব বীরবৃন্দ মুখের ভিতর ।
 পড়িয়া তাহারা সব হয় মর মর ॥
 কে তুমি আমার বল হেন মূর্তি ধর ।
 এই ভীম মূর্তি ভব এবে পরিহর ॥
 নমস্কার করি তোমা প্রসন্ন হও মোরে ।
 সকল কারণ রূপ জানিছি তোমারে ॥
 মম অভিলাষ হয় তোমাকে জানিতে ।
 তোমার চরিত্র জানি না মহীতে ॥
 লোকঙ্গরী করি আমি কালের স্বরূপ ।
 সংহার কর্তা আমি ধর্মরাজ স্বরূপ ॥
 ছর্যোধন আদি এবে করিব সংহার ।
 তাহাতে, প্রবৃতি আজ হয়েছে আমার ॥
 হে অর্জুন, তুমি যদি নাহি কর রণ ।
 তাহলেও প্রতিপক্ষে না থাকে জীবন ॥
 অতএব যুদ্ধ জন্ত হও সমুখিত ।
 জয়লাভ যশোরশি লভিবে নিশ্চিত ॥
 শত্রুবর্গ পবাভাবে কর রাজ্য ভোগ ।
 নিষ্কণ্টক রাজ্য তব হইবেক ভোগ ॥
 ঐ সকল খোদুবর্গ পূর্ব হতে হত ।
 আমার বিক্রমে তাবা হয়ে আছে মৃত ॥

তব সব শত্রুগণ করেছি সংহাব ।
 কেঁবল নিমিত্ত ভাগী হইবে তাহার ॥
 তবে এই তুচ্ছ কাজে কেন কর ভয় ॥
 উঠ উঠ পুনঃপূর্ণ নিশ্চয় হবে অয় ॥
 দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ যত মহাবীর ।
 কৰ্ণ অদি যত আছে সব যোদ্ধাবীর ॥
 সকলে রেখেছি আমি পূর্বে কবে হত ।
 অন্তরেতে তারা সব ইয়ে আছে হত ॥
 তাদের সকলে তুমি কবহ বিনাশ ।
 নাহি কর হুঃখ এতে না হও হতাশ ॥
 লংগ্রামে নিশ্চিত তব হইবেক অয় ।
 বীর তুমি পরম্পদ । কেন এত ভয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কথা সব শুনিয়া অর্জুন ।
 কাপিতে কাপিতে কথা কহেন তখন ॥
 অতিশয় ভীত হয়ে কৃতাজলি পুটে ।
 কহেন সমস্ত কথা কৃষ্ণ স্নিকটে ॥
 অর্জুন বলেন তবে শুন হৃষীকেশ ।
 গাহাত্ম্য কীর্তনে তব নাহি ভয় লেশ ॥
 সকল জগৎ হয় আছলাদে মগন ।
 অনুরাগ লাভ কবে সৰ্বজনগণ ॥
 রাগসেরা ভয়ে সব করে পলায়ন ।
 সিদ্ধগণ নমস্কার করে সৰ্বক্ষণ ।
 হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! জগৎ প্রধান ।
 ব্রহ্মারও গুরু তুমি বেদেয় প্রধান ॥

অব্যক্ত অনন্ত তুমি জগৎ কারণ ।
 কেন নাহি পূজিবেক দেব সাধারণ ॥
 তুমি হও আদি দেব হে অনন্ত রূপ ।
 পুরাণ পুরুষ তুমি বিশ্বের স্বরূপ ॥
 তুমিই সর্বজ্ঞ হও তুমি হও জ্ঞেয় ।
 সর্বব্যাপী তুমি হও সবার আশ্রয় ॥
 তুমি বায়ু, তুমি যম, অগ্নি ও বরুণ ।
 প্রজাপতি তুমি, চন্দ্র, পিতামহ গণ ;
 সকলই তুমি দেব সবার আধার ।
 সহস্র সহস্র তোমায় করি নমস্কার ॥
 সবার প্রধান তুমি সবার আকার ।
 পুনঃ পুনঃ তোমায় করি নমস্কার ॥
 সম্মুখে পূজাতে তব, করি নমস্কার ।
 চারিদিকে তব আমি করি নমস্কার ॥
 অনন্ত শক্তি তব বলীর প্রশংসা ।
 জগতের সর্বজ্ঞ তুমি হও বিজ্ঞান ॥
 এই জন্ত তব নাম সর্ব অভিহিত ।
 তোমার ঐশ্বর্য রূপে জগৎ বিদিত ॥
 ঐশ্বর্য মহিমা তব এই বিশ্বরূপ ।
 জানিতাম নাহি আগে তোমার স্বরূপ ॥
 হে কৃষ্ণ যাদব বলে ডেকেছি তোমায় ।
 লৌকিক সম্মুখে তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 এই হেতু যদি কোন হয়ে থাকে দোষ ।
 ক্ষমা কর ব্যবহার নাহি কর দোষ ॥

আহাঁর বিহার কিম্বা শয়ন ভোজনে ।
 অথবা যখন তুমি থাক একস্থানে ॥
 হইয়া একাকী যদি কর অবস্থান ।
 বন্ধুবর্গ মধ্যে কিম্বা কর অবস্থান ॥
 যদি কোন করে থাকি মন্দ ব্যবহার ।
 পরিহাস ছলে হবি ক্ষমা কর তার ॥
 অপ্রমের তবরূপ কামনা অতীত ।
 ক্ষম মোরে তুমি দেব ঐগতের হিত ॥
 অপ্রতিম তব রূপ অতি প্রভা ধরে ।
 চরাচর সর্বজীব তোমার ভিতরে ॥
 তুমি পূজ্য তুমি গুরু অতি গুণতর ।
 তব তুল্য কেহ নাহি অগৎ ভিতর ॥
 যেকপু পুত্রের দোষ পিতা ক্ষমা করে ।
 সখা মিত্রের পতি পত্নীর ক্ষমা করে ॥
 সেই রূপ অপরাধ ক্ষমা কর মম ।
 পৃথিবীতে পূজনীয় নাহি তব সম ॥
 হয়েছি সন্তুষ্ট আমি দেখে তব রূপ ।
 অপূর্ণ এইরূপ তোমার স্বরূপ ॥
 ভয়ে মম প্রাণ কিন্তু বাকুণিত হয় ।
 দেখিবারে পূর্ণরূপ বড় ইচ্ছা হয় ॥
 মনোহর পূর্ণরূপ দেখাও আমায় ।
 নতুবা হে দেবেশ ভয়ে প্রাণ যায় ॥
 হে কৃষ্ণ কিরীট গদা চক্র তুমি ধর ।
 ভীম ভয়ঙ্কর রূপ এতব পরিহর ॥

ইচ্ছা হয় পূৰ্ণরূপ দেখি নারায়ণ
 দেখাও সেরূপ হরি করিয়ে ধারণ ॥
 বিশ্বমূর্ত্তি । সহস্র বাহু । দাও দর্শন ।
 কর তুমি চতুর্ভূজ মূর্ত্তির ধারণ ।
 শ্রীহরি বদেন তবে শুনহে অৰ্জুন ।
 কেন দেখি তব আগি বিবস বন্ধন ॥
 আশ্রয়োগ বলে মম, এ মূর্ত্তি ধারণ ।
 অনাদি অনন্তরূপ হই দর্শন ॥
 তোমা ছাড়া এই রূপ দেখিতে না পায় ।
 এসম হইয়ে আমি দেখাই তোমায় ॥
 বেদ অধ্যয়ন কিংবা যজ্ঞ অকুষ্ঠান ।
 ধর্ম কর্ম আর যত যথা ইচ্ছা দান ॥
 অতি উগ্র তপ যেই কবে অকুষ্ঠান
 তথাপি আমার রূপ না পায় দর্শন ॥
 নাহি কর ভয় কোন, আমার দর্শন ।
 নির্ভয়ে পূর্বের রূপ করহ দর্শন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনে কথা কহে পুনরায় ।
 চতুর্ভূজ রূপ ধরি শরীর দেখায় ॥
 নির্ভীক হইল চিত্ত অৰ্জুনের তবে ।
 দেখায় শরীর তার সৌম্যরূপ ভাবে ॥
 প্রকৃতিস্থ হই আমি তোমার দর্শনে ।
 ব্যাকুলিত পূর্বমন স্থির এইক্ষণে ॥
 এরূপ দর্শন কর্ত্তব্য কাহ নাহি হয় ।
 এরূপ দর্শন নিত্য দেবতা কাময় ॥

স্নেহে অধ্যয়ন কিবা তপস্শা বা দান ।
 মম এই বিশ্বরূপ কিছুতে না পান ॥
 মম জীব যারা মম তত্ত্ব পায় ।
 আমার স্বরূপ দেখে আমাতে প্রবেশয় ॥
 যে ব্যক্তি মম কৰ্ম করে অনুষ্ঠান ।
 মম ভক্ত হয় সেই মম পরায়ণ ॥
 সংসর্গ বর্জিত যেই অবিরোধী হয় ।
 সেই ব্যক্তি আমারে অভেদ রূপে পায় ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সৰ্ব-কৰ্মফল করে তোমাতে অর্পণ ।
 ভক্তিযুক্ত হয়ে তোমা পূজে নিরন্তর ॥
 অক্ষয় অব্যয় জানে যে করে পূজন ।
 এই দুই মধ্যে কেবা অধিক অন্তর ॥
 ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জুন ।
 এক মনে সত্ত্বভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ।
 যে করে আমার গুণ রূপ আরাধন ॥
 নিশ্চয় আমার মতে যোগরত হয় ॥
 ইন্দ্রিয় সকল যিনি নিরোধ করিয়ে ।
 সৰ্ব এই সমবুদ্ধি করেন দর্শন ।
 সৰ্বভূত হিতে যিনি নিযুক্ত হইয়ে ॥
 অব্যক্ত শাস্তরূপ করেন চিন্তন ॥

অনির্দেশ্য সর্বব্যাপী অচিন্ত্য অচল
 নিগুণ অক্ষয় রূপ করে আরাধন ।
 তাহাদের চিত্ত কভু না হয় চঞ্চল ॥
 নিগুণ স্বরূপ মোরে তাঁরা প্রাপ্ত হন ॥
 নিগুণ ব্রহ্মেতে চিত্ত যাহাদের রত ।
 অত্যন্ত অধিক ক্লেশ তাহাদের হয় ।
 উত্তম উপায় এই জানী অভিমত ॥ •
 নিগুণ ব্রহ্মের লাভে অতি কষ্ট হয় ॥
 হে অর্জুন ! কৰ্মশীল যে মানবগণ ।
 আঁমাতে সকল কৰ্ম করয়ে অর্পণ ॥
 ভক্তিয়োগ সমাধিতে করয়ে চিন্তন ।
 এইরূপে সকলেই করে উপাসন ॥
 আঁমাতে অতিষ্ঠ চিত্ত হয়েছে যাহার ।
 আঁমা হতে নীত তার হয় উপকার ॥
 মৃত্যু সমাকুল এই সংসার সাগর ।
 নিশ্চয় তাহার আগি করিব উদ্ধার ॥
 হে অর্জুন ! মম বাণী শুনহ সত্বর ।
 মন আর বুদ্ধি তব করে স্থিরতর ॥
 করহ আঁমাতে তুমি তাদের অর্পণ ।
 শুদ্ধ ব্রহ্মে দেহান্তে হইবেক স্থান ॥
 তাহাতে সংশয় মনে না কর অর্জুন ।
 দেহান্তে আঁমাতে তব হইবে মিলন ॥
 নিগুণ ব্রহ্মেতে চিত্ত না পার রাখিতে ।
 স্থিরবুদ্ধি যদি নাহি হয় এই হিতে ॥

অভ্যাস যোগেতে তুমি দিয়ে তবে মন ।

আমাকে করহ লাভ করিয়ে যতন ॥

অভ্যাস যোগেতে যদি হও অপারগ ।

ভগবৎ কর্মে তবে হওহে পারগ ॥

মম জন্তু কর্ম তুমি কর অহুষ্ঠান ।

লভিবে ব্রহ্মেতে তুমি করি অহুমান ॥

কর্ম অহুষ্ঠানে যদি হও হীনবল ।

যোগপরায়ণ হয়ে থাকই কেবল ॥

আত্মার সংযম তুমি করহ এখন ।

কর্মফল কর ত্যাগ লইয়ে শরণ ॥

অভ্যাস যোগ চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় ।

জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান অতি শ্রেষ্ঠ হয় ॥

কর্মফল ত্যাগ পুনঃ সর্ব শ্রেষ্ঠ হয় ।

ত্যাগ পর মুক্তি লাভ জানহ নিশ্চয় ॥

সর্বভূতে যাহাদের নাহি আছে ঘেয ।

মৈত্রীভাব যাহাদের হয় এক শেষ ॥

করুণা হনয়ে যার, নাহি অহঙ্কার ।

সর্বভূতে সমদৃষ্টি, নির্গম আচার ॥

স্থখ দুঃখে সমভাব যিনি ক্রমানীল ।

সদাই সন্তুষ্ট যিনি স্থিরচিত্তনীল ॥

এইরূপ আত্মা হয় সংযত যাহার ।

সুদৃঢ় নিশ্চয় হয় মানস তাঁহার ॥

স্বপ্ন, বুদ্ধি, যার হয় আঘাতে অর্পণ ।

সেই হয় প্রিয় মম ভক্তি পুরায়ণ ॥

যাহা হতে কোন জন না পান সন্তাপ ।
 অতঃ হতেও গিনি কভু না পান সন্তাপ ॥
 হরিষ বিষাদে যার সমতুল্য জ্ঞান ।
 ভয়োধেগ পরিত্যাগে সকলি সমান ॥
 সেই ভক্তজন মম অতিপ্রিয় হয় ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি কর ধনঞ্জয় ॥
 যদুচ্ছালক অর্থেও নাহি প্রয়োজন ।
 বাহিরে অন্তরে কুচি থাকে যেইজন ॥
 না আছে অলস যার নাহি পক্ষপাত ।
 কাব্যদক্ষ, উদাসীন, বেদনা বর্জিত ॥
 সর্বদা প রত্যাগী যেই জন হয় ।
 সেই জন ভক্ত মগ্ন অতি প্রিয় হয় ॥
 প্রিয়বস্ত লাভে যার নাহি হয় স্নেহ
 অপ্রিয় লাভে, ইষ্টনাশে, নাকি হয় দুঃখ ॥
 না হয় আকাঙ্ক্ষা যার, অপ্রাপ্ত বিষয়ে ।
 পাপ পুণ্য বিষয়েও নাহি আছে হিরে ॥
 সেই ভক্তিমান্ মম অতি প্রিয় হয় ।
 না কর সন্দেহ কভু গুন ধনঞ্জয় ॥
 শত্রু মিত্র যার হয় সমতুল্য জ্ঞান ।
 নাহি আছে বোধ কোন মান অপমান ॥
 সকলি সমান হয় বড় ঋতু আর ।
 সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি নাহি সঙ্গ — আর ॥

হিন্দাতে স্থতিতে যার সমজ্ঞান
 মৌনোভীবে একরূপে দিন বহে যায় ॥
 স্থির স্মৃতি হয়ে মিনি গৃহেতে বর্জিত ।
 সেই পুরুষ প্রিয় হয় তাহা স্মৃতিশ্রুতিতে ॥
 শ্রদ্ধাবান হয়ে যেই মৎ পরায়ণ ।
 পূর্বের কথিত ধর্ম করে আলাপন ॥
 সেই ভক্তজনগণ অতি প্রিয় হয় ।
 না আছে সন্দেহ এতে শুন ধনঞ্জয় ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

প্রকৃতি পুরুষ যোবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ।
 জ্ঞান জ্ঞেয় সকলেতে আমি অতি অজ্ঞ ॥
 জানিতে মানস মম শুনহে কেশব ।
 বল যোরে সে বৃত্তান্ত বিবরিয়া সব ॥
 ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয় ।
 শরীর ক্ষেত্রের নামে অভিহিত হয় ॥
 ইহাথে পণ্ডিত যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নাম ধরে ।
 তাঁহার প্রশংসা সবে সংসারেতে করে ॥
 ক্ষেত্রী ■ ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি অবগত হন ।
 তিনিই ইহার ■ করেন স্মরণ ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আমি হে ভারত ।
 সকল ক্ষেত্রেই হয় আমাতেই রূত ॥
 ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ মধ্যে পৃথক যে জ্ঞান ।
 মম মতে হয় তাহা প্রকৃতই জ্ঞান ॥
 এ ক্ষেত্র শরীর হয় প্রকৃতিতে রূত ।
 আবার তাহাই হয় ইন্দ্রিয়াদি রূত ॥
 এ ক্ষেত্র কারণ হতে যাহা কার্য্য হয় ।
 ক্ষেত্রজের প্রভাব বা স্বভাব যা হয় ॥
 ক্ষেত্রজ স্বরূপ আমি করিব বর্ণন ।
 হে ভারত । সখা তুমি শুন দিয়া মন ॥
 বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নানা রূপ কন ।
 বেদেও পৃথক ভাব করে নিরূপণ ॥
 অন্তরূপ ব্যাখ্যা করে যুক্তিবাদিগণ ।
 ব্রহ্ম সূত্র বেদে আছে বিভিন্ন বচন ॥
 একরূপ বিভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত ।
 করিব বর্ণন আমি শুন মম মত ॥
 সংক্ষেপে সে সব কথা कहিব এখন ।
 স্থিরবুদ্ধি হয়ে তুমি শুন দিয়া মন ॥
 ক্রিতি, জল, তেজ, আর মরুৎ, আকাশ ।
 পঞ্চ এই মহাভূতে শরীর বিকাশ ॥
 অব্যক্ত প্রকৃতি আর বুদ্ধি অহঙ্কার
 শ্রোতাদি ইন্দ্রিয় দশ মন অবিকার ॥
 রূপ রস গন্ধ আদি ইন্দ্রিয় বিষয় ।
 স্পর্শ, সুখ, দুঃখ, দৈর্ঘ্য, তেজ, সংঘাত যে হয় ॥

দৈর্ঘ্য, চৈতন্যাদি, আছে যে সব বিষয় ।
 সকলি ক্ষেত্রের নাম শুন ধনঞ্জয় ॥
 আত্মপ্রাণ, নাহি করে দন্ত গর্বহীন ।
 সরণতা, ঔকসেবা, আর হিংসাহীন ॥
 শোচ, কান্দি, দৈর্ঘ্য, আদি সংযম সে ৩৭
 এ সব প্রকৃত জ্ঞান কহে শ্রুগিগণ ॥
 ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যে অহুসারহীন ।
 মাৎস্য নাহি থাকে অহুসার হীন ॥
 ঋগ, যজু, জবা, ব্যাধি, দুঃখ, আলোচন ।
 সকলি প্রকৃত জ্ঞান শুনহ এখন ॥
 জী পুত্র সংসারেতে না থাকে আসক্তি ।
 পুত্রাদির সুখ দুঃখে নাহি থাকে প্রীতি ॥
 আপনার সুখ দুঃখে নাহি থাকে বোধ ।
 না করে কাহার সঙ্গে কোন ও বিরোধ ॥
 ইষ্টানিষ্ট লাভে যেই সমচিন্ত হন ।
 তাহার প্রকৃত জ্ঞান শুনহে অর্জুন ॥
 একযোগে এক ভক্তি যে করে আমার ।
 জনশূন্য স্থানে বাস ভজনা আমার ॥
 বিষয়ী লোকের সভা না করে গমন ।
 ইহাই প্রকৃত জ্ঞান কহে শ্রুগিগণ ॥
 আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষ আলোচন ।
 গর্বভ্যাগ আদি হয় প্রকৃতই জ্ঞান ॥
 এ সবার বিপরীত অজ্ঞান কথিত ।
 অহিংসা ■ গর্বাদি অজ্ঞান অবিহিত ॥

জ্ঞানের বিষয় শেষ হইল এখন ।
 জ্ঞেয় বস্তু কিবা তাহা করিব বর্ণন ॥
 যাহা হতে মুক্তি লাভ পায় জীবগণ ।
 পরম ব্রহ্ম তিনি সদসংনাহন ॥
 সর্বত্রই হস্তপদ সর্বত্র লোচন ।
 সর্বত্র অবগেন্দ্রিয় শিরঃ ও বাকন ॥
 সকল পদার্থে ব্যাপ্ত যাহার শরীর ।
 পৃথিবীতে জ্ঞেয় তাহা শুন মহাবীর ॥
 ইন্দ্রিয় আধার হয়ে ইন্দ্রিয় বিহীন ।
 সমস্ত পদার্থ যিনি করেন ধারণ ॥
 নিগুণ নির্লিপ্ত হয়ে গুণভোজী হন ।
 সর্বত্রই বিচক্ষণ তিনি জ্ঞেয় হন ॥
 সকলের বাহু তিনি, তিনি অভ্যন্তর ।
 স্থাবর জঙ্গম তিনি অতি ক্ষুদ্রতর ॥
 ক্ষুদ্র হেতু অবিজ্ঞেয় দূর হতে দূরে ।
 জ্ঞানীর নিকটে পুনঃ অজ্ঞানীর বহু দূরে ॥
 কারণে অভিন্ন তিনি কার্যতঃ ভিন্ন ।
 এইরূপে সর্বভূতে অভিয়েও ভিন্ন ॥
 স্থিতিতে পালক তিনি প্রাণে সংহার ।
 অবিজ্ঞেয় তিনি সৃষ্টিতে প্রভাব তাঁর ॥
 সূর্য্যাদি জ্যোতির হন জ্যোতির স্বরূপ ।
 অজ্ঞান ভতীত তিনি জ্ঞানের স্বরূপ ॥
 সকলের বুদ্ধি তিনি জ্ঞান, গম্য, জ্ঞেয়, ।
 একরূপ তাঁহার গুণ হয় পরিমেয় ॥

ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, সব বলিষু এখন ।
 এ তিন শব্দার্থ জানে মম ভক্তগণ ॥
 হইলে বিদিত ইহু জ্ঞান লাভ হয় ।
 মস্তান্বে উপস্থিত হলে মোক্ষ ফল হয় ॥
 প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি উভয় ।
 বিকার ও গুণ সব প্রকৃতি হতে হয় ॥
 সূখ, দুঃখ, মোহ, আদি ইন্দ্রিয় বিকার ।
 সকলই প্রকৃত হতে জান এইবার ।
 কারণই শরীর হয় কারণ ইন্দ্রিয় ।
 ক্রিয়া ও শক্তির মূল প্রকৃতিই হয় ॥
 সূখ দুঃখ ভোগে হয় পুরুষ কারণ ।
 প্রকৃতি পুরুষ ভেদ গুন দিয়া মন ॥
 ক্ষেত্রজ পুরুষ হিত প্রকৃতি মায়ায় ।
 সূখ দুঃখ ভোগ তার সেই হেতু হয় ।
 ত্রিগুণ প্রকৃতি সনে পুরুষ যে রূপ ।
 সদস্য যোনি জন্ম হয় সেইরূপ ॥
 সত্ত্ব রজঃ তমঃ হয় প্রকৃতির গুণ ।
 শুভাশুভ কর্ম করে এই সব গুণ ॥
 সেই কর্মফলে হয় পুরুষ যেমন ।
 বিভিন্ন যোনিতে জন্ম তাহার তেমন ॥
 যদিও সর্বদা থাকে দেহের সহিত ।
 মিশ্রিত না হয় তবু দেহের সহিত ॥
 সে পুরুষ আত্মা নামে অভিহিত হয়
 বস্তুর থাকিয়ে সেই উপাধি হয় ॥

সেই ভক্তা সেই ভোক্তা, সেই মহেশ্বর ।
 ক্রুতিতে আখ্যান এই গুন নৃশবর ॥
 পরমাত্মা নাম তার ক্রুতিতে কখন ।
 অক্ষয় অব্যয় ইহা জানে সৰ্বজন ॥
 ক্ষেত্রজ পুরুষে যেন জানে এই মত ।
 প্রকৃতির সুখ দুঃখ হয় অবগত ।
 যদিও সৰ্বথা সেই থাকে বিত্তমান ।
 পুনর্জন্ম লাভ তার না হয় কখন ॥
 কেহবা ধ্যানেন্তে হয় আত্মা অবগত ।
 সাংখ্যযোগে কেহ আত্মা হয় অবগত ॥
 কেহবা কর্মের যোগ করিয়ে পালন ।
 আপন দেহেতে করে আত্মার দর্শন ॥
 আত্ম সাক্ষাৎকার লাভে যেই জন ।
 বুচে যায় মোহ তার জান তপোধন ॥
 সাংখ্যযোগ কর্মযোগ করিলে যে জন ।
 না পায় করিতে যেই আত্মার দর্শন ॥
 গুরু উপদশ সেই করিয়ে শ্রবণ ।
 মৃত্যুময় সংসার সেই করয়ে লঙ্ঘন ॥
 হাবর জন্ম কিম্বা আর উভচর ।
 পরপ্রাণী আছে যত জগৎ ভিতর ॥
 সকল জানিবে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ হইতে ।
 দেহের সংযোগে তারা আছে এ মহীতে ॥
 স্বর পদার্থে যার এক আত্মজ্ঞান ।
 কিল পদার্থ এক আত্মা দর্শন ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

অবিনাশী নির্বিকার ভাবে যেই জন ।
 তিনিই যথার্থদর্শী বলে ঋষিগণ ॥
 সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত রয় ।
 ঈশ্বর স্বরূপ আত্মার দৃষ্ট হয় ॥
 না করে আশ্রয় দ্বারা আশ্রয় হনন ।
 মোহ লাভ হয় তাঁর জ্ঞানহ অর্জুন ॥
 মায়াযের সব কাজ প্রকৃতি করায় ।
 মায়াই প্রকৃতি বশে মদল ঘটায় ॥
 জানিয়ে মায়ার কার্য বিবেকী যে জন ।
 আত্মাকে অকর্তা বলে ভাবে যেই জন ॥
 তিনিই সম্যকদর্শী জ্ঞানী মহাজন ।
 ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার রূপ জানে সেই জন ॥
 সকল প্রাণীই হয় এক আত্মাশ্রিত ।
 একমাত্র আত্মা হতে সকলে বিস্তুত ॥
 সকল প্রাণীই হয় আত্মার স্বরূপ ।
 সাধক সমস্ত দেখে ব্রহ্ম স্বরূপ ॥
 অনাদি নিগুণ ইহা অনন্ত অব্যয় ।
 পরীক্ষা থেকেও ইহা লিপ্ত নাহি হয় ॥
 অনন্ত আকাশ যেন সর্বত্র ব্যাপয়ে ।
 অসঙ্গ স্বভাব হেতু মনোনা বিধয়ে ॥
 সেই রূপে আত্মা হয় অনন্ত অব্যয় ।
 দেহেতে থাকিয়ে আত্মা লিপ্ত নাহি হয় ॥
 স্থায়ী যেন সর্ব জগৎ করয়ে প্রকাশ ।
 ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা করে ক্ষেত্রের বিকাশ ॥

ক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রজ যিনি জানেন একপু ।
জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখে বি'ভিন্ন অরূপ ॥
মায়া উপশমে, ধ্যানে রত যেই জন ।
কৈবল্য ধামেতে তিনি করেন গমন ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরমার্থ জ্ঞান এবে বলিব অর্জুন ।
তপঃ জপ সব হতে সেই শ্রেষ্ঠ গুণ ॥
সে জ্ঞান সাধনে মুক্ত হয় মুনিগণ ।
মোক্ষলাভ হয় তার বৈকুণ্ঠেশ্বর ॥
সে জ্ঞান রহস্য কথা বলিব এবার ।
করিলে সাধন তার তরিতে সংসার ॥
সাধক যখন করে জ্ঞান সাধন ।
মম সহ অভিন্নতা লভয়ে তখন ॥
সৃষ্টিকালে জন্ম, আর প্রলয়েতে লয় ।
কিছুই না হয় তাঁর জানিও নিশ্চয় ॥
প্রকৃতি মায়াই হয় গর্ভাধান রূপ ।
তাহা হতে সর্বপ্রাণী উদ্ভূত এরূপ ॥
পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যত রূপ হয়
দৈবগণ, দেবগণ, যত জীব ॥

মায়াহতে উৎপন্ন সবার শরীর ।
 মায়ী মাতা, আমি পিতা শুন মহাবীর ॥
 ময়, রজঃ, তমঃ, গুণ প্রকৃতিতে হয় ।
 বন্ধন য়ে তারা জীবাত্মা অব্যয় ॥
 হে নিষ্পাপ, পরম্পর ! সৰ্ব গুণাকর ।
 সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ হয় এ তিন ভিতর ॥
 নির্মল, পবিত্র, শান্ত, সত্ত্বগুণ ধরে ।
 সেহেতু মানবগণ সুখলাভ করে ॥
 সুখ, জ্ঞান, সঙ্গ জাবে করয়ে বন্ধন ।
 সত্ত্বগুণে এই হয় শুন মহাশুন ॥
 কামনা, আসক্তি হয় রজঃ গুণ হতে ।
 কর্মগল দ্বারা জীব নিবদ্ধ ইহাতে ॥
 তৃষ্ণা, ও আসঙ্গ, ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ।
 রজোগুণ এই সবে বলশালী হয় ॥
 অজ্ঞান হইতে জগো, শেষ তমোগুণ ।
 প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, এই হয় গুণ ॥
 এসব গুণেতে কবে জীবের বন্ধন ।
 মোহপ্রাপ্ত হয় জীব জানে সর্বজন ॥
 সত্ত্বগুণ জীবগণে সুখদান করে ।
 রজঃগুণ কাম, তমঃ অন্ধকার করে ॥
 জ্ঞান আচ্ছাদন করি প্রমাদে নিরত ।
 একবারে মাহুয়ের করে দেয় হত ॥
 সবার প্রকৃতি এই তিন গুণ ধরে ।
 হুই পরাভবে এক উচ্চভাব ধরে ॥

বজ্রঃ তমঃ নত হয়ে, সব শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সব তম দূরে গেলে, বজ্রঃ শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সব বজ্রঃ দূবে গেলে, তম প্রধান ।
 যখন প্রাবল্য যার, সে হয় প্রধান ॥
 তখন আপন ধর্ম করিয়ে বিকাশ ।
 নিজগুণে মানবেরে করয়ে প্রকাশ ॥
 হইলে ইঞ্জিয় সবে জ্ঞানের প্রকাশ ।
 তখন জানিবে সব জ্ঞানের বিকাশ ॥
 রজোগুণ বুদ্ধি হলে লোভ তার হয় ।
 ক্রোধেতে প্রবৃত্তি, স্পৃহা ও অশান্তি হয় ॥
 তমোগুণ বুদ্ধি হলে শুন ধনঞ্জয় ।
 অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, উৎপন্ন হয় ॥
 উত্তম, বিদ্বৎ, আদি করয়ে বিহীন ।
 তমোগুণে এই সব বুদ্ধি হয় দিন ॥
 সময়ে সময়ে জীব ভিন্নগুণ ধরে ।
 কভু সব কভু বজ্রঃ কভু তমঃ ধরে ॥
 কখন সত্ত্বের বুদ্ধি কভু বজ্রঃ হয় ।
 উভয়ই নত হলে তমঃ বুদ্ধি হয় ॥
 যখন দেহেতে হয় সত্ত্বের উদয় ।
 তখন মানব যদি মৃত্যুমুখে হয় ॥
 নির্মল লোকেতে গতি সর্বলোক কর ।
 নশ্বর হইবে তাহা শুন ধনঞ্জয় ॥
 ব্রহ্মগুণ বুদ্ধি কালে মৃত্যু যদি হয় ।
 নির্গাধিকারী নরশোভি তাহার ঘটয় ॥

তমোগুণবুদ্ধি কালে দেহান্ত যদি হয় ।
 পশ্যাদি যোনিতে তার জনম নিশ্চয় ॥
 সাত্বিক ধর্মের ফল, সুখ নিরমল ।
 রাজসিক ধর্মোতে জীব পায় দুঃখ ফল ॥
 তামস ধর্মের ফল প্রমাদ অজ্ঞান ।
 মুনিগণ এইরূপে করে ব্যাখ্যা দান ॥
 সবহতে জ্ঞান হয় রজঃ হতে লোভ ॥
 তম হতে প্রমাদ আর হমাহ হতে ভোগ ॥
 এইরূপে গুণ সব ভিন্ন গুণ ধরে ।
 সব রজঃ তমঃ আদি মানব ভিতরে ॥
 সাত্বিক হইলে উর্দ্ধ লোকোক্তে গমন ।
 রাজসিক নরলোকে অংশয় গ্রহণ ॥
 তমোগুণশালী যারা অধোলোক পায় ।
 একুপ ত্রিগুণ ব্যাখ্যা মুনিগণ কর ॥
 মানব যখন হয় জ্ঞানেতে মগন ।
 বিবেক আসিয়া জুটে তাহার তখন ॥
 সত্যাদি গুণেতে লোক কার্যে হয় রত ।
 অস্ত্র কেহ কর্তা নাই এই অভিমত ॥
 একুপ যখন তার হয় জ্ঞানোদয় ।
 আত্মাকেও গুণাতীত মনে তার হয় ॥
 ব্রহ্মভাব লাভে জীব তখন নিশ্চয় ।
 আত্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মলাভ হয় ॥
 এই তিন গুণ হয় দেহের কারণ ।
 ইহাদের পরিহার করে যেই জন ॥

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ করি অতিক্রম ।
 লভে জীব মোক্ষধাম আনন্দ পুরম ॥
 এই তিন গুণ যারা হয়েন অতীত ।
 কিরূপ তাঁদের চিহ্ন আচার নিশ্চিত ॥
 কিরূপে বা অতিক্রম করে তিন গুণ ।
 বলহ বিস্তারি মোরে তুমিহে নিগুণ ।
 ভগবান বলিলেন শুনহে অর্জুন ।
 গুণাতীত কারে বলে করিব বর্ণন ॥
 জ্ঞানের বিকশি যখন মানবের হয় ।
 প্রযুক্তি মোহীদি সব হইলে উদয় ॥
 বিদেষ তাঁদের প্রতি না হয় যাঁহার ।
 আকাঙ্ক্ষাও নাহি হয় তাহা ঘূচাবার ॥
 সেরূপ মহাত্মা হয় গুণাতীত জন ।
 বেদেতে এরূপ বলে শুন মহাজন ॥
 সর্বকাৰ্য্যে উদাসীন ভাবে অবস্থিত ।
 সৰ্ব্বাদি গুণেতে নাহি করে বিচলিত ॥
 গুণ পরম্পরা যোগে সব কাজ হয় ।
 এরূপ ভাবিয়া যিনি থাকেন নিশ্চয় ॥
 গুণাতীত তিনি হন, অতীব সুধীর ।
 তাহার নিলিপ্ত আত্মা শুন মহাবীর ॥
 সুখে দুঃখে সমজ্ঞান স্বরূপেতে স্থিতি ।
 প্রসন্ন কাঞ্চনে কিম্বা সগ অমৃভূতি ॥
 প্রিয় বা অপ্রিয় হয় উভয় সমান ।
 দ্বিজের প্রশংসা কিম্বা নিদ্র নিন্দা জ্ঞান ॥

এসব বিষয়ে যার তুল্য জ্ঞান হয় ।
 তিনি হন গুণাতীত শুন ধনঞ্জয় ॥
 মান অপমানের যার হয় সমজ্ঞান ।
 শত্রু মিত্র দুই হয় একই সমান ॥
 সর্বীরক্ত-পরিত্যাগী যেই মহাজন ।
 তিনি হন গুণাতীত সবার ভাজন ॥
 একভক্তি যোগে যেই মম সেবা রত ॥
 মম ভক্ত গুণত্রয় কররে অতীত ॥
 ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করে সেই জন ।
 ব্রহ্মলাভ করে তিনি গুণাতীত হন ॥
 ব্রহ্মরূপ আমি হই অনুত অব্যয় ।
 চিবন্তন ধর্ম আমি সৃষ্টির আলয় ॥
 এইরূপে মোরে ভক্তি করে যেই জন ।
 গুণাতীত তিনি হন মুক্তির ভাজন ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সংসার অশ্বখ তরু তুলনা ইহার ।
 উর্দ্ধদিকে মূল তার বৃক্ষের আধার ॥
 অধোগতি শাখা হয় বৃক্ষের এরূপ ।
 কর্মকান্ড বোদ হয়, পত্রের স্বরূপ ॥
 সংসার অশ্বখ ভাবেষে হন বিদিত ।

বেদবেত্তা নাম ধরে কহেন পণ্ডিত ■
 সব রজঃ গুণে তার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥
 সলিল সেচনে যেন তরু বৃদ্ধি হয় ।
 ইন্দ্রিয় বিষয় সব প্রবল ভাবধরে ।
 তরুর পল্লব যেন অতি শোভা ধরে ॥
 শাখা সব অধঃ হয় পশুযোনি মত ।
 উর্দ্ধদিকে দেবযোনি এই অভিমত ॥
 সংসারেতে যেই জন পুণ্য কৰ্ম করে ।
 সংযোনিতে জন্ম লয়ে দেবযোনি ধরে ॥
 সেইরূপ যেই জন পাপে রত হয় ।
 পশুযোনি জন্ম তার হইবে নিশ্চয় ॥
 কৰ্মফল হৈতু সব মুক্তি নাহি পায় ।
 পাপ, পুণ্য উভয়েই ইচ্ছা হতে হয় ॥
 না থাকিলে কৰ্মফল জনম না হয় ।
 কামনা হইতে পাপ পুণ্যেব উদয় ॥
 সংসারবাসীর পক্ষে বিষম সংসার ।
 কিবা রূপ, কোথা অন্ত, আদি, মধ্য, তার ॥
 কিছুই জানেনা তারা সংসার কেমন ।
 কে রূপে সংসার বৃক্ষ করিবে ছেদন ॥
 গাত্র বৈরাগ্য শস্ত্রে ইহার ছেদন ।
 অক্ষজ্ঞান লভিবারে করিবে যতন ॥
 ম ব্রহ্ম লভিলে জীব জন্মে নাহি আর
 ন্যজ্ঞানান্তর ক্লেশ ঘুচে যায় তার ॥
 সংসার প্রবৃত্তি মিনি করেন প্রদান ।

সেই আদি পুরুষের লইবে শরণ ॥
 মান, মোহ, অহঙ্কার, না থাকিবে আর ।
 আসক্তিপূত্র, হয়ে পরমার্থ বিচার ॥
 অর্থ, কৃৎসে, সমুজ্জান নিষ্কাম যে হয় ।
 তিনিই অব্যয় পদ লভেন নিশ্চয় ॥
 ঐরূপ অব্যয় পদ লভে যেই জন ।
 না লভে জনম সেই তত্ত্ববেত্তা জন ॥
 চক্ষু, শ্রুতি, অগ্নি যাহা না করে প্রকাশ ।
 ব্রহ্মপদ তাহা হয় অসং স্বপ্রকাশ ॥
 সম অংশে জগা লয় যত জীবগণ ।
 পঞ্চেন্দ্রিয় (৩) মন আদি করে আকর্ষণ ॥
 বায়ু যেন পুষ্প হতে নিক্ত বহে লয় ।
 যেমন কেহই তাহা দেখিতে না পায় ॥
 ঐরূপ জীবাত্মা যবে বহির্গত হয় ।
 মন ও ইন্দ্রিয়গণে বাহিরয় লয় ॥
 পুনরায় অত্র দেহে করয়ে প্রবেশ ।
 ইন্দ্রিয়াদি শক্তিসহ করয়ে প্রবেশ ॥
 জীবাত্মা আশ্রয় করি ইন্দ্রিয়াদিগণে ।
 বিষয়াদি ভোগ করে মনেন্দ্রিয় মনে ॥
 জীবাত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করে ।
 অথবা ইন্দ্রিয় মনে বিষয় ভোগ করে ॥
 বিবেক বিমূঢ় জীব নাহি দেখে তায় ।
 জ্ঞানচক্ষু বিনা তার দেখিতে না পায় ॥
 যোগিগণ জ্ঞান লভে করিয়ে যতন ।

নিজদেহ স্থিত আত্মা করেন দর্শন ॥
 অবিবেকী পুরুষেরা করিলে যতন ।
 আত্মার দর্শন তারা না পায় কখন ॥
 চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিদেব যেন তেজ ধারণ ।
 করিয়া প্রকাশ করে এ তিন ভুবন ॥
 সে তেজ আমার রূপ জানিবে নিশ্চয় ।
 তাহাতে সন্দেহ নাহি কর ধনঞ্জয় ॥
 আমার প্রভাবে পৃথ্বী আছে দৃঢ় হয়ে ।
 জগতের সর্বপ্রাণী রেখেছি ধরিয়ে ॥
 ঋষি রাশির করি আমিই বর্জন ।
 রসযুক্ত সোমরূপে করিয়ে পোষণ ॥
 জঠরাগ্নিরূপে আমি থাকি সর্ব দেহে ।
 প্রাণাপনি বায়ু হয়ে থাকি জীব দেহে ॥
 চতুর্বিধ খাদ্য তাই পরিপাক হয় ।
 অন্তর্যামী রূপে মম সর্বব্যাপ্তি হয় ॥
 সকল হৃদয়ে আমি জীবাত্মা রূপ ধরি ।
 স্মৃতি, জ্ঞান, জীবদেহে আমি দান করি ॥
 আমি হতে তারা পুনঃ লয় প্রাপ্ত হয় ।
 বেদাদিতে মমরূপ অতি বেদ্য হয় ॥
 বেদান্তের অর্থবেত্তা, জ্ঞানদাতা আমি ।
 বেদের প্রকৃত বেত্তা জ্ঞান মোরে তুমি ॥
 ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ নাম ধরে ।
 নশ্বর পদার্থ সব ক্ষর নাম ধরে ॥
 কারণ রূপেতে মায়াক্ষর বলে জানে ।

একপা কথিত হয় শাস্ত্রের বিধানে ॥
 ক্ষর ও অক্ষর মধ্যে উত্তম বেরূপ ।
 উভয় হতে পৃথক হয় পরমাত্মা রূপ ॥
 পরমাত্মা সর্বজীবের করয়ে পালন ।
 অব্যয় ঈশ্বর তিনি জানে সাধারণ ॥
 ক্ষর হতে অতীত আমি অক্ষর প্রধান ।
 পুরুষোত্তম নাম ধরি জানে লোকগণ ॥
 মোহ, মায়া, চিত্ত হতে ঘুচিয়াছে যার ।
 পুরুষোত্তম নামে আমি বিদিত তাহার ॥
 সর্বজ্ঞানী তিনি হন ভক্তি যোগে রত ।
 আমার প্রকৃত সেবা তাঁর অভিমত ॥
 তোমার নিকট শাস্ত্র করিষু কীৰ্ত্তন ।
 এ গুহ্য রহস্য শাস্ত্রে দাও তুমি মন ॥
 বিদিত হইল যিনি এই সব জ্ঞান ।
 কৃত্যকৃত্য হন তিনি গতি আত্মজ্ঞান ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

দৈবী সম্পদ কারে বলে কহ নারায়ণ ।
 কাহাদের হয় ভোগ বল মহাজন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন পুনঃ শুনহে অর্জুন ।
 দৈবী সম্পদ নাম ধরি যে সুকল গুণ ॥

চিত্ত প্রসন্নতা, আর জ্ঞানযোগে স্থিতি ।
 দান, দম, যজ্ঞ, তপ, অভয় প্রভৃতি ॥
 ব্রহ্মযজ্ঞ, সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ ।
 সত্য, ত্যাগ, শান্তি আর অকপট বোধ ॥
 পরনিন্দা পরিত্যাগী, সর্বভূতে দয়া ।
 নিৰ্লেভতা, অচাপল্য, লজ্জা, ও যুত্বতা ॥
 তেজ, ক্ষমা, শৌচ, ধৃতি, বিজ্ঞোহ-বিহীন ।
 অভিমানী নাহি হয় আর হিংসাহীন ॥
 এ সকল সত্ত্ব গুণে, প্রকৃতি যাহার ।
 এসব দৈবী সম্পদ জানিও তাহার ॥
 সত্ত্বগুণ প্রকৃতি লয়ে হইলে জনম ।
 সাধু সুখ করে ভোগ, প্রিয় হয় মম ॥
 দম্ভ, দর্প, প্রগল্ভাদি, ক্রোধ, অভিমান ।
 নিষ্ঠুর পাষণ্ড ভাব প্রভৃতি অঙ্গান ॥
 অশুভ বাসনায় হলে জনম গ্রহণ ।
 আশুরী সম্পদ পায় সে মানবগণ ॥
 এ সকল গুণ হয় রজঃ তমঃ হতে ।
 হে পার্থ ! এ সব হয় অশুভ যোনিতে ॥
 দৈবী সম্পদ হয় মোক্ষের কারণ ।
 আশুরী সম্পদ হয় বন্ধন কারণ ॥
 হে পার্থ ! দৈবী সম্পদে জনম তোমার ॥
 তবে কেন শোক তুমি করহ আবার ॥
 এ জগতে অশুর দেব দুই স্রষ্ট হয় ।
 ইহলোকে প্রাণী সব এইরূপ হয় ॥

দৈব সর্গের কথা করেছি বিস্তার ।
 এক্ষণে অসুর সর্গ বলিব এবার ॥
 শুনহে পণ্ডব তুমি শুন দিয়া মন ।
 অসুর স্বভাব কথা করিব কীর্তন ॥
 ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি, কিম্বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি ।
 শৌচ, আচার, কিম্বা সত্য, গুণ, প্রভৃতি ॥
 অসুরী মানবগণ কিছু নাহি জানে ।
 অসুর স্বভাব তারা কিছু নাহি মানে ॥
 তাহাদের নাহি আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ।
 অবিবেক সব তারা সকলো অজ্ঞান ॥
 বেদাদি পুরাণ সব কিছু নাহি মানে ।
 জগৎ অসত্য ভাবে তাহদের অজ্ঞানে ॥
 ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এই জগৎ বিশাল ।
 সত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্র, সূর্য্য, কাল ॥
 ঈশ্বর সবার কর্তা ব্যবস্থা নিধান ।
 কিছুই মানে না তারা আপনি প্রধান ॥
 জী পুরুষ সহযোগে যেমন সন্ততি ।
 তেমনি জগৎ হয় স্বভাবে উৎপত্তি ॥
 অত্র কারণ কিছু নাহি আছে এতে ।
 না আছে ঈশ্বর রূপী কর্তা এ জগতে ॥
 নষ্ট আত্মা স্বল্পবুদ্ধি ঐ মানবগণ ।
 উৎকর্ষা হয়ে করে মানব নিধন ॥
 জগৎতর মন্দ হেতু শত্রু তারা হয় ।
 হিংসাতে সতত রত শুন ধনঞ্জয় ॥

কামনা তাদের কভু না হয় পূরণ ।
 দম্ভ, মান, মদে মত্ত সে অসুরগণ ॥
 মোহেতে আবদ্ধ হয়ে অশুচি ব্রত হয় ।
 বিবেকবিহীন তারা অপবিত্র রয় ॥
 বেদ বিরুদ্ধ কর্ণে প্রবৃত্ত হয় তারা ।
 বেদের বিহিত কৰ্ম্ম মানে নাহি তারা ॥
 কেবল মরণ পর্য্যন্ত আছে এই স্থিতি ।
 একপ চিন্তাতে তারা করে অবস্থিতি ॥
 ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ তাদের বাসনা ।
 তাহাই যথার্থ সুখ তাহাই কামনা ॥
 আশাপাশে বদ্ধ তারা কাম-ক্রোধ-মুত
 বিষয় ভোগের জগ্গি অশ্রায় সংযুক্ত ॥
 ভোগেচ্ছায় করে তারা ধনের হরণ ।
 জগতে অসুর যারা তারাই এধন ॥
 ইহলোকে সুখভোগে মত্ত হয় তারা ।
 পরলোক আছে মনে ভাবে নাই তারা ॥
 অশ্রু হল ধন লাভ কল্য পুনঃ হবে ।
 মনোরথ তাহাদের শীঘ্র পূর্ণ হবে ॥
 এই ধন মম গৃহে পূর্বেতে সঞ্চিত ।
 পুনঃ হবে তাহা পুনঃ অত্যন্ত বর্দ্ধিত ॥
 আমি আজ এই শক্র করিয়াছি নাশ ।
 অশ্রু শক্র পুনঃ আমি করিব বিনাশ ॥
 আমিই ঈশ্বর হই আমি ভোগী আরী ।
 আমি বশী আমি সুখী সিদ্ধ বারবার ॥

অশুর প্রকৃতি লোক এই ভাবে মনে ।
 সব গুণ লাহি থাকে তাহাদের মনে ॥
 আমার সমান কেহ নাহি পৃথিবীতে ।
 ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমিই মহীতে ॥
 সকলের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিব সাধন ।
 দান করি আছাদিতে হইব মগন ॥
 ঘোষিবে সকলে যশঃ করিবে কীর্তন ।
 অশুর মানবগণ ভাবয়ে এমন ॥
 একভাবে তাহাদের চিত্ত নয় স্থির ।
 নানান্ সঙ্কল্প হেতু সর্বদা অস্থির ॥
 ভ্রমেতে জড়িত, শূন্য হিতাহিত জ্ঞান ।
 বিষয়ে আসক্ত, করে গাপ আচরণ ॥
 একপে অজ্ঞান পথে হইয়ে মগন ।
 অবশেষে করে তারা নরকে গমন ॥
 আপনিই তারা হয় সন্ধান ভাঙ্গন ।
 বৃথা অভিমানে করে যজ্ঞ অচুষ্ঠান ॥
 বেদের বিহিত যজ্ঞ ইহা নাহি হয় ।
 কৰ্মা নিষ্ঠা নাহি থাকে বৃথা নাম হয় ॥
 অহঙ্কার বল দৰ্প (৩) কন্দৰ্প মোহিত ।
 হিংসা ঘেয রত হয়ে ক্রোধে বশীভূত ॥
 অশুর পুরুষগণ অবজ্ঞা করে মোরে ।
 নিজ (৩) অন্ত দেহ স্থিত আত্মারূপী মোরে ॥
 জুলদেষ্ঠা তারা সব নরাধমগণ ।
 নিষ্ঠ্য করে অশুভকর্মোৎপাদন ॥

কর্ম অনুসারে তার হইবে পতন ।
 সর্প ব্যাঘ্র যোনিতে করয়ে গমন ॥
 অশুর যোনিতে হলে, জনম গ্রহণ
 অবिवেকহেতু তার নরকে গমন ॥
 জনম জনম তার অধোগতি হয় ।
 অবিবেকহেতু সেই না লভে আশায় ॥
 কাম, ক্রোধ, লোভ, হয় নবকারণ ।
 এদের প্রভাবে হয় নরকে গমন ॥
 পুর্ণের গমন পথ, এরা করে রোধ ।
 নরকের দ্বার হয় এই সম বোধ ॥
 এতিন ত্যজিবে নিত্য যত সুধিগণ ।
 নচেৎ তাদের কভু না হয় কল্যাণ ॥
 এই তিন পরিত্যাগ করে যেই জন ।
 শ্রেষ্ঠ গতি লভে, করে শ্রেয়ঃ সে সাধন ॥
 অধম যোনিতে কি স্বা নরকে গমন ।
 নাহি হয় তার রিপু করিলে দমন ॥
 শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যেই জন ।
 স্বেচ্ছাচারী হয়ে করে কর্মের সাধন ॥
 সে জনের চিত্ত কভু শুদ্ধ নাহি হয় ।
 ইহলোকে সুখ, স্বর্গ, মোক্ষ, নাহি পায় ॥
 শাস্ত্রই প্রমাণ হয় কার্য্য নিরূপণে ।
 অধিকার অনুসারে জানে সর্বজনে ॥
 শাস্ত্রের ব্যবস্থা তুমি হইয়ে বিদিত ।
 তোমার কর্তব্য কার্য্য হও তুমি রত ॥

শাস্ত্রবিধি লভ্যনে অধোগতি হয় ।
অসৎ যোনিতে জন্ম, জ্ঞানহ নিশ্চয় ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ত্রিবিধ মানব আছে জগৎ মাঝারে ।
দেব, অশুর, মধ্যস্থ এ তিন প্রকারে ॥
একে একে তাহাদের ক্রিয়া বর্ণন ।
এ তিনের শ্রেষ্ঠ কেবা বলহ এখন ॥
শাস্ত্রবিধি জানে কিন্তু শ্রদ্ধা নাহি আছে ।
স্বৈচ্ছায় করয়ে কাজ সংসারের মাঝে ॥
একপে বাহারা কর্ম করে আচরণ ।
অশুর মীনব বলে তাহাদের গণন ॥
শাস্ত্রবিধি যারা সব, আছয়ে বিদিত ।
সেইরূপ জ্ঞানে কর্ম করে আচরিত ॥
দেবতুল্য তারা হয়, পৃথিবী ভিতর ।
শ্রেষ্ঠ বলি গণি তারা জগৎ ভিতর ॥
আর এক সম্প্রদায় আছে হে কেশব ।
স্বৈচ্ছায় করে কাজ শাস্ত্রবিধি জানে সব ॥
অলসে, উদাসে, কাটায় সারা দিন ।
শাস্ত্র বিধি অনুসারে না কাটায় দিন ॥
স্বৈচ্ছায়, শ্রদ্ধাতে, কিছু করে অনুষ্ঠান ।
দেবাসুর, দুই ভাব করে আচরণ ॥

এইরূপ জনগণ কিরূপ আচারে ।
 শাস্ত্রবিধি নাহি মানে স্বেচ্ছাচারু করে ॥
 অথচ শ্রদ্ধাতে তারা করয়ে পূজন ।
 একরূপ জনের নিষ্ঠা কহ জনাৰ্দ্দন ॥
 সৰ্ব রজঃ তমঃ মধ্যে কোন গুণ ধরে ।
 কোন গুণ শ্রেষ্ঠ হয় সেই নিষ্ঠা জিতরে ॥
 প্রকৃতি প্রভেদ হেতু শ্রদ্ধা ভিন্ন হয় ।
 বর্ণিব তাদের নিষ্ঠা শুন ধনঞ্জয় ।
 পূৰ্ব্বজন্ম কৰ্মফলে প্রকৃতি লাভ করে ।
 সেই মত এই জন্মে সেই গুণ ধরে ॥
 সৰ্ব রজঃ তমঃ গুণ পূৰ্ব্বজন্মার্জিত ।
 লভয়ে এ জন্মে তিনি যেকরূপ আচরিত ॥
 একরূপ প্রকৃতি গুণে তাদের স্বভাব ।
 ভিন্ন ভিন্ন গুণ হেতু ভিন্ন ভিন্ন ভাব ॥
 সে সব বৃত্তান্ত আজি কবিব বর্ণন ।
 হে অৰ্জুন তুমি তাহা শুন দিয়া মন ॥
 যে প্রাণীর যেকরূপ অস্তঃকরণ হয় ।
 সেই মত তাহাদের শ্রদ্ধা তজ্জি রয় ॥
 মনের বৈচিত্র্য গুণে শ্রদ্ধার প্রভেদ ।
 সৰ্ব রজঃ তমঃ গুণে ভিন্ন ভিন্ন ভেদ ॥
 সকল মানবগণ শ্রদ্ধা গুণ ধরে ।
 সৰ্ব রজঃ তমঃ গুণে ভিন্ন ভাব ধরে ॥
 যাহার যেকরূপ শ্রদ্ধা হয়েন সেকরূপ ।
 সৰ্ব রজঃ তম আদি গুণের স্বরূপ ॥

সাত্বিক গুণেতে লোকে দেবতা পূজয় ।
 শাস্ত্রহেতু তাহাদের হয় জ্ঞানোদয় ॥
 রক্ত আদি দেবগণে করে আরাধন ।
 আপন্ন স্বভাব জাত শ্রদ্ধার কারণ ॥
 কুবেরাদি ষষ্ঠ, রক্ষ, পুঞ্জ যেই জন ।
 রাজসিক নাম ধরে সে মানবগণ ॥
 ভূত, প্রেত, আদি যারা করয়ে পূজন ।
 তমোগুণে অভিভূত তারা সর্বজন ॥
 বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, যার নাহি দেয় বিধি ।
 এমন অবিধি যেই করে নিজ বিধি ॥
 শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মতে করয়ে গমন ॥
 আপন ইচ্ছার মতে করে আচরণ ॥
 অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্শায় রত ।
 কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, দম্ব, আদি রত ॥
 উপবাস, অনাহারে, দেহে দেয় ক্লেশ ।
 মম আজ্ঞা লভিয় যেই করে বহু ক্লেশ ॥
 বেদবিধি নাহি মানে বিবেকবর্জিত ।
 বিবেকবিহীন হয়ে শ্মুখেতে বঞ্চিত ॥
 পরলোকে তাহাদের অধোগতি হয় ।
 ক্রুর কর্মে রত তারা অশুর নিশ্চয় ॥
 সকল প্রাণীর হয় ত্রিবিধ আহার ।
 যজ্ঞ, তপ দানাদিও সে তিন প্রকার ।
 আহার ত্রিবিধ হয় করিব বর্ণন ।
 জিতেন্দ্রিয় হে ভারত । জন দিয়া ॥

যে আহারে পরমাণু অতি দীর্ঘ হয় ।
 যাহাতে শরীর ছঃখ বিদূরিত হয় ॥
 দুর্বলে সবল করে আরোগ্য লাভ হয় ।
 পীড়া কভু নাহি তাহে জন্মে নিশ্চয় ॥
 যে বস্তু ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় ।
 ভোজনেতে রুচি হয় স্বাদু, শিষ্ট হয় ॥
 শরীরে যাহার ক্রিয়া বহুক্ষণ রয় ।
 দর্শনে, আহারে, কিম্বা মন ভাল হয় ॥
 এরূপ আহারই সব সাধিক ভাব ধরে ।
 সব গুণশালী লোকে এইরূপ করে ॥
 কটু, অম্ল, লবণাদি, অতি রুক্ষ হয় ।
 অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রদাহ করয় ॥
 ছঃখ, শোক, রোগ, আদি জন্মে তাহায় ।
 সেরূপ আহার লোকে রাজমুঁক কয় ॥
 যে খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গ্রহণ হয় গত ।
 বিগুণ হয়েছে রস অভক্ষ্য, পর্য্যুষিত ॥
 দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট, আর অপবিত্র, হয় ।
 সেরূপ আহার লোকে তামসিক কয় ॥
 ফলের আকাজকা যিনি করয়ে বর্জন ।
 অবশ্য কর্তব্য বোধে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
 তাহাই সাধিক যজ্ঞ গুণেহে অর্জুন ।
 ইহাতে চিত্তের শুদ্ধি; জগে সম্বৎসর ॥
 স্বর্গফললাভহেতু যেই যজ্ঞ হয় ।
 মহত্বপ্রকাশহেতু অনুষ্ঠিত হয় ॥

রাজসিক যজ্ঞ তাহা সর্বলোকে কয় ।
 সাত্ত্বিক যজ্ঞের চেয়ে বহু নিম্নে হয় ॥
 শাক্ত অহুসারে যার নাহি অন্নষ্ঠান ।
 শাক্তের ব্যবস্থা যেই না করে পালন ॥
 ত্রাঙ্গণাদি যেই যজ্ঞ অগ্ন নাহি পান ।
 শাক্তোক্ত যজ্ঞাদি হয় নাই উচ্চারণ ॥
 যণাবিধি দক্ষিণাদি না করে প্রদান ।
 শ্রদ্ধাক্তে যাহার নাহি হয় অন্নষ্ঠান ॥
 তাহাই তামস যজ্ঞ মুনির্গণ কয় ।
 একপ যজ্ঞের কোন নাহি ফলোদয় ॥
 দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ, আদির পূজন ।
 সত্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা করণ ॥
 শারীরিক তপঃ সব সহজেই হয় ।
 শবীরীর শ্রদ্ধা এতে জনমে নিশ্চয় ॥
 যে কথা শুনিতে দুঃখ নাহি হয় কার ।
 সত্য, প্রিয়, হিতবাক্য কথনে তৎপর ॥
 শ্রোতার ক্রতিতে যাহা সুখকর হয় ।
 শাক্তের নিয়ম মতে বেদ পাঠ হয় ॥
 বাক্ শক্তি দ্বারা হয় এ সকল তপঃ ॥
 এ সকল শুদ্ধ তপঃ শুন পরন্তপ ॥
 বিষয়ের চিন্তাহেতু চিন্তা নাহি যার ।
 তজ্জন্ম ব্যাকুল চিত্ত নাহি হয় যার ॥
 মনের নিগ্রহ আর মৌন ভাব হয় ।
 কাম ক্রোধ নিবৃত্তিতে চিত্ত শুদ্ধি হয় ॥

ছল কপটাদি যেই করে পরিহার ।
 মানসিক তপঃ বলি ব্যাখ্যা করে তাঁর ॥
 একমনে ব্রহ্মাসহ ফলশূন্য হয়ে ।
 পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপঃ চিত্তশুদ্ধি হয়ে ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি অনুষ্ঠিত হয় ।
 তাহাই সাত্ত্বিক ভান্ন সুমিজন কয় ॥
 সম্মান ও যশঃ হেতু হলে অনুষ্ঠিত ।
 রাজসিক সেই তপঃ জানিবে নিশ্চিত ॥
 ইহলোকে এই তপঃ করে ফল দান ।
 চঞ্চল নিতান্ত ইহা অমিষ্টিত জ্ঞান ॥
 জ্ঞানহীন হয়ে যেই দেহে দেয় ক্লেশ ।
 অপর বিনাশহেতু করে তপঃ ক্লেশ ॥
 একপ তপস্তা যেই করে অনুষ্ঠান ।
 তাহাই তামস তপঃ হয় অনুষ্ঠান ॥
 কৃত্যের অনুরোধে যাহা হয় দান ।
 দেশ, কাল, পাত্রভেদে করয়ে প্রদান ॥
 প্রতি উপকার আশা নাহি থাকে যার ।
 একপ সাত্ত্বিক দানে অতি উপকার ॥
 প্রত্যাশার আশায় যাহা হয় দান ।
 স্বগাদি কামনা ফলে যেই হয় দান ॥
 অথবা ক্লেণের সহ যেই দান হয় ।
 রাজসিক দান তাহা মৰ্কটলোকে কয় ॥
 দেশ কাল পাত্র যদি যোগ্য নাহি হয় ।
 একপেতে দান কথ্য উচিত না হয় ॥

শুদ্ধমনে মিষ্টবাক্যে করিবেক দান।
 অধিক্তা ঘৃণার সহিত না করিবেক দান ॥
 ইহার অন্তথা হলে তামসিক কয়।
 দানের অধম ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 ওঁ তৎসৎ বাক্যে হয় পরব্রহ্ম নাগ।
 প্রাচীন মহর্ষিগণ করে এই নাম ॥
 ওঁ নামেতে মুনিগণ পরব্রহ্ম কয়।
 ঋতিতে কথিত ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 জগৎ কারণ হেতু শ্রেষ্ঠ নাম ধরে।
 মুনিগণ তৎশব্দে অভিহিত করে ॥
 পরমার্থ শ্রেষ্ঠহেতু সৎশব্দ হয়।
 পরব্রহ্ম এই হেতু তিন নাম হয় ॥
 প্রজাপতি যবে সৃষ্টি করয়ে জগৎ।
 স্মরণ করেন আগে ওঁ তৎসৎ ॥
 ব্রহ্মাদি দ্বর্জা ও করণ রূপ বেদ।
 কর্মরূপ যজ্ঞ এই সৃষ্টিতে প্রভেদ ॥
 একপেতে প্রজাপতি করিয়ে সৃজন।
 ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মনাম করে উচ্চারণ ॥
 এই হেতু যাঁরা হন বেদবেত্তাগণ।
 শাস্ত্রমত যাগ যজ্ঞ তপঃ আরাধন ॥
 যখন করেন তাঁরা কার্য্য আচরণ।
 কার্য্যের প্রারম্ভে করেন ওঁ উচ্চারণ ॥
 সুমুগ্ধ মানব যবে কয় আচরণ।
 যাগ যজ্ঞ তপঃ আদি কবে আরাধন ॥

ফলের কামস্য ত্যাগ করয়ে তখন ।
 কার্যের প্রারম্ভে করে তৎ উচ্চারণ ॥
 বিষয়ের অস্তিত্ব হেতু হলে নানিহান ।
 কিম্বা যবে নাহি থাকে শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান ॥
 বিবাহাদি মঙ্গল কাজ করয়ে যখন ।
 সকল মহাত্মা করে “সৎ” উচ্চারণ ॥
 একপে তাদের হয় পাপের খলন ।
 থাকিলে কোনও দোষ যায় সংশোধন ॥
 মহাত্মারা যাগ যজ্ঞ করয়ে যখন ।
 কিম্বা তপঃ দান আদি কার্য আচরণ ॥
 ভগবৎ প্রীতিহেতু কর্ম আচরণ ।
 সর্বত্রো করয়ে তারা সৎ উচ্চারণ ॥
 অশ্রদ্ধাতে যদি হয় যজ্ঞ তপঃ দান ।
 কিম্বা অন্ত কর্ম কেহ করে অশ্রুতান ॥
 সকলি ‘অসৎ’ বলে সর্বলৌকিক কল্প ।
 শ্রদ্ধাহীন কোন কার্যে ফল নাহি হয় ॥
 ইহলোকে পরলোকে নাহি কিছু ফল ।
 অশ্রদ্ধা সকল করে তাহার বিফল ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন বলেন এবিধ হে কেশিনিম্নদন ।
সন্ন্যাসত্যাগের ভেদ করহ কথন ॥
জানিতে আমার ইচ্ছা হল স্থায়ীকেশ ।
কৃপা করে বল মোরে করিয়া বিশেষ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুনহে অৰ্জুন ।
সন্ন্যাসত্যাগের কথা করিব বর্ণন ॥
ফলহেতু যেই কর্ম অমুষ্ঠিত হয় ।
ভববন্ধনহেতু তাহা মুক্তি নাহি হয় ॥
কাম্য কর্ম যদি নাহি হয় অমুষ্ঠান ।
কাম্য কর্ম ফল যেই করয়ে বর্জন ॥
হৃদয়দর্শী বলি তাঁরে সন্ন্যাস কথন ।
কর্মফল মাত্র ত্যাগে ত্যাগের বর্ণন ॥
বুদ্ধিমান যেন করে দোষের বর্জন ।
কর্ম করিবে ত্যাগ কহে বিচক্ষণ ॥
যজ্ঞ দান তপঃরূপ কর্ম আচরণ ।
কেহ বলে কভু নাহি করিবে বর্জন ॥
কর্মত্যাগ তিনরূপ জানিবে অৰ্জুন ।
আমার সিদ্ধান্ত তাহা করহ শ্রবণ ॥
যজ্ঞ দান তপঃ আদি করিবে পালন ।
কভু নাহি তাহাদের করিবে বর্জন ॥

কাগমা ত্যজিয়ে কর্ম করিলে সাধন ।
 হইবেক চিত্তশুদ্ধি জান তপোধন ॥
 যজ্ঞ দান তপঃ যবে হবে অনুষ্ঠান ।
 ত্যজিবে তাদের তুমি কঁটা অভিমান ॥
 স্বর্গাদি কামনা ফল করিবে হে ত্যাগ ।
 মম মতে জান ইহা হয় শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ॥
 নিত্য কর্ম কোন মতে না করিবে ত্যাগ ।
 মোহ বশে হলে হয় সে ভ্রামস ত্যাগ ॥
 নিত্য কর্ম পরিত্যাগ উচিত না হয় ।
 নিত্য কর্ম অনুষ্ঠিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় ॥
 বেদমতে নিত্যকর্মে মোক্ষলাভ হয় ।
 ধর্মের সাধন জন্ম কর্তব্যই হয় ॥
 কর্ম অনুষ্ঠান যার কষ্টকর চর ।
 কায়িক ক্লেশের ভয়ে কর্মেতে বর্জয় ॥
 তাহাই রাজস ত্যাগ জান হে ভারত ।
 সে ত্যাগের কোন ফল না আছে ভারত ॥
 কর্তব্য জানিয়ে কর্ম কর অনুষ্ঠান ।
 না রেখে আসক্তি তাহে করহ সাধন ॥
 কর্মফলে নাহি আশা থাকিবে যাহার ।
 তাহাই সাত্বিক ত্যাগ হইবে তাহার ॥
 একপে সাত্বিক ত্যাগ করয়ে যে জন ।
 ত্যাগ ফলে হয় সত্ত্ব গুণের ভাজন ॥
 হুঃখাবহ কার্যেতেও নাহি থাকে ঘেয ।
 স্মৃৎ-কর কর্ম ভাবে নাহি স্মৃৎ লোণ ॥

এইহেতু স্থির বুদ্ধি হয় সেই জন ।
 সুখ দুঃখ মিথ্যা জানে সংশয় বর্জন ॥
 সাত্বিক ত্যাগের হয় তাহাই লক্ষণ ।
 ইহাই অর্জন, তুমি শুন দিয়া মন ॥
 দেহাভিমাত্রী হয় পুরুষ যে জন ।
 ভাগ ঘেব নাহি পারে করিতে বর্জন ॥
 সর্ব কর্ম ত্যাগে সেই সমর্থ নাহি হয় ।
 সেই হেতু কর্মফলত্যাগী যেই হয় ॥
 তাহাকেও ত্যাগী বলে জানিবে নিশ্চয় ।
 ফলত্যাগী হলেও প্রশংসা লাভ হয় ॥
 অত্যাগীগণের পার্থ হইলে মরণ ।
 ইষ্টানিষ্ট মিশ্র কর্ম ফলের ভঞ্জন ॥
 পাপ পুণ্য ফলভাগ পরকালে হয় ।
 উভয়ের মিশ্রফল ভুঞ্জিবারে হয় ॥
 সম্যাসীরা কর্মফলভাগী নাহি হয় ।
 এ তিনের কোন ফল তাদের না হয় ॥
 সর্বকর্মসিদ্ধিহেতু যে হয় উপায় ।
 বেদান্ত সিদ্ধান্তে তাহা পঞ্চবিধ কর ॥
 আমার বচন মত শুনহে রাজন ।
 সকল বস্তু হয় পঞ্চ এ কারণ ॥
 সুখ দুঃখ ইচ্ছা ঘেব 'শরীর' হতে হয় ।
 অনেক কার্যের 'কর্তা' অহঙ্কার হয় ॥
 সকল ইচ্ছির কার্য 'সকরণ' নাম ধরে ।
 নানাবিধ চেষ্টা সব কারণ নাম ধরে ॥

এ সব কারণ মধ্যে 'দৈবত' কারণ ।
 পঞ্চ কারণে অভিহিত ইহারা অর্জুন ।
 কায়মনোবাক্যে যে কোন কাজ হয় ।
 ধর্ম বা অধর্ম কিম্বা যেইরূপ হয় ॥
 তাহাদের হেতু হয় এ সব কারণ ।
 ও সব কারণ বিনা নী হয় কখন ॥
 একরূপ কারণ পঞ্চ হইয়া বিদিত ।
 আত্মাকে জানিরে সবে অসঙ্গ নিশ্চিত ॥
 উদাসীন আত্মাকে যে কর্তা বলে মানে ।
 নিশ্চয় দুর্গতি সেই আত্মা নাহি জানে ॥
 নিঃসঙ্গ উদাস আত্মা কর্তা নাহি হয় ।
 কার্যোতে সঙ্গরূপ নাহি জানহ নিশ্চয় ॥
 আমি কর্তা এই ভাব নাহি আছে যার ।
 সেই হেতু কার্যে বুদ্ধি না ধরা যাহার ॥
 আত্মা নহে কর্ম কর্তা জানে যেই জন ।
 ভাল মন্দ কাজে বুদ্ধি না করে চালন ॥
 যদ্যপি সমস্ত লোক করে সে হনন ।
 তথাপি ফলের ভাগী নাহি তিনি হন ॥
 আত্মা যখন কোন কাজে কর্তা নাহি হয় ।
 তখন নরক স্বর্গ এই বুদ্ধি অনিষ্টয় ॥
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যেই জ্ঞান হয় ।
 জ্ঞানের পদার্থ বস্তু 'জ্ঞেয়' নাম হয় ॥
 'পরিজ্ঞাতা' নাম ধরে ক্রিয়ার আশ্রয় ।
 কর্ম প্রবর্তক জ্ঞান এই তিন হয় ॥

অস্তঃ বহিঃ ইন্দ্রিয়াদি 'করণ' নাম ধরে ।
 ইষ্টানিষ্ট কার্য 'কর্ম' নাম ধরে ॥
 ইহাদেব প্রযোজক 'কর্তা' নাম হয় ।
 এই তিনরূপ হয় কর্মের আশ্রয় ॥
 জ্ঞান কর্ম কর্তা আদি তিনরূপ হয় ।
 সাংখ্যশাস্ত্রে গুণ ভেদে এরূপ বর্ণন ॥
 কবিষ ভোমার নিকট তাহার কীর্তন ।
 করহ অর্জুন তুমি সেই সব শ্রবণ ॥
 সকল প্রাণীতে যেই এক আত্মা ভাবে ।
 ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে ও সেইরূপ ভাবে ॥
 সর্বভূতে সর্বব্যাপী আত্মার যে জ্ঞান ॥
 পণ্ডিতে তাহার নাম দেয় সাত্বিক জ্ঞান ॥
 সাত্বিক জ্ঞানের যার হইবে উদয় ।
 দৈতভারী সর্বত্রই নাহি তার রয় ॥
 ভিন্ন ভিন্ন দেহে যথা ভিন্ন বস্তু হয় ।
 একাত্মতাব না দেখে ভিন্ন প্রাণী হয় ॥
 তাহাই রাজস জ্ঞান সর্বলোকে কয় ।
 তদ্বারা পৃথক বস্তু অরুভূত হয় ॥
 প্রত্যেক পদার্থে এক পূর্ণ আত্মা হয় ।
 এইরূপ জ্ঞান যাব পদার্থেতে রয় ॥
 তাহাই তামস জ্ঞান বলে সর্বজন ।
 অপ্রকৃত জ্ঞান ইহা জানিবে অর্জুন ॥
 অথও অব্যয় আত্মা সর্বব্যাপী কয় ।
 কোনও প্রাণীতে আত্মাবদ্ধ নাহি হয় ॥

সুখী দুঃখী জ্ঞানী মুখ দেখে যেই জন ।
 দেখিলে স্বতন্ত্র আত্মা ভাবে সেই জন ॥
 সর্বত্র একাত্মা যদি হইত কখন ।
 তবে এত ভেদাভেদ না হত কখন ।
 একুপ আত্মার রূপ ভাবে যেই জন ।
 তাহাই তামস জ্ঞান জানিবে ভুজু ॥
 কর্ম্মতে ফলের আশা নাহি থাকে যার ।
 না থাকে আশক্তি কোন কর্ম্মতে তাহার ॥
 রাগ ঘেয শূন্য হয়ে কর্ম্ম অমুষ্ঠান ।
 তাহাই সাত্বিক কর্ম্ম করে জ্ঞানবান্ ॥
 কর্ম্মতে ফলের আশা থাকয়ে বাহার ।
 বাহার মনেতে থাকে অতি অহঙ্কার ॥
 কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম যাহা করে অমুষ্ঠান ।
 তাহাই রাজস কর্ম্ম বলে জ্ঞানবান্ ॥
 ভবিষ্যতে যেই কাজে হয় অমঙ্গল ।
 বৃথা অর্থ শক্তি ক্ষয় সকলই বিফল ॥
 পৌরুষ হিংসাদি থাকে না থাকে বিচার ।
 তাহাই তামস কর্ম্ম ভক্তব্য সবার ॥
 কর্ম্ম ফলে আশা কত নাহি থাকে যার ।
 উৎসাহ ধৈর্য্য আছে নাহি অহঙ্কার ॥
 সুসিদ্ধ অসিদ্ধ কার্য্যে না আছে বিকার ।
 তিনিই সাত্বিক কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
 পুত্র পরিবার আর আত্মীয় স্বজন ।
 সকলের মেহাবদ্ধ থাকেন যে জন ॥

বিষয়াদি ভোগে যার থাকে অনুরাগ ।
 হিংসা পরায়ণ সদা শুচিত্তে বিরাগ ॥
 পরধনে আশা যার হর্ষ শোকচিত ।
 তিনিই রাগ-কর্তা বেদেতে বিহিত ॥
 ভোগাদি বিষয়ে যার নিত্যান্ত আসক্তি ।
 উচিত কর্তব্য কাজে নাহি থাকে যক্তি ॥
 শাস্ত্র সংস্কার আদি সকলি বর্জিত ।
 দেবতা গুরুর কাছে নী-হয় নমিত ॥
 নিজের মনের ভাব করিয়ে গোপন ।
 স্বার্থসিদ্ধি হেতু করে অশ্রদ্ধ প্রবন্ধন ॥
 যার অপমানের রত নিত্যান্ত অলস ।
 সর্বদা বিবাদ যুক্ত বুদ্ধি নহে বস ॥
 কার্যোত্তে শিথিল যত্ন বৃথা চিন্তা করে ।
 শাস্ত্রেতে তামস কর্তা সেই নাম ধরে ॥
 গুণভেদে বুদ্ধি ধৃতি তিনরূপ হয় ।
 সকলি বলিব তোমায় শুন ধনঞ্জয় ॥
 প্রবৃ্ত্তি নিবৃ্ত্তি আর ভয় ও অভয় ।
 কার্য ও অকার্য কিম্বা মুক্তি যাতে হয় ॥
 সংসার বন্ধন আদি যাতে জানা যায় ।
 তাহাই সাধিক বুদ্ধি সকলেতে কর ॥
 ধর্ম ও অধর্ম কাজ উচিত অনুচিত ।
 যে বুদ্ধিতে এ সব না হয় বিদিত ॥
 অথবা সন্ধিগ্ধভাবে যাতে জ্ঞাত হয় ।
 রাজসিক বুদ্ধি তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥

ধর্মকে অধর্ম বলে ভাবে যেই জন ।
 সর্বকার্যে বিপরীত কবে আচরণ ॥
 ধর্মেতে প্রবৃত্তি নাহি অধর্মে আচার ॥
 তামসিক বুদ্ধি তাহা অতি কদ্যচার ॥
 মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি শাস্ত্রমত চলে ।
 উচিত বিষয়ে চেষ্টা করয়ে সকলে ॥
 সাত্ত্বিক ধৃতিই তাহা শুন ধনঞ্জয় ।
 শাস্ত্রের নিষিদ্ধ পথে নাহি বিচরয় ॥
 ধর্ম অর্থ কাম হেতু যেই বুদ্ধি ধরে ।
 অভিলাষী হয়ে যার। ফলাকাজ্ঞা করে ॥
 রাসিক বুদ্ধি তাহা বেদেতে কথয় ।
 ইহাই নিশ্চয় জ্ঞান, শুন ধনঞ্জয় ॥
 নিদ্রা, ভয়, শোক, হঃখ আর অহঙ্কার ।
 পবিত্যাগ নাহি করে বিষয়ে তৎপর ॥
 তাহাই তামসী ধৃতি সকলেতে কয় ।
 গবার নিকৃষ্ট ইহা বেদেতে কথায় ॥
 যে সুখে অভ্যাস হেতু আসক্তি বাড়ায় ।
 যে সুখ পাইলে হঃখ অবসান হয় ॥
 সে সুখ ত্রিবিধ তাহা কবির বর্ণন ।
 অবহিত চিত্তে তুমি করহ শ্রবণ ॥
 মনের সংযোগে যথা জ্ঞান লাভ হয় ।
 সমাধি বৈরাগ্যে যেবা ক্লেশকর হয় ॥
 পরিণামে যাহা হতে সুখের উদয় ।
 সে সুখ অমৃত তুল্য যোগিগণ কয় ॥

আত্মশুদ্ধি হয়ে তার জ্ঞানলাভ হয়।
 তাই সাত্ত্বিক সুখ জানিবে নিশ্চয় ॥
 বিষয় ইন্দ্রিয় হতে যেই সুখ হয়।
 প্রথমে অমৃত তাহা সকলেতে কয় ॥
 জ্ঞী সংসর্গাদি সুখ ভোগে যে সুখ হয়।
 প্রথমে অমৃত তুল্য তাহা বোধ হয় ॥
 বলবীৰ্য্য উৎসাহ আদি যবে লোপ পায়।
 সেই সুখ পরিণামে বিষবৎ হয় ॥
 সুখের বিচ্ছেদ হেতু দুঃখবহ হয়।
 এই সুখ সাধুগণ রাজসিক কয় ॥
 যে সুখ আত্মাকে করে মোহেতে বন্ধন।
 আরম্ভে কি পরিণামে সন্ময় সৰ্বক্ষণ ॥
 প্রমাদ আলস্য কিম্বা নিজা হতে হয়।
 তাহাই তামস সুখ সাধুগণ কয় ॥
 সব রজস্তমঃ গুণ সকলেতে রয়।
 দেবতা স্বর্গেতে কিম্বা মহীতল ময় ॥
 নাহি কোন দ্রব্য হেন প্রকৃতি ভিতর।
 না আছে ত্রিবিধ গুণ যাহার ভিতর ॥
 স্বভাব গুণেতে হয় জাতির বিভাগ।
 সেই হেতু কৰ্ম্মাদির ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ॥
 পূৰ্ব্বেজন্ম পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠগুণ হয়।
 পূৰ্ব্বেজন্ম সংস্কারে ও সেইরূপ হয় ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জাতি।
 গুণাদির তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ॥

শমঃ দমঃ তপঃ, শৌচ, আর বেদজ্ঞান।
 আর্জব, আশ্তিক্য, ক্ষান্তি, আর আত্মজ্ঞান ॥
 উপায় স্বভাব হতে এই নয় গুণ ।
 কেবল ব্রাহ্মণে থাকে শুনহ অর্জুন ॥
 মনের প্রবৃত্তি রোধ শম নাম ধরে ।
 বাহ্যেস্থিয় কার্য ক্রোধ দম নাম ধরে ॥
 কায়মনোবাক্যে তপস্যা যেই হয় ।
 অস্তঃ বহিঃ পবিত্রতা শৌচ নাম হয় ॥
 তিরস্কার অপমানে নাহি আছে ক্রোধ ।
 সদাই সরল ভাব আছে ক্ষমা বোধ ॥
 বেদ আদি অধ্যয়ন জ্ঞান নাম ধরে ।
 যজ্ঞাদি সাধন কৌশল বিজ্ঞান নাম ধরে ॥
 পরলোক আছে এই নিশ্চয় জ্ঞান যার।
 পরমাথে শ্রদ্ধাহেতু আশ্তিক্য ভাব তাঁর ॥
 এই নয় গুণ হয় ব্রাহ্মণের সাধ ।
 এ গুলি বিশেষ ধর্ম ব্রাহ্মণ সবার ॥
 ক্ষত্রিয় স্বভাব গুণ করিব বর্ণন ।
 মন দিয়া পরন্তপ শুনহ এখন ॥
 শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে অভয় ।
 দান ও প্রভুত্ব এই অষ্ট গুণ হয় ॥
 বল বীর্য্য পরাক্রম শৌর্য্য নাম ধরে ।
 পরাভবে অপ্রবৃত্তি তেজঃ নাম ধরে ॥
 বিপদে পড়িলে চিত্ত না হয় অস্থির।
 এইরূপ ধৃতি গুণ ধরে যেই বীর ॥

কার্যের কৌশল জেনে কাজে দক্ষ হয় ।
 বলবীৰ্য্য হেতু যুদ্ধে নাহি ভয় হয় ॥
 ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে নিঃসঙ্কোচে দান ।
 ছুষ্ঠের দুমনে করে প্রভুত্ব বিধান ॥
 এ সব ক্ষত্রিয় ধর্ম জানহ ভারত ।
 শ্রভাবজ্জ ধর্ম ইহা এই মম মত ॥
 ব্যবসা গোরক্ষা কৃষি বৈশ্য ধর্ম হয় ।
 শূদ্রের বিজাতি সেবা শূদ্র ধর্ম হয় ॥
 মানব আপন কর্মে হর্লে নিষ্ঠাবান্ ।
 সকল কার্যোতে সেই হয় ফলবান ॥
 কর্মনিষ্ঠা হতে যেই সিদ্ধিলাভ হয় ।
 করহ শ্রবণ তুমি কহিঁকু নিশ্চয় ॥
 আকাশাদি ভূত সব যাঁহার স্মৃজন ।
 বিশ্বের সর্বজ যিনি বিদ্যমান রণ ।
 হে অর্জুন সে ঈশ্বরে যে করে অর্চন ।
 যে জন স্বকর্মে করে তাঁহার পূজন ॥
 অবশ্যই সিদ্ধিলাভ ঘটিবে তাহার ।
 ইহাতে সন্দেহ কোন নাহি কর আর ॥
 পরধর্ম ভালরূপ হলে অনুষ্ঠান ।
 অঙ্গহীন স্বধর্মের না হয় সগান ॥
 শ্রভাবজ্জ কর্ম লোকে করিলে সাধন ।
 পাপভাগী তাতে সেই না হয় কখন ॥
 ক্ষত্রিয় হইবে এবে যুদ্ধ তব কাজ ।
 করিলেও পাপভাগী নাহি হবে আজ ॥

যুদ্ধই ক্ষত্রিয় ধর্ম স্বভাবের গুণ ।
 না হবে পাপের ভাগী গুনহে অর্জুন ॥
 হিংসার লক্ষণ দেখে দোষ ভাব মনে ॥
 ত্যজে নিজ ধর্ম অন্য ন্যাকি লও মনে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি সব ধর্ম যবে ।
 দোষ গুণে বিমিশ্রিত সব কাজ ভবে ॥
 ধূমেতে আবৃত যবে থাকে ছত্ৰাশন ।
 থাকে নাহি গুণ তার হয় কি এমন ॥
 কার্যকরী চেষ্টা যবে আছে বিদ্যমান ।
 শাস্ত্রমত কর তবে ধর্ম অনুষ্ঠান ॥
 বর্ণাশ্রম শাস্ত্রধর্ম অতি শ্রেষ্ঠ হয় ।
 কারণ স্বভাব হতে উৎপত্তি সে হয় ॥
 আপন স্বধর্ম লোকে করে অনুষ্ঠান ।
 থাকিলে সামান্য দোষ নাহি দোষ পান ..
 নিজের স্বধর্ম কভু না কর বর্জন ।
 পরধর্ম কভু নাহি করে অবলম্বন ॥
 দারী, পুত্র, গৃহ, ধনে না আছে আসক্তি
 বিষয়াদি ভোগে যার না আছে প্রবৃত্তি ॥
 জীবন ধারণ কার্যে চেষ্টা নাহি যার ।
 বৈরাগ্য আশ্রয় করি চিত্ত শুদ্ধি যার ॥
 সম্যাসের ধর্ম যদি করেন গ্রহণ ।
 আশ্রয়ক্ষত্ৰাজ্ঞান লাভ করে সেই জন ॥
 নিত্য যোগে রত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় ।
 ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ সেই উপযুক্ত হয় ।

সিদ্ধব্যক্তি-যেক্ষেপে লভে ব্রহ্মজ্ঞান ।
 পরজ্ঞাননিষ্ঠা তাহা করিব কীর্তন ॥
 সংক্ষেপে করিব ব্যাখ্যা করহ শ্রবণ ।
 শুদ্ধচিত্তে কর্ণাত্যাগে হয় আত্মজ্ঞান ॥
 ধৈর্য্য গুণে বুদ্ধি যার হয়েছে সংযত ।
 বিশুদ্ধ আচারে যার শুদ্ধ হয় চিত ॥
 শব্দাদি বিষয় যেই করয়ে বর্জন ।
 রাগ দ্বेष শূন্য হয়ে ব্রহ্মভাব পান ॥
 নিভৃত পর্বত গুহা অথবা বনেতে ।
 নিবাস যাহার হয় নির্জন স্থানেতে ॥
 আহার সংযত যার বাক্য আর মন ।
 শরীর সংযত করে ধ্যানি পরায়ণ ॥
 ধ্যানযোগে দান্ত করি বৈরাগ্যে আশ্রয় ।
 ব্রহ্মলাভ করিবারে উপযুক্ত হয় ॥
 অহঙ্কার বল দর্প কাম আর ক্রোধ ।
 পরিগ্রহ পরিত্যাগী সর্ব করে রোধ ॥
 মমত্ববিহীন হয়ে শান্ত ভাব ধরে ।
 ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ তাহার উপরে ॥
 ব্রহ্মে অবস্থিত চিত্ত এসম্মুখ্যাহার ।
 শৌকেতে উদ্বিগ্ন নয় কোনও প্রকার ॥
 কোনরূপ অভিলাষ না আছে যাহার ।
 সর্বভূতে সমদর্শী সে ভক্ত আমার ॥
 তিনি মম পরাভক্তি লভেন আমার ॥
 ভক্তি প্রভাব হেতু আমাত্রে প্রবেশয় ॥

সকল ফল যিনি করিয়ে অনুষ্ঠান ।
 মন্ত্ৰ হুয়ে লয় আগার শরৎ ॥
 আগার প্রসাদে তাঁর অব্যয় পদ হয় ।
 সাধনের ফলে তাঁর কৃপা লাভ হয় ।
 হে অর্জুন । সর্ব কার্য করি সমর্পণ ।
 স্থির বুদ্ধি লভি হও মৎপরায়ণ ॥
 বুদ্ধি যোগ আশ্রয় তুমি করহ এখন ।
 আমাতে তোমার চিন্ত কর সমর্পণ ॥
 আমাতে তোমার চিন্ত হইলে নিরত ।
 মম অনুগ্রহে তবে তরিলে ঝরিত ॥
 ছন্তর সংসার দুঃখ তরিলে এখন ।
 মম কথা হে অর্জুন শুন দিয়া মন ॥
 অহঙ্কারে মম বাক্য না কর শ্রবণ ।
 তোমার স্বধর্ম যদি নাহি দাঁও মন ।
 স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে এখন ।
 ধর্ম ভ্রষ্ট হলে তার নরকে গমন ॥
 অহঙ্কারে বশ হয়ে না করিলে রণ ।
 সকলই নিষ্ফল হবে জানিবে অর্জুন ॥
 তোমার প্রকৃতি তোমায় করিবে বন্ধন ।
 অবশ্যই যুদ্ধে তব হইবে মনন ॥
 মোহ হেতু যুদ্ধ তুমি না কর বর্জন ।
 ক্ষত্রিয় স্বভাব তব না হবে গোপন ॥
 পরিণামে হতে হবে প্রকৃতির বশ ।
 করিবে অবশ্য যুদ্ধ না হবে অবশ ॥

জীবর হৃদয় মধ্যে থেকে ভগবান ।
 ইচ্ছাক্রমে তাহাদের করেন চালন ॥
 সকল প্রকারে তুমি হও একমন ।
 সেই ভগবান্ এবে লওহে শরণ ॥
 ভগবান অনুগ্রহে শান্তিলাভ হবে ।
 পূর্ণ শান্তি পেরে শান্ত ধাম যাবে ॥
 অতি গুহ্য আত্মজ্ঞান করিহু আখ্যান ।
 হে অর্জুন ! জেনে তুমি কর আচরণ ॥
 আমার কথিত গীতা আদি হতে শেষ ।
 ইচ্ছামত কার্য্য কর বিচারি বিশেষ ॥
 'যথা' অভিলাষ তব করু তুমি এবে ।
 তথা কুরি স্থির কর কিছুক্ষণ ভেবে ॥
 হে অর্জুন ! তুমি মম ভক্তের প্রধান ।
 তোমার হিতার্থ আমি করিহু জ্ঞাপন ॥
 পুনরায় গুহ্য কথা করিব বর্ণন ।
 সর্কাপেক্ষা গুহ্য ইহা করহ শ্রবণ ॥
 আমাতে তোমার চিত্ত কর অবস্থান ।
 মস্তক হইয়ে কর যত্ন অনুর্ত্তান ॥
 নমস্কার কর মোরে শুনহে অর্জুন ।
 তাহলে আমাকে তুমি পাইবে তখন ॥
 সত্য করি বলি আমি নিকটে তোমার ।
 অত্যন্ত তুমিই প্রিয় হওহে আমার ॥
 সর্ব ধর্ম্ম অনুর্ত্তান করিয়ে বর্জন ।
 অপিংয়ে আমার চিত্ত লওহে শরণ ॥

সৰ্বপাপ হতে তব করিব মোচন ।
 না কর সন্দেহ হবে যশের ভঞ্জন ॥
 তোমার মঙ্গল জন্ত গীতার কথন ।
 করিহু এখন সেই শাস্ত্রের কীর্তন ॥
 তপস্রাবিহীন আর ভক্তিবিরজিত ।
 মম নিন্দাকারী জন শুদ্ধা রহিত ॥
 এ সব লোকের কাছে না কর জ্ঞাপন ।
 গীতা উপদেশ নাহি দিবে কদাচন ॥
 আমার পরম ভক্ত হইবে যে জন ।
 ভক্তগণ কাছে ইহা করিবে কীর্তন ॥
 শুধু শাস্ত্র গীতা ফুল লভিবে সে জন ।
 অবশ্য পাইবে মোরৈ সন্দেহ অকারণ ॥
 গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা পার্থ করে যেই জন ।
 সেরূপ আমার প্রিয় নাহি কোম জন ॥
 আমা ছাড়া সেও কভু অশ্রু নাহি জানে ।
 আমা ছাড়া প্রিয়বস্তু অশ্রু নাহি মানে ॥
 ধর্মার্থ সংবাদ গীতা (যে) করে অধ্যয়ন ।
 জ্ঞান যজ্ঞে গোরে সেই করয়ে পূজন ॥
 অহুসারহিত হয়ে আর শ্রদ্ধাবান ।
 একমাত্র গীতাশাস্ত্র করয়ে শ্রবণ ॥
 সৰ্বপাপ হতে তার হয় বিমোচন ।
 পুণ্যআর শুভলোক করয়ে গমন ॥
 হে পার্থ গীতা শাস্ত্র কি, করিলে শ্রবণ ।
 একমনে করিলে কি গীতার শ্রবণ ।

অজ্ঞানকৃত মোহ তব হল কি মোচন ।
 কিরূপশুনিলে তুমি করহ বর্ণন ॥
 হে কেশব তোমার রূপায় আমিহে এখন
 গীতার্থ সংলাপ এই করিহু শ্রবণ ॥
 আমার সমস্ত মোহ যুচেছে এখন ।
 আত্মজ্ঞান স্মৃতিলাভ হইল এখন ॥
 সকল সংশয় মগ হইল মোচন ।
 তব উপদেশ শীঘ্র করিহু পালন ॥
 সঞ্জয় বলেন এবে শুনহে রাজন ।
 শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বাদ করিহু শ্রবণ ॥
 অদ্ভুত সংবাদ ইহা করিহু শ্রবণ ।
 শুনিলে শরীরে হয় লোমের হর্ষণ ॥
 যথাযথ আমি যাহা করেছি শ্রবণ ।
 তাহাই করিহু আমি তোমায় কীর্তন ॥
 ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন সঞ্জয়ে তখন ।
 দূরস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে হে যখন ॥
 কিরূপ কৃষ্ণাৰ্জুন বাদ করিলে শ্রবণ ।
 সঞ্জয় বলেন তবে শুনহে রাজন ॥
 বেদব্যাস অহুগ্রাহে করিহু শ্রবণ ।
 দিব্য কণ্ঠ চক্ষু জ্ঞান পেয়েছি এখন ॥
 তাতেই দূরের কথা করিহু শ্রবণ ।
 নিজমুখে সেই কৃষ্ণ করিল বর্ণন ॥
 অয়ং সে শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ভগবান ।
 মহাশুভ যোগতর্ক করিয়া শ্রবণ ॥

তাহাই তোমার কাছে করিহু কীর্তন ।
 পুণ্যরূপ এ সংবাদ করিয়ে প্রবৃণ ॥
 সদাই হতেছে মম পুলকিত মন ।
 যতই সংবাদ এই করেছি শ্রবণে
 ততই অধিক মম পুলকিত মন ॥
 মহারাজ যতবার করেছি শ্রবণ ॥
 অত্যন্ত বিধরূপে আগে সদা মন ॥
 পুনঃপুনঃ হর্ষাবেগ সমুখিত হয় ।
 যখন রাজন তাহা মনেতে উদয় ॥
 হে রাজনু যোগেশ্বর যেই দিকে রন ।
 স্বয়ং সে ভগবান সেইদিকে রন ॥
 যে পক্ষে গাণ্ডীব বীর ধরে ধরুর্কান ।
 সে পক্ষে নিশ্চয় জয় জান হে রাজন ॥
 রাজলক্ষী সেই দিকে চিরদিন স্রবণ ।
 বিজয় বিভূতি সব থাকেহে রাজন ॥
 ধর্মনীতি সেই পক্ষে করেন আশ্রয় ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি জানিও নিশ্চয় ॥
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির (৩) পক্ষেতে যখন ।
 সর্বসিদ্ধি দিতে আছে স্বয়ং নারায়ণ ॥
 সর্বদুঃখহর সেই বিপদভঞ্জন ।
 বীরকেশরী অর্জুন যে পক্ষেতে রন ॥
 তাহার হইবে জয় শুনহে রাজন ।
 ইহাতে সন্দেহ কভু না কর রাজন ॥
 অতএব জয়াশায় দাও জলাঞ্জলি ।

পাণ্ডবে মিলিত হও, করি কৃতাজ্ঞানি ॥
 ছর্যোদ্ধন পুত্রগণে কর নিবারণ ।
 বৃথা যুদ্ধসজ্জা আর কিবা প্রয়োজন ॥
 ভগবান্ অনুগ্রহ লভিয়ে এখন ।
 পাণ্ডবে মিলিত হও শুনহে রাজন ॥

গীতামাহাত্ম্য ।

শৌনক বলেন পুত্র করি নিবেদন ।
 নৈমিষ অরণ্যে যাহা ব্যাসের কথন ॥
 গীতার মাহাত্ম্য সেই করহ বর্ণন ॥
 শ্রুত কহিলেন তবে শুন ভগবন ।
 উত্তম এ প্রণ তব জিজ্ঞাস্ত এখন ॥
 এ গীতা মাহাত্ম্য হয় অতিশুভ্রতম ।
 কে পারে করিতে ব্যাখ্যা কে হেন সক্ষম ॥
 শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানে অর্জুন কিঞ্চিৎ ।
 শুকদেব যাজ্ঞবল্ক্য জনক কথঞ্চিৎ ॥
 অশ্বাস্ত্র মহাত্মা সব করিয়া শ্রবণ ।
 জানিয়া মাহাত্ম্য তাঁর করেন কীর্ত্তন ॥
 মহামুনি বেদব্যাস করিলে বর্ণন ।
 যৎকিঞ্চিৎ তার আমি করেছি শ্রবণ ॥
 তাহাই তোমার কাছে করিব বর্ণন ।
 অনুগ্রহ করি তাহা করুন শ্রবণ ॥

••

সকল উপনিষদ যেন গাভীর স্বরূপ ।
 কৃন্তী-সুত সে অর্জুন বৎসের স্বরূপ ॥
 নারায়ণ সেই দুগ্ধ করিয়া দোহন ।
 অর্জুনের স্মৃতিবৃত্তি করেন স্নাতন ॥
 স্মৃতি মানবদিকে করিতে মোচন ।
 করেছেন এই গীতা অমৃত দোহন ॥ -
 ত্রিলোকের উপকার সাধিবার তরে ।
 শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন নীরথ্য স্বীকার করে ॥
 অমৃত এ গীতা যিনি করেছেন দান ।
 পরমায়া তাঁর করি প্রণাম বিধান ॥
 এ ঘোর সংসার দুয় অসীম সাগর ।
 এ সাগর পার হতে অভিলাষ কর ॥
 গীতারূপ এ নৌকার করহ আশ্রয় ।
 পরম সুরেতে পার হইবে নিশ্চয় ॥
 সর্বদা অভ্যাশ যোগে গীতার শ্রবণ ।
 যে সূতায়া করে নাই তাহা অক্ষয় ॥
 এরূপ না করে যেই মুক্তিলাভ চায় ।
 বালকের উপহাস তার লাভ হয় ॥
 দিবানিশি গীতা শাজ করেন শ্রবণ ।
 কিম্বা দিবানিশি যারা করে অধ্যয়ন ॥
 নিঃসংশয় তাহাদিকে দেবতা জানিবে ।
 দেবতা বলিয়ে তাঁদের সর্বদা পূজিবে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনে যাহা দিয়াছেন জ্ঞান ।
 যে গীতার উপদেশ করিয়ে ব্যাখ্যান ॥

সঞ্জ্ঞা নির্ভুগ ব্রহ্ম আর ভক্তি তত্ত্ব ।
 জ্ঞান তত্ত্ব আদি তাতে সকলি ব্যাখ্যাত ॥
 ক্রমশঃ চিন্তের শুদ্ধি প্রেম ভক্তি হয় ।
 কর্ম হতে ভক্তি আর মুক্তি লাভ হয় ॥
 গীতারূপ অলাশয়ে যে করেন জ্ঞান ।
 সংসার মালিগা তিনি দূর করে যান ॥
 অন্ধাধীন হয়ে যেই করয়ে এ জ্ঞান ।
 হস্তীজ্ঞান মত এই বৃথা হির জ্ঞান ॥
 যেমন করিয়ে হস্তী অলাশয়ে জ্ঞান ।
 ধূলিধারা নিজগাত্র করে দেয় জ্ঞান ॥
 অন্ধাধীন সেইরূপ গীতা পাঠ করে ।
 মনের মালিগা তার পুনঃ আসি লড়ে ॥
 অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করে গীতার ।
 ইহলোকে সর্ব কর্ম পণ্ড হয় তার ॥
 যে মূর্থ গীতার মর্ম নহে অবগত ।
 নরাধম এ জগতে জানিবে নিশ্চিত ॥
 ধিক্ তার কুলে শীলে দেহের ধারণে ।
 তাহার জ্ঞানেতে ধিক্ গীতা নাহি জানে ॥
 গীতা অর্থ নাহি জানে মানব জীবনে ।
 তার সম নরাধম নাহি জিজ্ঞাসনে ॥
 ধিক্ তার দেহ আর স্বভাব কল্যাণে ।
 ধিক্ তার গৃহাশ্রমে ধিক্ তার ধনে ॥
 গীতাশাস্ত্র যেই জন নহে অবগত ।
 কদাপেক্ষা নরাধম নী আছে নিশ্চিত ॥

গীতামাহাত্ম্য ।

• ৭ •

প্রতিষ্ঠা প্রারম্ভে ধিক্, ধিক্ তাঁর মানন ।
সঙ্গম মহত্বে ধিক্, ধিক্ তার জীনে ॥
গীতা শাস্ত্রে যতি নাই যাহার জীবনে ।
কর্মাদি নিফল তার এ শিষ্ট ভূবনে ॥
জ্ঞানদাতা ধিক্ ওর নিষ্ঠা আর ব্রত ।
ধিক্ তার সর্ব কর্ম তপঃ অপ যত ॥
যেই মূর্থ করে নাহি গীতা অধ্যয়ন ।
তদপেক্ষা নরাধর্ম নাহি কোন জন ॥
গীতা জ্ঞান নাহি থাকে হেন যেই জ্ঞান ।
তাহাই আসুরী বিদ্যা নিফল সে জ্ঞান ॥
বেদান্ত-বিরুদ্ধ ভ্রূহা ধর্ম-বিগহিত ।
সর্ব ধর্মময়ী গীতা বেদেতে বিদ্বিত ॥
সর্বজ্ঞান-প্রদায়িকা বিদ্বদ্ধা এ গীতা ।
সর্বশাস্ত্র সারভূতা হয় এই গীতা ॥
বিষুপর্ব দিনে কিম্বা একাদশী দিনে ।
গীতার আবৃত্তি যেই করে একমনে ॥
স্বপ্ন আগরণ কিম্বা যে ভাবে যখন ।
স্থিরভাবে থাকে কিম্বা করয়ে গমন ॥
যথায় যে ভাবে সেই করে অবস্থান ।
শত্রু হতে কোন কালে নাহি ভয় পান ।
দেবালয়ে, শিলালয়ে, কিম্বা নদী তটে ।
তীর্থে কিম্বা শালগ্রাম শিলার নিকটে ॥
একমনে গীতা পাঠ করয়ে যে জন ।
নিশ্চয় সৌভাগ্য লাভ করে সেই জন ॥

দানযজ্ঞ বেদপাঠ কিস্বা তীর্থ ব্রত ।
 দেবকী-নন্দন তাহে তুষ্ট নন তত ॥
 গীতা পাঠে ভগবান্ তুষ্ট হন যত ॥
 পুরাণাদি বৈশিষ্ট্যে হয় যেই ফল ।
 ভক্তিসহ গীতা পাঠে হয় সেই ফল ॥
 সৰ্বশাস্ত্র অধ্যয়নে যেই সিদ্ধি হয় ।
 একমাত্র গীতা পাঠে সেই সিদ্ধি হয় ॥
 সিদ্ধপীঠে যজ্ঞ-ক্ষেত্রে কিংবা যোগস্থানে ।
 শালগ্রাম শিলা কিবা সজ্জনের স্থানে ॥
 ভক্ত কাছে গীতা পাঠ করেন যে জন ।
 সৰ্ব কার্যে সিদ্ধি লাভ করে সেই জন ॥
 প্রত্যহ গীতার পাঠ অথবা শ্রবণ ।
 স্থিরচিত্তে সুস্থভাবে করে যেই জন ॥
 অশ্বমেধ ত্বাদি যজ্ঞ দক্ষিণাদি দান ।
 ইহাদের সমফলে হন লাভবান্ ॥
 গীতার্থ শ্রবণ কিস্বা করিলে কীর্তন ।
 অথবা অশ্রুকে যিনি করান শ্রবণ ॥
 শ্রেষ্ঠ পদ যশঃ লাভ করে সেই জন ॥
 ভক্তিভাব যুক্ত হয়ে আদর সহিত ।
 যথাবিধি গীতাদানে করে যেই হিত ॥
 সৌভাগ্য আরোগ্য আর যশোলাভ হয় ।
 প্রিয়া ভাৰ্যা করে লাভ সুখ প্রাপ্ত হয় ॥
 যে গৃহে এ হেন গীতা অর্পণাদি হয় ।
 অস্তিশাপ হিংসা দুঃখ নাহি তথা হয় ॥

ত্রিতাপ-জনিত গীড়া ব্যাধি অভিগম্য ।
 দুর্গতি নরক কিম্বা নাহি কেহন পাপ ॥
 বিস্ফোটক আদি বাধা দেহে নাহি হয় ।
 বিশুদ্ধ গীতার কথা যেখানে কীর্ত্তয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই হয়ে থাকে দাস ।
 ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মে না হয় নিরাশ্র ॥
 সর্বজীবসহ তার সখ্য লাভ হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুষ্ট ইহাই নিশ্চয় ॥
 গীতাপাঠ পরায়ণ হয় যেই জন ।
 প্রায়ক কার্যেতে যদি থাকয়ে অধীন ॥
 মুখ লাভ মুক্তি তার অবশ্যই হয় ।
 কোন কর্ম দ্বারা তাঁর বন্ধন না হয় ॥
 গীতাধারী যদি কড় করে মহাপাপ ।
 কিম্বা যদি কোন কার্যে করে অভিগম্য ॥
 জল যেন পদ্মপত্রে না করে আশ্রয় ।
 সেইরূপ পাপ তাঁকে না করে আশ্রয় ॥
 অবিধি আচার আর অভক্ষ্য ভোজন ।
 অশুবিধ দোষ কিম্বা অস্পৃশ্য স্পর্শন ॥
 ইন্দ্রিয়জনিত কিম্বা যেই দোষ হয় ।
 একমাত্র গীতাপাঠে সকলি নাশয় ॥
 কলের অন্ন যেই করয়ে ভোজন ।
 অথবা সর্বত্র যেই করয়ে গ্রহণ ॥
 এরূপ কার্যেতে তার যেই পাপ হয় ।
 গীতাধারী জনে তাহা নাহিক স্পর্শয় ॥

স্নানধূপা বসুন্ধরা করিলে গ্রহণ ।
 যথাবিধি কেহ যদি করে সমর্পণ ॥
 এ পাপেও যদি কেহ অপরিভ্র হয় ।
 গীতাপাঠে সেই দোষ অতি শুদ্ধ হয় ॥
 নিয়ত গীতাতে রত থাকে যার মন ।
 সাত্ত্বিক জ্ঞাপক তিনি তিনি ক্রিয়াবান ॥
 তিনিই পণ্ডিত হন তিনি ধনবান ।
 দর্শনীয় তিনি যোগী তিনি জ্ঞানবান ॥
 যাজ্ঞিক যাজ্ঞক তিনি সবার প্রধান ।
 সকল বেদার্থদর্শী তিনি ধর্ম্মবান ॥
 সত্যগীতা যেই স্থলে কুরয়ে পঠন ।
 ঐশ্যাদি সর্ব্বার্থ তথা বিদ্যমান ॥
 গীতাতে প্রবৃত্তি যার থাকে অবিরত ।
 দেবতা সহায় থাকে মৃত বা জীবিত ॥
 দেব ঋষি যোগিগণ রক্ষক তাহার ।
 গোপাল নারদ কৃষ্ণ সহায় তাহার ॥
 পার্শ্বদাদি ঋষসহ সহায় তাহার ।
 অধ্যয়ন অধ্যাপনা গীতার বিচার ॥
 যেই স্থানে গীতার অর্থ করয়ে বিচার ।
 শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ থাকেন তথায় ।
 ভগবান্ নারায়ণ বিরাজে তথায় ॥
 ভগবান্ কহিলেন শুন ধনঞ্জয় ।
 হৃদয় স্বরূপ মম গীতা এই হয় ॥
 মম এই গীতা হয় সকলের সার ।

অত্যাগ অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ আমার
 গীতাই আমার হয় অতি উচ্চ স্থান ।
 গীতা মম করে অতি উচ্চপদ দান ॥
 গীতার আশ্রয়ে আমি রুদ্রি অবস্থান ।
 গীতা মম পরম গুরু গীতা নিকেতন ॥
 আমার আশ্রয় হয় এই গীতা জ্ঞান
 তাহাতে ত্রিলোক মম হতেছে পালন ॥
 ব্রহ্মরূপা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা গীতাই আমার ।
 পরমা বিজ্ঞা ইহা সংশয় নাহি আর ॥
 অর্কমাত্রা স্বরূপিণী গীতা মম হয় ।
 উচ্চপদ স্বরূপিণী নিত্য গীতা হয় ॥
 গীতা শুহ নাম সব করিব বর্ণন ।
 শুনহে শিগুর এবে শুন দিয়া মন ॥
 এ সকল শ্রেষ্ঠ নাম করিলে কীর্তন ।
 পাপরাশি তৎক্ষণাৎ হইবে মোচন ॥
 গঙ্গা গীতা ও সাবিত্রী আর সীতা ।
 ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিজ্ঞা সত্য পতিব্রতা ॥
 অর্কমাত্রা চিদানন্দা ত্রিসম্ব্য মুক্তি গেহিণী
 বেদজয়ী পরানন্দা বিভ্রান্তিনাশিনী ।
 তত্বাধ জ্ঞানমঞ্জরী সর্বপাপবিনাশিনী
 এক চিন্তে নিত্যজপ করে এই নাম ।
 জ্ঞান সিদ্ধি উচ্চপদ লভে পরিণাম ॥
 সম্পূর্ণ গীতার পাঠে হইলে অক্ষয় ।
 গীতার্কেও ফুললার্ত গোদানের সম ॥

তৃতীয়াংশ পাঠে হয় সোমযাগ ফল ।
 ষষ্ঠাংশ পাঠে হয় গঙ্গাজান ফল ॥
 প্রত্যহ অধ্যায় দুই পাঠ হয় যার ।
 কল্পকালইজ্জল্লোকে বসতি তাহার ॥
 ত্রিংশত অধ্যায়েক পাঠে যেই জন ।
 পাপময় কল্লোলকে থাকে সেই জন ॥
 অধ্যায়ার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ হলে অধ্যয়ন ।
 শত মনুজর পুণ্যলোকে কল্পয়ে যাপন ।
 সাত দশ চারি পাঁচ এক দুই দিন ।
 কিম্বা অর্দ্ধলোকগাত্র পাঠে যেই জন ॥
 অমৃত বর্ষ চন্দ্রলোকে কল্পয়ে যাপন ॥
 অধ্যায় শ্লোকের কিম্বা অর্থ যেই জন ।
 স্মরিতে স্মরিতে করে স্বর্গোতে গমন ॥
 অস্ত্রে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে সেই জন ।
 অস্তিম সময়ে গীতা পঠন শ্রবণ ।
 মহাপাপী হইলেও মুক্তিভাগী হন ॥
 গীতা সহ বার হয় স্বর্গোতে গমন ।
 বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহ আনন্দে মগন ।
 মৃত্যুকালে অধ্যায়েক থাকিলে নিকটে ।
 নীচ যোনি নাহি হয় নরযোনি ঘটে ॥
 পূর্বজন্মে গীতাভ্যাস করয়ে সে জন ।
 মুক্তিপদ লাভ তার অবশ্য ঘটন ॥
 মৃত্যুকালে গীতা শব্দ করে উচ্চারণ ।
 তাহার সাধগতি ঘটে অবশ্য তখন ॥

মানব যখন কৰ্ম করে অহুষ্ঠান ।
 সে সময় গীতা পাঠে করে ফলদান ॥
 শ্রাদ্ধকালে পিতৃ উদ্দেশে গীতা অধ্যয়ন ।
 উদ্ধারে নরক হতে স্বর্গেতে গমন ॥
 গীতা-পাঠে পিতৃগণ পরিতুষ্ট হন ।
 আশীর্বাদি পুত্রগণে পিতৃলোকে যান ।
 ধেনুসহ গীতা যিনি করেন প্রদান ।
 কৃতকৃত্য হয়ে যিনি ফললাভ পান ॥
 সুবর্ণ সহিত গীতা ব্রাহ্মণেতে দান ।
 পুনর্জন্ম নাহি হয় করিলে প্রদান ॥
 একশত গীতা বহু করিলে প্রদান ।
 ব্রহ্মলোকে গতি হয় পুনর্জন্ম হীন ॥
 গীতাদান পুণ্যফলে সপ্তকল্প কাল ।
 বিষ্ণুসহ বিষ্ণুলোকে সুখে কাটুকাল ॥
 সম্যক গীতার্থ শুনে গীতা হলে দান ।
 ভগবান্ প্রীত হয়ে করে ফলদান ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিসা শূদ্রগণ ।
 ছলভ মানব জনা করিয়ে ধারণ ॥
 অমৃতরূপিণী গীতা না করে শ্রবণ ।
 কিসা ভক্তি সহ নাহি করে অধ্যয়ন ॥
 হাতের অমৃত সেই করয়ে ক্ষেপণ ।
 দুর্ভাগোর বশে করে গরল ভক্ষণ ॥
 সংসার ভিতরে হয় দুঃখী যেই জন ।
 গীতাজ্ঞান লাভ তার অবশ্য করণ ॥

গীত-পান-হেতু মুক্তিলাভ হয় ।
 ভক্তিলাভ করে গেই অতি সুখী হয় ॥
 জনকাদি ঋষিগণ গীতার আশ্রয় ।
 শ্রেষ্ঠপদ আভ্যস করে পাপ শূন্য হয় ॥
 গীতা শ্লোক যদি কেহ করে উচ্চারণ ।
 কিনা তারি জ্ঞানলাভ করে যেই জন ॥
 ব্রহ্মসুখপিনী গীতা তাহাদের কাছে ।
 সর্বজ্ঞান-প্রদায়িনী সংসারের মাঝে ॥
 গর্ব অভিমানে যেই গীতা নিন্দা করে ।
 নরকে নিবাস সেই চিরকাল করে ॥
 অহঙ্কারে যে মূঢ়াচার করে অপমান ।
 কল্ককাল হয় তার কুন্তীপাকে স্থান ॥
 নিকটে গীতার ব্যাখ্যা দেখে ও না শুনে ।
 শূকর ঘোড়িতে জনা বহুবার ভণে ॥
 মোক্ষপ্রদ গীতাগ্রন্থ যে করে হরণ ।
 গীতা পাঠ ব্যর্থ তার বিফল করণ ॥
 মন দিয়া নাহি করে গীতাথ' শ্রবণ ।
 পরমাথ'-লাভ-হেতু করয়ে যতন ।
 উন্নত যেমন শ্রম করয়ে বিফল ।
 তেমনি তাহার কর্ম সকলি বিফল ॥
 যে পুণ্যাক্ষা গীতা পাঠ করিয়ে শ্রবণ ।
 ভগবৎ প্রীতি-হেতু করে নিবেদন ॥
 সুবর্ণ সামগ্রী ভোজ্য আর পট্টাশ্রয় ।
 ব্যাখ্যাতাকে করে দীন সংসার ভিতর ॥

ব্যাখ্যাতাকে ভক্তি সহ করয়ে পূজনা
 বিবিধ সামগ্রী বস্ত্র করয়ে প্রদান ॥
 ভগবান্ হরি তাঁর করয়ে সন্তোষ ।
 সর্ব সুখ হয় তার থাকে নাহি দোষ ॥
 গীতা পাঠ অন্তে যেই মাহাত্ম্য পাঠ করে ।
 সর্ব ফল ভাগী সেই সংসার ভিতরে ॥
 পাঠান্তে মাহাত্ম্য যেই নাহি পাঠ করে ।
 পণ্ডিত হয় তার রূথা পাঠ করে ॥
 মাহাত্ম্য সহিত গীতা পড়ে যেই জন ।
 অথবা প্রকার সহিত করয়ে শ্রবণ ॥
 অতি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করয়ে সে জন ॥
 অর্থ সহ গীতা অর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ ।
 করিলে সকল পুণ্য লভে সেই জন ॥

সম্পূর্ণ ।





এই পুস্তক

ম্যানেজার সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয়, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা; এবং ৩নং মৃদ্ধাপুর স্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্যালয়ে
মুদ্রিত হইয়াছে।

চাকরির উপায়।

ইহা অর্থ উপার্জনের একমাত্র পুথ। অল্প মূলধনে ব্যবস
করিলে কিরূপে আর্থিক জীবিকা উপার্জন হয়, তাহ
নিশ্চিয়ার উপায়। ইহাতে একাউন্ট্যান্টগিরি, মোক্তার
গিরি, কেরানীগিরি, পুলিশের সর্ব-ইনস্পেক্টর, আমিনীগিরি, নজার
কাজ, টেলিগ্রাফ বিভাগের, রেলওয়ের, ডাক বিভাগের, ছাপ
খানার, এক কর্তায় এমন চাকরি নাই, যাহা ইহা দ্বারা নিশ্চিতে
পাওয়া যায় না। মূল্য ১০ আনা, ডাঃ মাঃ ১০ আনা।

ম্যানেজার—সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয়,

৩০নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

